ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

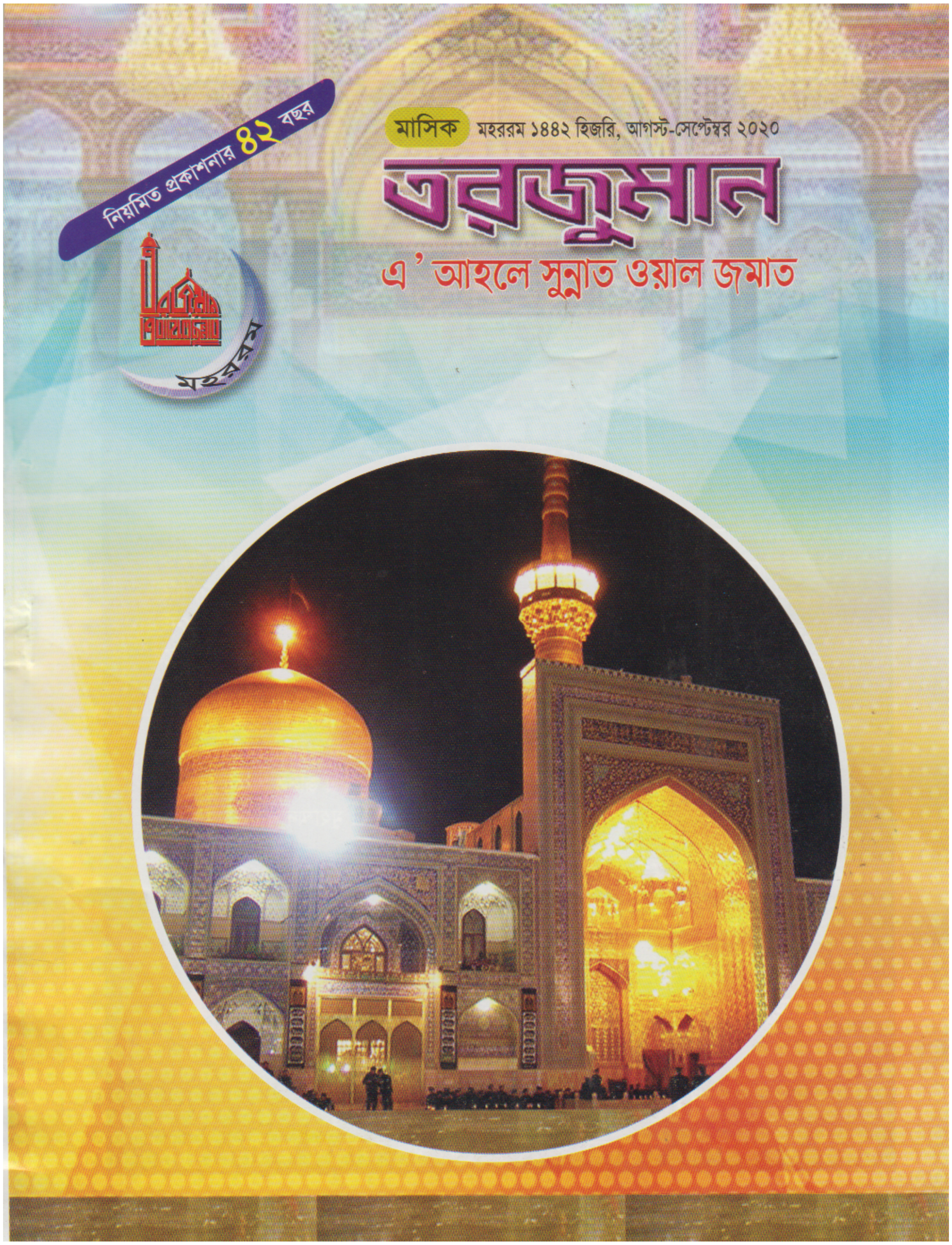

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

www.anjumantrust.org

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: **info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org**

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সম্পাদকীয়

বৎসরান্তে ফিরে এসেছে নতুন হিজরী নববর্ষের (১৪৪২ হি.) প্রথম মাস মুহররম। আহলান-সাহলান। এ মাসেই সংঘটিত হয়েছে বিশ্বের নিষ্ঠুর এক ভয়াবহ মমন্তুদ ঘটনা। ইরাকের কারবালা প্রান্তরে সপরিবারে শহীদ হন জান্নাতের সর্দার তাজেদারে মদীনা সরওয়ারে কায়েনাত হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চোখের মনি অতি আদরের প্রিয়তম দৌহিত্র ইমামে আলী মাকাম সৈয়্যদুনা হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর মনোনীত প্রিয় নবীর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম'র নীতি-আদর্শ ও মুল্যবোধকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে চির অম্লান রাখার জন্য ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিশ্চিত শাহাদত বরণের কথা জেনেও আল্লাহ্-রসূলের নির্দেশিত পথ ও মতের সঠিক রূপরেখা উন্নত রাখার মানসে সত্যের মুখোমুখি হতে ইতস্ততঃ করেননি। ভয় পাননি, নির্ভীক চিত্তে অন্যায়ের প্রতিবাদে কঠোর হয়েছেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দুধের শিশুর পিপাসার্ত করুন রোদনেও তিনি সত্যের জন্য লড়াই করে যেতে পিছপা হননি। সাবাশ ইমাম হোসাইন! বিনম্র শ্রদ্ধায় ও আমরা আপনার নিকট চির ঋণী, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই। আপনার মহৎ আত্মদানে আপনি যেমন মহিমান্বিত হয়েছেন তেমনি আপনার গোলামরা আমরাও গৌরবান্বিত হয়েছি আপনার কারণে। বিশ্ব মুসলিম মিল্লাত এ ঋণ কিভাবে শোধ করবে। হে মহান সেনাপতি, আপনি আমাদের জন্য যে আদর্শ নীতি ও মূল্যবোধ রেখে গেছেন তা অনুসরণ করার মাঝেই আমাদের দায়ভারও মুক্তি নিহিত রয়েছে। আপনার নিকট থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, নিজেকে যে কোন ধরনের অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা, প্রয়োজনে শির দেয়া তবুও মাথা নত নয়। অপর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যার কোন বিকল্প নেই তা হলো নামায। আপনার নানাজান আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট হতে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ বিধান 'নামায' কায়েম রাখা আমাদের জন্য ফরয। দাজ্জাল ঘাতকের তরবারির নীচে শির থাকা সত্ত্বেও নামাযের জন্য আপনি সময় প্রার্থনা করেছেন আর নরঘাতক জাহান্নামী সাজদারত অবস্থায় আপনাকে শহীদ করল। আপনার শিক্ষা যে কোন অবস্থায় নামায আদায় করতে হবে। ইসলাম তথা শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিহত করতে হবে, সত্য-ন্যায়ের পথে নির্ভীকতার সাথে পথ চলতে হবে। এখানে কোন আপোষ নেই, বিকল্প চুক্তি নেই। এ দু'টি পথ নির্দেশনার মাঝে একজন মুমিন মুসলমানের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হতে হবে, তবেই তিনি হবেন ঈমানদার মুসলিম, নবী-অলী প্রেমিক যোদ্ধা। আল্লাহ্ আমাদের ইমামে আলী মাকামের প্রদর্শিত পথে অটল থাকার তাওফিক দিন।

বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় দিকপ্রান্ত, দিশেহারা, বিধর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, অপমানিত, ১৫০ কোটি মুসলিম ভীত সন্ত্রস্থ, অভ্যন্তরীন কলহ, দ্বন্দ্বও শ্রেষ্ঠত্বে লড়াইয়ে পরস্পর পরস্পরের রক্তস্নাতে উল্লাসিত। দম্ভ, অহমিকা, ভোগ দখলে মত্ত হয়ে ধ্বংসের লেলিহান শিখার দোঁয়ায় বিবর্ণ, বিষন্ন, অতীতের সোনালী যুগ আজ ইতিহাস। জাতি আর ধ্বংসম্মুখ, ইসলামের নীতি আদর্শ, স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্-রসূল'র সাবধান বাণী ভুলে গিয়ে আমরা আজ কুপমন্ডুপ হয়ে পড়েছি। পরিত্রাণ কিভাবে হবে, ধ্বংসস্তুপ থেকে বের হবার পথ কে দেখাবে? শরীয়ত-তরীকতের রজ্জুকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করানোর উপায়ও বা কি? হারানো অতীত ঐতিহ্য ইসলামী তমদ্দুন কিভাবে ফিরে পাব এসকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার সর্বোৎকৃষ্ট সময় এখন। বিলম্ব, অবহেলা আর আত্মঘাতি পদক্ষেপ-আমাদের বিধর্মীদের দাসত্বের শৃঙখলে আবদ্ধ করবে। মুসলমান বীরের জাতি। আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ইসলামই মহিমান্বিত, শাশ্বত, আলোয় ভরা আলোকিত পথ। তাহলে আমাদের এই অবস্থা কেন? আমরা হারিয়ে যাচ্ছি পংকিল আবর্তে? নোংরামী আর ভাড়ারের বর্জ্য কেন আমাদের বিধিলিপি হবে? ভেবে দেখুন মুসলিম ভাইয়েরা! ইমামে আলী মাকামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাকওয়া, সত্য সন্ধানী এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকারী বীর শহীদের অনুসরণ অনুকরণ এবং স্বীয় চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করার মাঝেই আমাদের মুক্তি নিহিত, ইহকাল পরকালের সুখ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। আসুন শোহাদায়ে কারবালার স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ইমাম হোসাইনের দেখানো পথে অভিযাত্রী হই, তাহলেই আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পাব। আল্লাহ্ ও রসূলের রেজামন্দি হাসিল হবে। পাপী-তাপীর অতীতের ভুল ভ্রান্তি অপরাধ মার্জনা করার ক্ষমতা মহান স্রষ্টা আল্লাহর। তাঁর কাছে কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। নবী-অলীর শরনাপন্ন হলে আল্লাহ্র পথের দিশা মিলবে। এখনই শুরু হোক মনস্তাত্বিক যুদ্ধ। হে আল্লাহ্ আমাদের ক্ষমা করুন। হে ইমামে আলী মাকাম আমাদের ক্ষমা করুন, আগামী পথচলার সাহস দিন। আপনার অধম সন্তান পরিচয়ে যেন জীবন উৎসর্গ করতে পারি। 'তরজুমান'র পাঠক শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক সহ সর্বস্তরের মুসলিম ভাইদের জানাই হিজরী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। অতীতের গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করে আমরা যেন নতুন পৃথিবী গড়তে পারি এ প্রার্থনা রইলো আল্লাহর নিকট।

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ১ম সংখ্যা

মুহররম : ১৪৪২ হিজরি

আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২০, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক

মাসিক তরজুমান

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)

দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

Website: www.anjumantrust.org

www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাসিক তরজুমান

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)

দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN

A.C. NO. - SB/1453010001669

RUPALI BANK LTD.

DEWAN BAZAR BRANCH

CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্জুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫

চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

দরসে কোরআন ৪

অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

এ চাঁদ এ মাস ১০

শানে রিসালত ১২

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আশুরার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১৫

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সি

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৮

মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে ২৩

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আল্ কাদেরী

বিশ্বব্যাপী সুন্নী মুসলমানদের অবস্থা ও অবস্থান ২৭

ডক্টর সাইয়েদ আবদুল্লাহ্ আল-মারূফ

রক্তস্নাত কারবালায় শেরে খোদার শোণিত প্রতীক সায়্যিদা বিবি যয়নব ৩০

তাহিয়্যা কুলসুম

অতীব জরুরী আমল ৩৪

সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান

মদীনা মুনাওয়ারার গুরুত্ব ও ফযীলত ৩৫

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩৮

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল্ মাসুম

বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের ধারক আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী ৪৩

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রশ্নোত্তর ৪৭

আলহাজ্ব ছালেহ আহমদ সওদাগর (রাহ.) ৫৩

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৫৫

স্বাস্থ্য-তথ্য ৭০

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

দরসে কোরআন

হাফেয কাজী আবদুল আলীম রিজভী

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (١٣)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমাঃ (মহান আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন) এবং যদি মুসলমানদের হাত থেকে কিছু সংখ্যক নারী কাফিরদের দিকে (মুরতাদ্দা হয়ে) বের হয়ে যায়, অতঃপর তোমরা কাফিরদেরকে শাস্তি দাও, তবে যাদের স্ত্রীর চলে যাচ্ছিল তাদেরকে (গনিমতের মাল থেকে) তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমান অর্থ ব্যয় কর। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যার উপর তোমাদের ঈমান আছে। হে নবী! যখন আপনার সম্মুখে মুমিন নারীনা উপস্থিত হয় বায়আত গ্রহণের জন্য এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক স্থির করবেনা, এবং না চুরি করবে, না ব্যভিচার করবে, না আপন সন্তানদেরকে হত্যা করবে এবং না তারা ওই অপবাদ আনয়ন করবে-যাকে আপন হস্ত ও পদযুগল সমূহের মধ্যখানে (অর্থাৎ প্রজনন স্থানে) রচনা করে রটাবে এবং কোন সৎ কর্মে আপনার অবাধ্যতা করবে না। তখন তাদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণ করুন। এবং আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াপরবশ। হে মুমিনগণ! ওই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত। তারা পরকাল সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেভাবে কাফিরগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে কবরবাসীদের থেকে। [সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ ১১,১২ ও ১৩নং আয়াত]

আনুষঙ্গিক আলোচনা ঃ

শানে নুযুল ঃ আল্লাহর পবিত্র বাণী وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ الخ -এর শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন- সূরা "আল মুমতাহিনাহ্"-এর ১০ নং আয়াত অবতীর্ণ হলে মুসলমানগন নও মুসলিম নারীদের মহর তাদের স্বামীদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু কাফিরগণ মুরতাদ্দা নারীদের মহর মুসলমানদের পরিশোধ করলো না। তখনই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করতঃ ঘোষণা করা হলো যে, যে সব মুসলমান স্ত্রীগণ মুরতাদ্দা হয়ে মক্কা মুয়ায্‌যামায় চলে গেলো এবং মক্কার কাফিরগণ তাদের মহর ফেরৎ দিল না, সুতরাং এমতাবস্থায় যখনই কোন জিহাদে গনীমতের মাল হস্তগত হয় তখন তা থেকে ওই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের প্রদত্ত মহর দিয়ে দাও। অবশ্য এ বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়।

[তাফসীরে নুরুল ইরফান শরীফ]

আল্লাহর পবিত্র বাণী يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا এর শানে নুযুল বর্ণনায় মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও অভাবী মুসলমান ইয়াহুদীগণের নিকট মুসলমানদের খবরাখবর পৌঁছাতো এ উদ্দেশ্যে-যাতে

দরসে কোরআন

ইয়াহুদীরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিজেদের বাগানের খেজুর ইত্যাদি ফলমূল তাদেরকে দান করে। মহান আল্লাহ তখনই এ আয়াত নাযিল করে এহেন আচরণকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করলেন। এ রেওয়ায়তের আলোকে প্রতীয়মান হয়। যে আয়াতে উল্লেখিত مغضوب عليهم তথা অভিশপ্ত সম্প্রদায় বলে ইয়াহুদীগণকে বুঝানো হয়েছে। [তাফসীরে জালালাইন ও আবিস্‌সাউদ]

তাফসীরে ছাভী ও রুহুল বয়ান শরীফে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য ১৩ নং আয়াতে উল্লেখিত অভিশপ্ত সম্প্রদায় বলে সকল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। অতএব উপরোক্ত আয়াতের মর্মবাণীর আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহুদি, নাছারা, হিন্দু, বৌদ্ধসহ সকল কাফির-মুশরিক ও বাতিল পন্থিদের সাথে মুসলমানদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সুসম্পর্ক স্থাপন ও আচরণ করা সর্বাবস্থায় হারাম ও কুফরী।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ الخ

তাফসীরে ছাভী, মাযহারী শরীফসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা রয়েছে- উদ্ধৃত আয়াতখানা মক্কা বিজয়ের দিন অবতীর্ণ হয়। পবিত্র মক্কা মুকাররামা বিজয়ের দিন রাসূলে করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন। সাফা পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সায়্যেদুনা হযরত ওমর ফারুক্বে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বায়আতের বাক্যসমূহ নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌছিয়ে দিতেন।

হযরত উমায়মাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন- আমি আরো কয়েকজন মহিলাসহ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরিয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করেন-فيما استطعتن اطقتن অর্থাৎ আমরা এসব বিষয় পালনের অঙ্গিকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাধ্যে কুলায়। হযরত উমায়মা আরো বলেন- এ বিষয় থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশি ছিল। আমরাতো নিঃশর্ত বায়আতই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত বায়আত শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবেনা। (আলহামদুলিল্লাহ্)

[ছহীহ বুখারী ও মাযহারী শরীফ]

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মহিলা ছাহাবীদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণের স্বরূপ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام

অর্থাৎ আল্লাহর কছম! রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম হাত মুবারক কখনো কোন বেগানা, গায়রে মুহরিম মহিলার হাত স্পর্শ করেনি বরং মহিলাদের এই বায়আত গ্রহণ কেবল কথোপকথনের মাধ্যমে হয়েছে। হাতের উপর হাত রেখে বায়আত সম্পন্ন হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত।

[সহীহ বুখারী শরীফ ও তাফসীরে মাযহারী শরীফ]

আল্লাহর পবিত্র বাণী فَبَايِعْهُنَّ এর ব্যখ্যায় তাফসীরে আবিস্ সাউদ, তাফসীরে কবীর, রূহুল বায়ান এবং তাফসীরে জালালাইন শরীফে মুফাচ্ছেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন-আল্লাহর নির্দেশ فَبَايِعْهُنَّ "অর্থাৎ ওহে রাসূল! আপনি মহিলাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করুন।" এর বাস্তবায়নে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করতেন এভাবে-আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও মহিলাদের সম্মুখে একখানা কাপড় বিদ্যমান থাকত। যার এক প্রান্ত রাসূলের হাত মুবারকে এবং অপর প্রান্ত মহিলা ছাহবীগণের হাতে থাকত। অতঃপর বায়আতের বাক্য সমূহ পাঠের মাধ্যমে বায়আতের কার্যক্রম চূড়ান্ত হতো।

(তাফসীরে কবীর, আবীস সাউদ, রূহুল বায়ান ও জালালাইন শরীফ)

" উল্লেখ থাকে যে, বায়আতের উপরোক্ত বিশুদ্ধ, নির্ভর যোগ্য ও সুন্নাত সমৃদ্ধ পদ্ধতি-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ছিলছিলায়ে কাদেরিয়া আলীয়া ছিরিকোটিয়ার মাশায়েখ হযরাত বিশেষতঃ গাউছে যমান, কুতুবুল আউলিয়া, শায়খুল মাশায়েখ আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ ছিরিকোটি, গাউসে যমান, মুজাদ্দিদে দাওরান, বিশ্ব বরেণ্য আরেফে কামেল, আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ

www.anjumantrust.org

রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা এবং বর্তমান হুজুর কেবলা গাউছে যমান, মুর্শেদে বরহক আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী সুদীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দি ব্যাপী পাক, ভারত, বার্মা ও বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে ত্বরিকতের বায়আতের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। যা সর্বজন বিদিত, সমাদৃত ও প্রশংসিত বিশ্বব্যাপী।"

বায়আতের বিভিন্ন প্রকার প্রসঙ্গে

সূরা আল মুমতাহিনাহ এর ১২ নং আয়াত, সূরা আল-ফাত্হ এর ১০নং আয়াতসহ আরো অসংখ্য আয়াতে কুরআন, ছিহাহ সিত্তাহ সহ বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীছ সংকলনের অগণিত রেওয়ায়ত এবং হযরাতে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনে এজামের অণুসৃত আমলের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। অলীয়ে কামেল ও শায়খে তরীকতের হাতে বায়আত গ্রহণ করা ছুন্নাতে ছাহাবা ও সুন্নাতে তাবেয়ীন ও তাবয়ে তাবেয়ীন। যা বিগত প্রায় দেড় সহস্র বছর ব্যাপী সমগ্র মুসলিম জাহানে অনুসৃত হয়ে আসছে। শায়খে কামেলের হাতে কুরআন সুন্নাহ্ নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্-রাসূলের আনুগত্যের এ বায়আত যেন ইস্পাত কঠিন শপথ, সুদৃঢ় অঙ্গীকার। এটা ইবাদত। একে অস্বীকার করা কিংবা এ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করা মূর্খতা ও গোমরাহীর নামান্তর।

বায়আতের প্রকারভেদঃ হযরাতে মুহাদ্দেসীন এবং মুফাচ্ছেরীনেকেরাম হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহে বায়আতের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এর সার-সংক্ষেপ পাঠকদের খেদমতে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত ঃ বায়আত আলাল ঈমান ওয়াল ইসলাম

আরববাসীরা আল্লাহর প্রিয়তম রাসূলের খেদমতে আগমন করে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করে ঈমান গ্রহণ করে বায়আত গ্রহণ করতেন এ বলে- আমরা এখন থেকে আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্য করার ও আল্লাহর সঙ্গে কোন মাখলুক কে অংশীদার সাব্যস্ত না করার অঙ্গীকার করলাম। এটাকে মুহাদ্দেসীনে কেরাম বায়আত আলাল ঈমান ওয়াল ইসলাম বলে নামকরণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ বায়আত আলাল জিহাদ

আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে নির্বাচিত মুজাহেদীনের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করতেন এ বলে-আমরা কোন অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করবোনা যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক। আমরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দ্বীনের ঝান্ডা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করবো। এটিই হল বায়আত আলাল জিহাদ।

তৃতীয়ত ঃ বায়আত আলাল খেলাফত

খোলাফায়ে রাশেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আমীরুল মুমেনীন হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর ছাহাবায়ে কেরাম-এর নিকট হতে আনুগত্যের শপথ তথা বায়আত গ্রহণ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এটা বায়আত আলাল খেলাফত নামে পরিচিত।

চতুর্থত ঃ বায়আত আলাল খায়র ওয়াত তাওবাহ

হযরত ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বিভিন্ন সময়ে দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নবীর দরবারে আগমন করে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়ত প্রার্থনা করতেন। অতঃপর তা গ্রহণ করে নিজেদের জীবনে কার্যকর করার শপথ গ্রহণ করতেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে বায়আত আলাল খায়র ওয়াত তাওবাহ নামে খ্যাত।

এই চতুর্থ প্রকারের বায়আত আলাল খায়র ওয়াত তাওবাহ্-ই যা ছাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত হযরাতে তাবেয়ীনের যুগ হতে অদ্যাবধি ছুফিয়ায়ে কেরাম ও ছালেহীন শায়খে কামেলের হাতে বায়আত গ্রহণের নামে সমগ্র মুসলিম জাহানে জারী রেখেছেন। সুতরাং বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তানসহ বিশ্বের দেশে দেশে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে প্রচলিত ও সমাদৃত পীর-মুরিদী, তাছাউফ ও তরীকত চর্চা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত বরহক, ঐতিহাসিক ভাবে প্রমানিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য। (অবশ্য এ ক্ষেত্রে পীর ও মুরীদের মধ্যে যেসব পূর্বশর্ত থাকা দরকার তা 'ইরশাদাতে আ'লা হযরত ও 'আল ক্বওলুল জমীল', কৃত ওলী আল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেওহলভী ইত্যাদিতে দ্রষ্টব্য) আল্লাহ রব্বুল আলামীন সকল মুমিন নর-নারীদের কে আমল করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন

দরসে হাদীস

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عن ابى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربة الى الله ومنهاة عن الاثم ومكفرة للسئيات ومطردة للداء عن الجسد [رواه الترمذى]

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلوة الليل [رواه مسلم]

অনুবাদ: হযরত আবু উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদের নামায) সালাত আদায় করা তোমরা আবশ্যক করে নেবে। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক্কার লোকদের স্থায়ী অভ্যাস, আর রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যম এবং গুনাহ্ মাফের প্রতিকার এবং দেহ থেকে রোগব্যাধি বিতাড়িত করার উপকরণ। [তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-১১৫৬]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রমজান মাসের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মহররম মাসের সিয়াম, আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত, তাহাজ্জুদ নামায। [মুসলিম শরীফ]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফরজ নামাযের পর শ্রেষ্ঠতর নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামায। বর্ণিত হাদীসসমূহে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে করীমা দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত প্রমাণিত।

তাহাজ্জুদ অর্থঃ শব্দটি আরবি, পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ আয়াতে শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ রাত জাগা, নিদ্রা থেকে উঠা। তাহাজ্জুদ নামাযকে হাদীস শরীফে "সালাতুল লাইল" রাতের নামায হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে নিদ্রা ছেড়ে দেওয়ার অর্থে তাহাজ্জুদ শব্দটি ব্যবহৃত। তাহাজ্জুদ নামায যেহেতু নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে আদায় করতে হয় এ কারণে তাহাজ্জুদ বলা হয়। তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য রাতে কিছুক্ষণ ঘুমানো পূর্বশর্ত। অর্থাৎ রাতের প্রথম অংশে এশার নামায আদায়ের পর ঘুমোতে হয়। মধ্যরাত থেকে আরম্ভ করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার সময়।

পবিত্র কুরআনে তাহাজ্জুদের বর্ণনা

মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করীমের বিভিন্ন সূরায় অনেকগুলো আয়াতে তাহাজ্জুদের গুরুত্ব ও তাহাজ্জুদ আদায়কারী বান্দার প্রশংসা করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودًا অর্থঃ আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব। আশা করা যায় আপনার প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন। [পারা-১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৭৯]

আমাদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ছয় ওয়াক্ত নামায ফরজ ছিল, রসূলে পাকের উপর তাহাজ্জুদ নামায ফরজ ছিল। এটা নবীজির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ আলাল কিফায়াহ। মহল্লার যদি কেউ না পড়ে সবাই সুন্নত বর্জনকারী হিসেবে গুনাহ্গার হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো এ নামায ত্যাগ করেননি।

ব্যাথা বা অন্য কোন কারণে যদি কোন সময় রাতের তাহাজ্জুদ নামায পড়তে না পারতেন, তখন তিনি দিনে ঐ পরিমাণ বার রাকাত নামায আদায় করে দিতেন। [মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-১৬৪০]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাজ্জুদ আদায়কারী খোদাভীরু মুমিন মুত্তাকী বান্দাদের পরিচয় এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالا سحارهم يستغفرون

অর্থঃ তারা কম ঘুমাতো এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। [সূরা যারিয়াত, আয়াত-১৭-১৮]

বর্ণিত আয়াতের তাফসীরে হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত তাফসীরে নুরুল ইরফানে বর্ণনা করেন, তারা রাতে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতের জন্য জাগ্রতাবস্থায় অতিবাহিত করতঃ কম সময় শয়ন করত। কম পরিমাণ শয়ন করাকেও নিজের জন্য দোষ মনে করে ভোরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। প্রতীয়মান হলো সারারাত নিদ্রা যাওয়া ভাল নয়। সমগ্র রাত জেগে থাকাও ভাল নয়। বরং রাতের প্রথম ভাগে নিদ্রা যাওয়া রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদের জন্য জেগে ওঠা, তারপর আরো কিছুক্ষণ শয়ন করা ওটাই সুন্নাত। তবে সতর্ক থাকতে হবে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর ঘুমানোর সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে তাহাজ্জুদের পর নিদ্রামগ্ন না হয়ে ফজরের নামায আদায় করে নেয়াটাই উত্তম। কারণ তাহাজ্জুদের পর নিদ্রার কারণে ফজর নামায কাযা হয়ে গেলে তাহাজ্জুদের ফযীলত ও ফায়েদা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

সম্মানিত মদিনাবাসী আনসার সাহাবাগণ এশার নামায মসজিদে নবভী শরীফে আদায় করে নিজ নিজ ঘরে চলে যেতেন। অতঃপর সামান্য শয়ন করার পর জেগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তারপর ফজর নামায মসজিদে নবভী শরীফে এসে জামাত সহকারে সম্পন্ন করতেন, তাঁদের এ আসা যাওয়াও ইবাদত ছিল।

বর্ণিত আয়াত থেকে আরো প্রতীয়মান হলো, রাতের শেষাংশে ইস্তিগফার ও দুআ প্রার্থনা করা অতীব ফলপ্রসু ও উপকারী। ফজরের সুন্নাত নামাযের পর সত্তরবার ইস্তিগফার ও পূর্বাপর দরুদ শরীফ পাঠ করা সর্বপ্রকার বিপদাপদ মুসীবত থেকে পরিত্রাণের রক্ষাকবচ। রিযকে বরকত লাভের উত্তম উপায়। তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের ফযীলত বর্ণনায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন-

واللذين يبيتون لربهم سجد اوقياما

অর্থঃ এবং ওইসব লোক যারা রাত অতিবাহিত করে আপন রবের জন্য সিজদা ও কিয়ামের মাধ্যমে। [সূরা আল ফোরকান, পারা-১নং আয়াত-৬৪]

বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে নুরুল ইরফানে উল্লেখ রয়েছে তাহাজ্জুদ নামায একটি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। তাহাজ্জুদ নামাযে সিজদা ও কিয়াম অতি উত্তম রুকন। তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলে সারা রাতের ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়।

রাতের সালাতে অধিক ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রকাশ্য দানের চেয়ে গোপন দানের মর্যাদা ও ফযীলত অধিক। তদ্রুপ দিবাকালীন (নফল) নামাযের তুলনায় রাতের সালাতের ফযীলত অধিক। [তাবরানী শরীফ, ফিকহুস্ সুনানি ওয়াল আসার]

তাহাজ্জুদ আদায়কারীর জন্য বেহেশতে বিশেষ মর্যাদা

হযরত আবু মালিক আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

ان فى الجنة غرفًا ترى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعد الله لمن الان الكلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى لليل والناس نيام [البيهقى]

অর্থঃ বেহেশতে এমন একটি উন্নত মানের কক্ষ রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভেতরে দেখা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্মাণ করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য যে নম্র কথা বলে মানুষকে খাবার খাওয়ায়। নিয়মিত রোজা রাখে। রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে যখন মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। [বায়হাকী শরীফ, হাদীস নং-১১৬১]

তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা

ফিক্বহ্ শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুররুল মোখতার ফতোয়ায়ে শামী, আলমগীরি, ফতহুল কদীর প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে তাহাজ্জুদ নামায কমপক্ষে দু' রাকাত, চার রাকাত, আট রাকাত ও ঊর্ধে বার রাকাত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে আট রাকাতের বর্ণনাটাই অধিক

দরসে হাদীস

গ্রহণযোগ্যরূপে ফক্বীহগণের অভিমত প্রমাণিত। ফতওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে-

اقل التهجد ركعتان واوسطه اربع ركعات واكثره ثمان [شامی]

তাহাজ্জুদের সময়

অর্ধ রাতে ঘুম থেকে উঠার পর হতে সুবহে সাদিক তথা ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়া পর্যন্ত। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম। তাহাজ্জুদ নামাযে কেরাত বেশী পড়া উত্তম। মুখস্থ থাকলে বড় সুরা পড়া উত্তম। অন্যথায় যে কোন সুরা দিয়ে আদায় করা যাবে। সহজ পদ্ধতিতে দুই, দুই রাকাত করে নিয়ত বেঁধে প্রত্যেক রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা আলহামদু শরীফ ও তিনবার সূরা এখলাস বা অন্য যে কোন সুরা দিয়ে এ নামায পড়া যাবে। এরপর তাসবীহ্ তাহলীল, দুআ, দুরুদ, যিকর আযকার সহকারে মুনাজাতের মাধ্যমে নামায সম্পন্ন করা অধিক ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর।

শেষ রাতের দুআ বেশী কবুল হয়

হযরত আবু উমামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন-

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اى الدعاء اسمع قال جوف الليل الاخر ودبر الصلوٰة المكتوبات [رواه الترمذي]

কোন দুআ বেশী কবুল হয়? নবীজি এরশাদ করেছেন শেষ রাতের মুনাজাত ও ফরজ নামাযের শেষের মুনাজাত।

[তিরমিযী ২/১৮৮]

হযরত মুআয বিন জাবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, হে মুআয, আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, প্রত্যেক নামাযের পর এ দু'আ পড়াকে তুমি কখনো ছাড়বে না। হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার যিকর, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করার সাহায্য কর। [নাসাঈ ও আবু দাউদ শরীফ]

রাতের নামাযে অধিক খোদাভীতি থাকে। লৌকিকতা বা লোক দেখানো থাকেনা। নিষ্ঠা ও একাগ্রতা বেশী থাকে। আরামের নিদ্রা ত্যাগ করে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অধিক পরিমাণ অর্জিত হয়। তাহাজ্জুদ নামায নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রসূলের উম্মতদেরকে দয়া করে কতগুলো ঐচ্ছিক নফল ইবাদত দান করেছেন। যা নিয়মিত আদায় করলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে স্বীয় সন্তুষ্টি ও নৈকট্য দান করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত বুঝা ও আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মাহে মুহর্‌রম

মাহে মুহর্‌রম সম্মানিত মাস, এ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ কলহ বিবাদ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ মাসের দশম তারিখটি বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনটিকে মুসলিম বিশ্বে আশুরা নামে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে স্মরণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসে দেখা যায়, মানবজাতি সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে বহু ঘটনা এ দিনে সংঘটিত হয়েছে। যেমন- হযরত আদম, হযরত হাওয়া, হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ঈসা আলায়হিমুস্ সালাম'র জন্ম, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবী পৃষ্ঠে এসে আল্লাহর কাছে নিবেদিত ফরিয়াদ কবূল, হযরত এয়াকূব আলায়হিস্ সালাম'র সাথে তাঁর প্রিয়তম পুত্র হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম'র সাথে সাক্ষাত, ফেরআউন ও তার সৈন্যদের নীলনদে ধ্বংস করে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীদের পরিত্রাণ, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম'র আল্লাহর সাথে কথোপকথনের সৌভাগ্য এবং তাওরাত কিতাব লাভ, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম'র স্বীয় অনুগামীগণসহ মহাপ্লাবনের পর নৌকা হতে অবতরণ, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম'র আসমানে আরোহন, হুযূর সাইয়্যিদুল কাউনাঈন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র শাদী মোবারক এবং হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সপরিবারে কারবালা প্রান্তরে এজিদ বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শাহাদাত বরণ ইত্যাদি সবই মুহর্‌রম মাসের দশ তারিখেই সংঘটিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধ্বংসও এ আশুরাতে।

পবিত্র আশুরা দিবসের আমল

এ দিবসে এবাদতের নিয়তে গোসল করলে সারা জীবন কুষ্ঠ রোগ হতে মাহফুজ থাকবে। এ দিনে ভাল আহার্য তৈরী করে গরীব, এতীম ও ফক্বীর-মিসকীনদের খাওয়ানো অত্যন্ত সওয়াব জনক। এতীম, ফক্বীর-মিসকীনদের প্রতি এদিন যারা সদয় আচরণ করবে এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করবে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এদিন সাত প্রকার দানাদার খাদ্যদ্রব্যের সংমিশ্রণে আহার্য তৈরী করে গরীব পাড়া-প্রতিবেশী ও পরিবার পরিজনসহ সকলকে খাওয়ানো অত্যন্ত বরকতময় কাজ। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম যখন মহা প্লাবনের পর জমীনে অবতরণ করেন তখন তিনি এ ধরণের মিশ্রিত দ্রব্যের খাদ্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং এরই স্মরণে এ আহার্য প্রস্তুত করা হয়। এ দিন হালিম বা খিচুরী জাতীয় খাদ্য রান্না করে শুহাদায়ে কারবালার উদ্দেশ্যে ফাতেহার ব্যবস্থা করাও বরকত লাভের কারণ হয়। আশুরা দিবসে চোখে সুরমা লাগালে সারা বৎসর চক্ষু পীড়া হতে ইন্‌শা আল্লাহ মাহফূজ থাকবে।

আশুরা উপলক্ষে ৯ম ও ১০ তারিখ রোযা রাখা অত্যন্ত সাওয়াব জনক। আশুরার রোযা অন্যান্য যে কোন নফল রোযার তুলনায় অধিকতর সওয়াবজনক। এ দিন তেলাওয়াতেরও অশেষ সওয়াব রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- এ দিনে দশটি আয়াত তেলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সওয়াব পাবে। এ পবিত্র দিনে যে ব্যক্তি ১০০০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন।

বর্ণিত আছে যে, আশুরার দিন ৭০ বার ***'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাছীর'*** (অর্থঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যিনি সর্বোত্তম ধর্ম ব্যবস্থাপক, সর্বশ্রেষ্ঠ মুনিব, সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।) পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার সমুদয় গুনাহ মার্জনা করবেন এবং তার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হবেন।

যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে ১৫ বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং এ নামাযের সওয়াব হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র প্রতি সওয়াব পৌঁছাবে তার জন্য কেয়ামত দিবসে তাঁরা সুপারিশ করবেন। আশুরার দিন দুই রাকাত করে চার রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে একবার সূরা যিলযাল, একবার কাফিরূন ও একবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। নামাযান্তে কমপক্ষে ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়বেন। অন্য এক বর্ণনায় আরো চার রাকাত নামাযের নিয়ম পাওয়া যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে পাঁচশত বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবেন।

এ মাসের অন্যান্য আমল

১ লা মুহার্‌রম দুই রাকাত নামায আদায় করা যায়। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়বেন। এরপর নিম্নের দো'আটি পাঠ করলে সারা বৎসর শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা পাবে, এবাদতের একনিষ্ঠতা হাসিল হবে এবং সকল বিপদ থেকে রক্ষিত থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এ চাঁদ এ মাস

দো'য়া: ***আল্লাহুম্মা আনতাল আবার্রুল ক্বদীম, ওয়া হাজিহী ছানাতুল জাদীদাহ ইন্নী আছআলুকা ফীহাল ইছমাতা মিনাশ্ শায়তানির রাজীম ওয়া আউলিয়াইশ্ শায়তান, ওয়ামিন শার্রিল বালায়া ওয়াল আ-ফাত, ওয়াল আউনা আলা হাজিহিন নাফছিল আখিরাতে বিচ্ছু-ই ওয়াল ইশ্তিগালা বিকা ইউকার্রিবুনী ইলাইকা, ইয়া জালজালালী ওয়াল ইকরাম।***

হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, মুহর্‌রমের **১ম** তারিখে ছয় রাকাত নামায নিম্ন লিখিত নিয়মে আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশ্তে ইমারত দান করবেন এবং ছয় হাজার বালা মুসিবত দূর করে দিয়ে সমপরিমাণ নেক আমলের সওয়াব দান করবেন। উক্ত নামায দুই রাকাত করে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে **১০** বার সূরা ইখলাস দিয়ে আদায় করবেন।

ইমামুত্ তরীক্বত হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহার সাথে **১১** বার সূরা ইখলাস দিয়ে চার রাকাত নামায আদায় করে নিম্নের দো'য়াটি একবার পাঠ করে তাকে বেশুমার সওয়াব প্রদান করা হবে।

দোয়া: ***সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।***

এ মাসের প্রথম দশ দিন রোযা রাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দিনের রোযা সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। মুহর্‌রম মাসের একটি রোযার জন্য অন্যান্য সময়ের ত্রিশটি রোযার সমপরিমাণ সওয়াব প্রদান করা হবে।

এ মাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনগুলি অতিক্রান্ত করার জন্য আমাদেরকে সর্বতোভাবে অন্যায়, পাপকার্য, অশ্লীলতা, অপরের অনিষ্ঠ সাধন, হিংসা হানাহানি অপরের হক আত্মসাৎ ইত্যাদি পাপ কাজ বর্জন করতে হবে। অনুশীলন করতে হবে একজন সত্যিকার মুসলমানের জীবনাদর্শের।

এ মাসে শাহাদাত ও ওফাত প্রাপ্ত কয়েকজন বুজুর্গ

০১ মুহর্‌রম : শেহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রাহ. ৬৩৪হি.
০২ মুহর্‌রম : হযরত শায়খ মারূফ করখী রাহ. ২০০হি.
০৪ মুহর্‌রম : হযরত হাসান বসরী রাদ্বি. ১১১হি.
০৫ মুহর্‌রম : খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জেশকর রাহ. ৬৬৪হি.
০৭ মুহর্‌রম : হযরত খাজা ফুজাইল রাহ.১৯৬হি
১০ মুহর্‌রম : খাজা আবুল হাসান হারক্বানী রাহ. ৪৬৫হি.
১০ মুহর্‌রম : ইমাম হুসাইন রাদ্বি. ৬১হি.
১৮ মুহর্‌রম : ইমাম জয়নুল আবিদীন রাদ্বি. ৯৩হি.
১৯ মুহর্‌রম : হযরত বেলাল হাবসী রাদ্বি.
২৭ মুহর্‌রম : শাহ্ আশরাফ জাহাঙ্গীর রাহ. ৮০৮হি.
২৯ মুহর্‌রম : শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী রাহ. ১১৭হি.

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

নূরনবীর ছায়া ছিলোনা

[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানিয়াৎ (নূর হওয়া) সম্পর্কে যখন কারো হৃদয়-মন, দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত হয়ে যায়, তখন তার সামনে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া না থাকার বিষয়টি খোদ্-বখোদ স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, নূর ও ছায়া একত্রিত হতে পারে না। সর্বশক্তিমান খোদা তা'আলা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে-ই অগণিত মু'জিযা দ্বারা ধন্য করেছেন, সেগুলোর মধ্যে এক মহা মু'জিযা এও যে, তাঁর নূরানী শরীরের ছায়া ছিলো না। সুতরাং ঈমানদার মাত্রই হুযূর-ই আক্রামের এ মু'জিযাকে অবশ্যই স্বীকার করবে। উম্মতের শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ এ মাসআলার পক্ষে অসংখ্য দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ নিবন্ধে সংক্ষেপে ওইসব দলীল-প্রমাণের কিছুটা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

হযরত ইমাম নাসাফী বলেন-

قَالَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اِنَّ اللهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ
عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَه عَلٰى ظِلِّكَ

[تفسير مدارك التنزيل: ج -3: ص: 103]

অর্থঃ হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করেছেন, ''নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ছায়া যমীনের উপর পড়তে দেননি, যাতে কোন মানুষ সেটার উপর পা না রাখে।

[তাফসীর-ই মাদারিকুত্ তানযীল: ৩য় খন্ড: পৃ. ১০৩]

হযরত ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক, সাইয়্যেদুনা ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিশেষ শাগরিদ, আর মুহাদ্দিস ইবনে জূযী রা'সূল মুফাস্‌সিরীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ اِلاَّ غَلَبَ ضُوْءُه ضُوْءَ الشَّمْسِ وَلَمْ يَقُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ اِلاَّ غَلَبَ ضُوْءُه ضُوْءَ السِّرَاجِ - [جمع الوسائل للقارى : ج-1: صفحه - 176، زرقانى على المواهب : ج - 4- صفحه - 22- شرح شمائل للمناوى : جـ 1 صفحه: 47]

অর্থঃ হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলোনা। আর তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়ালেই তাঁর নূর সূর্যের আলোর উপর বিজয়ী হতো, প্রদীপের আলোতে তিনি দাঁড়ালে অবশ্যই তাঁর নূররাশি প্রদীপের আলোর উপর বিজয়ী হতো।

[জাম'উল ওয়াসা-ইল:১ম খন্ড, ১৭৬পৃ.,
যারক্বানী আলাল মাওয়াহিব: ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২২,
শরহে শামাইল: ১ম খ ন্ড: পৃ. ৪৭]

হযরত হাকীম তিরমিযী হযরত যাকওয়ান তাবে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُرى لَه ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلاَقَمَرٍ - [ترمذى - نوادر الاصول : زرقانى : ج - 4- صفحه : 340]

অর্থঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া না রোদে দেখা যেতো, না চাঁদের আলোতে।

[তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসূল, যারক্বানী: ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৪০]

হাফিযুল হাদীস আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর 'খাসা-ইসুল কুবরা'য় একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় বিন্যস্থ করেছেন আর লিখেছেন-

بَابُ الْاٰيَةِ فَاِنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَه ظِلٌّ فِى الشَّمْسِ وَلاَقَمَرِ -

অর্থঃ মু'জিযা শীর্ষক অধ্যায়ঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া ছিলোনা- না রোদে, না চাঁদের আলোতে।

আল্লামা ইবনে সা'ঈ বলেন-

قَالَ اِبْنُ سَبْعٍ مِنْ خَصَائِصِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ ظِلَّه كَانَ لاَ يَقَعُ عَلَى الْاَرْضِ وَاَنَّه كَانَ نُوْرًا فَكَانَ اِذَا مَشٰى فِى الشَّمْسِ اَوِ الْقَمَرِ لاَ يُنْظَرُ لَه ظِلٌّ

[الخصائص الكبرى : جـ 1 - صفحه : 68]

অর্থঃ ইবনে সাব'ই বলেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, তাঁর ছায়া যমীনের উপর পড়তো না; কেননা, তিনি 'নূর' ছিলেন। যখন তিনি রোদ কিংবা চাঁদের আলোতে চলতেন, তখন তাঁর ছায়া দেখা যেতোনা।

হযরত ইমাম ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এভাবে লিখেছেন-

প্রবন্ধ

وَمَا ذُكِرَ مِنْ انَّه كَانَ لاظِلَّ لِشَخْصه فِىْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِاَنَّه كَانَ نُوْرًا وَاَنَّ الذُّبَابَ كَانَ لَا يَقَعُ عَلَى جَسَدِه وَلَا ثِيَابِه - [شفاء شريف : ج-1 : صفحه : 242]

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূয়ত ও রিসালতের দলীলগুলোর মধ্যে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর নূরানী শরীরের ছায়া সূর্যের আলোতে এবং চাঁদের আলোতে থাকতো না। কারণ, তিনি নূর ছিলেন। আর নিঃসন্দেহে তাঁর পবিত্রতম দেহের উপর ও তাঁর বরকতমন্ডিত কাপড়ের উপর কখনো মাছি বসতো না। [শেফা শরীফ: ১ম খন্ড: পৃ. ২৪২]

বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ক্বাস্তলানী আলায়হির রাহমাহ্ থেকে বর্ণিত-

لَمْ يَكُنْ له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ظِلٌّ فِىْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ

অর্থঃ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ছায়া সূর্য ও চাঁদের আলোতে দৃষ্টিগোচর হতোনা। (এর কারণ এ ছিলো যে, হুযূর-ই আক্রাম নূর ছিলেন।-ইমাম যারক্বানী)

শায়খ হোসাঈন ইবনে মুহাম্মদ দিয়ারুল বাকরী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন-

لَمْ يَقَعْ ظِلُّه عَلَى الْاَرْض وَلَا يُرى لَه ظِلٌّ
فِىْ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ - [كتاب الخميس]

অর্থঃ তাঁর ছায়া যমীনের উপর পড়েনি আর না সূর্যের রোদে, না চাঁদের আলোতে দেখা গেছে। [কিতাবুল খামীস]

হযরত ইমাম রাগেব ইসফাহানী আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন-

رُوِىَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا مَشَى لَمْ يَكُنْ لَه ظِلٌّ [مفردات امام راغب : صفحه : 317]

অর্থ: বর্ণিত আছে যে, নবী-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন (রোদে কিংবা চাঁদের আলোতে) চলতেন, তখন তাঁর ছায়া থাকতো না।

তাছাড়া, ইমাম শিহাব উদ্দীন খাফ্ফাজী মিসরী, আল্লামা বোরহান উদ্দনি আহমদ হালাবী, আল্লামা শিহাব উদ্দীন আহমদ ইবনে হাজার মক্কী, আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ তাহের, আল্লামা শায়খ সুলায়মান জুমাল, আল্লামা শামী, ইমাম ফখর উদ্দীন রাযী, ইমাম তাক্বিউদ্দীন সুবকী, আল্লামা সা-হিবুল ওয়াফা, ইমামে রব্বানী শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফে সানী, হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী, হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী, শায়খুল মুফাস্সিরীন হযরত ক্বাযী সানা উল্লাহ্ পানিপথী, মোল্লা মুহাম্মদ মু'ঈন কাশেফী আল হারভী প্রমুখ আলায়হিমুর রহমাহ্ আপন আপন যুগখ্যাত কিতাবে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারকের ছায়া ছিলোনা, কারণ তিনি আপাদমস্তক শরীফ নূর।

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রেযা বেরলভী আলায়হির রাহমাহ্ লিখেছেন এ মাসআলায় অতি চিত্তাকর্ষী ও সপ্রমাণ কিতাবাদি। ওই গুলোতে অতি স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মুবারকের ছায়া নেই। কেননা, তিনি নূর-ই মুবীন। নূরের ছায়া নেই। এ মাসআলায় তাঁর লিখিত কিতাবগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা কিতাব অতি উল্লেখযোগ্য-

১. ক্বামারুত তামাম ফী নফিয়্যিয যিল্লী 'আন্ সাইয়্যেদিল আনাম,
২. নফিয়্যুল ফায়ই 'আম্মান ইস্তানারা বি নূরিহী কুল্লু শায়ই,
৩. সালাতুত্ সাফা ফী নূরিল মোস্তফা,
৪. হুদাল হায়রান ফী নফিয়্যিল ফায়ই 'আন সাইয়্যিদিল আকওয়ান এবং
৫. হাদাইক্বে বখশিশ ইত্যাদি।

তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরতের পিতা মহোদয় ইমামুল আসফিয়া হযরত মাওলানা নক্বী আলী খান আলায়হির রাহমাহ্ও অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেছেন।

আরো মজার বিষয় যে, হুযূর-ই আক্রামের শরীর মুবারকের ছায়া ছিলোনা মর্মে দেওবন্দী আলিমগণও তাদের স্পষ্ট বক্তব্য লিখে গেছেন। যেমন মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী দেওবন্দী 'ইমদাদুস্ সুলূক', পৃ. ৮ মৌং আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী এবং মুফতী-ই দেওবন্দ মৌং আযীযুর রহমান প্রমুখ।

পরিশেষে, উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণাদি থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন, মুজতাহিদ ইমামগণ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ, ওলামা, আউলিয়া এবং সুফীগণের মাযহাব বা আক্বীদা হচ্ছে হুযূর-ই পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীর মুবারকের ছায়া ছিলোনা।

প্রবন্ধ

আশুরার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুনশী

আশুরা একটি গুণবাচক নাম, একটি আখ্যান, একটি ইতিহাস। এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে অদ্য পর্যন্ত চলে আসছে এবং রোজ কেয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। আশুরা শব্দটি আরবি সাতটি বর্ণে গঠিত। যথা- (১) আইন, (২) আলিফ, (৩) শিন, (৪) ওয়াও, (৫) রা, (৬) আলিফ এবং (৭) হামজা। এই শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে আশারা (আইন, শিন, রা) বর্ণত্রয় হতে। এর অর্থ হচ্ছে 'দশ'। এই দশের সাথে এক হতে দশ পর্যন্ত সকল সংখ্যারই সংমিশ্রণ রয়েছে। আশারা হতে উদ্গত 'আশুরা' শব্দটি গুণবাচক বিশেষণের অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং একক নির্দিষ্ট সংখ্যার গুরুত্ব প্রদান করে। এতদর্থে আরবি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস মুহররমের দশম দিবসকে 'আশুরা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নির্দিষ্টভাবে এ নামেই দিবসটি হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনুল কারীমে গুণবাচক আশুরা শব্দটি নেই। তবে শব্দ মূল আশারা, আশারাতুনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

আশুরার উল্লেখ ১০ মুহররম অর্থে সুপ্রাচীনকাল হতে চলে আসছে।

অনেক ইসলামী অনুষ্ঠান ও রীতি প্রাচীন আরবদের বিশেষত হজরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হজরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের নির্দেশক্রমে প্রবর্তিত হয়েছিল। হাদীস সংকলনগুলোর 'সাওমু আশুরা' শীর্ষক অধ্যায়গুলো গভীর মনোযোগসহ পাঠ করলে এগুলোর উল্লেখ ও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সহজেই লাভ করা যায়। প্রাচীন আরবগণ হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর আগমনের পূর্বেও রোজা রাখত। হজরত আদম আলায়হিস্ সালাম এ দিবসে রোজা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। মক্কায় আশুরার দিনে কাবাগৃহের দ্বার দর্শকদের জন্য খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করা হতো। সে দিন কাবা প্রাঙ্গণে লোক সমাগমও অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি হতো। বর্তমান কালেও এ ধারার কিছুটা রেশ লক্ষ্য করা যায়। যদিও সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু আশুরা স্বমহিমায় চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

পবিত্র মুহররম মাসের ৩০টি দিনে বিশ্ব ইতিহাসে এমন সব ঘটনার অবতারণা ঘটেছে যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবাক বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। কেননা, এ মাসের প্রথম তারিখটি বছরের প্রারম্ভ বলে স্বীকৃত। ৯ ও ১০ তারিখে রোজা রাখার কথা হাদিস শরীফে ঘোষিত হয়েছে। ১০ তারিখে আশুরা বা কারবালাবার্ষিকী পালিত হয়। এ তারিখে হজরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কারবালা প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন। এ মাসের ১৬ তারিখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মনোনয়ন করা হয়েছিল। এ মাসের ১৭ তারিখ আবরাহার হস্তিবাহিনী মক্কার উপকণ্ঠে ছাউনি গেড়েছিল। বিশেষ করে আশুরার দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এ দিনে তাওরাত কিতাব লাভ করেছিলেন এবং অভিশপ্ত ফেরাউন স্বীয় দলবলসহ সাগরবক্ষে ধ্বংস হয়েছিল। হজরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম পাপিষ্ঠ নমরূদের অনলকুণ্ড হতে নিষ্কৃতি লাভ করেছিলেন এ দিনে। হজরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম অন্ধকার কূপ হতে এ দিনে উদ্ধার লাভ করেছিলেন। হজরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহপাক চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন এ দিনে। হজরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালাম-এর আরোগ্য লাভের দিনটি ছিল আশুরার দিন। এ দিনে হজরত ইউনুছ আলায়হিস্ সালাম মাছের পেট হতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। এ দিনই হজরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন আবার আশুরার দিন শুক্রবারেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এতসব ঘটনার চিত্র যে মাসটি স্বীয় বুকে ধারণ করে আছে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কালের খাতা ও ইতিহাসের পাতার স্বর্ণোজ্জ্বল স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় হাদীস সংকলনগুলোর মধ্যে। হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায়, হজরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমন করার পর মদীনার ইহুদিদের নিকট হতে জানতে পারলেন যে, এই আশুরার দিন হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের বন্দিদশা হতে ইসরাইল সন্তানদের উদ্ধার

প্রবন্ধ

করেছিলেন এবং ফেরাউন সসৈন্যে ডুবে মরেছিল। সেই কারণে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এ দিনে রোজা পালন করেছিলেন এবং একই কারণে ইহুদিরা আশুরার রোজা রাখে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের অপেক্ষা হজরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক অগ্রাধিকারমূলক এবং নিকটতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তখন হতে নিজে আশুরার রোজা রাখলেন এবং উম্মতকে এ দিনে রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। [মিশকাত বাবু সিয়ামুত তাতাব্বুয়ি]

হাদীস শরীফে এতদসংক্রান্ত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা (১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আশুরার রোজা পালনের উৎসাহ এবং আদেশ দান করতেন। (২) কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ আশুরাকে বড় মনে করে (আমরা কেন এ দিনটিকে গুরুত্ব প্রদান করব?) উত্তরে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী বৎসর পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকলে মুহররমের নবম দিবসেও রোজা রাখব। (৩) মাহে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে আর আশুরার রোজার আদেশ করতেন না। নিষেধও করতেন না। (৪) তবে তিনি নিজে রমজানের রোজার অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে বরাবর আশুরার রোজা পালন করতেন। (৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, রমজানের রোজার পর সর্বাপেক্ষা আফজল হচ্ছে মুহররমের দশ তারিখের রোজা। [মিশকাত : অধ্যায় ঐ]

আশুরার দিনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, এ দিনটি আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য একটি বিশেষ বিজয়ের দিন। দেখা যায়, হজরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাফল্যে শাশ্বত ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছিল এবং একইভাবে হজরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম অবিশ্বাসী নমরূদের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন। অনুরূপভাবে হিজরী ৬১ সালে কারবালার মাঠেও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আত্মত্যাগ কপটাচারী ইয়াজিদের ওপর বিজয় লাভে সমর্থ হয়েছিল। কবি জওহর প্রকৃতই বলেছেন : কতলে হুসাইন আছলমে মরগে ইয়াজিদ হায় ইছলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালাকে বাদ।

প্রকৃতপক্ষে জয় আল্লাহর দান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বান্দাহর অবশ্য কর্তব্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সকল নবীতে সমভাবে বিশ্বাসী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত এই দিনটিকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন। চরম বিষাদপূর্ণ হলেও সত্যের পতাকাবাহী হজরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কারবালা প্রান্তরে এই অপূর্ব আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে আশুরাকে আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তুলেছে। কথায় বলে, 'বেদনার শতদলে স্মৃতির সুরভী জ্বলে।' প্রতি বছরে আশুরা যেন সে কথাটিই মুমিন মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাদের অনুপ্রাণিত করে।

আশুরার দিনে রোজা রাখা অন্যতম ইবাদত। যদিও কেউ কেউ এই রোজাকে ওয়াজিব মনে করে বলে জানা যায়, প্রকৃত পক্ষে এটি নফল। রমজান মাসের রোজা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোজা নফল হয়ে গেছে। এ দিনের বৈশিষ্ট্যের প্রতি খেয়াল রেখে নফল রোজা পালন করা প্রকৃতই পুণ্যের কাজ এবং নফসে আম্মারার ওপর বিজয় লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

বস্তুত, শাহাদাতে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন একটি ইতিহাস, এমন একটি চেতনা- যা হক ও বাতিলের নির্ণয়কারী। 'দুনিয়ার ইতিহাসে ন্যায়-ইনসাফকে প্রতিষ্ঠিত করা, অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য যারাই নিজের জান ও মাল দিয়ে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে কালোত্তীর্ণ অমর ব্যক্তিত্বসম সত্যান্বেষীদের মন-মগজে বিরাট স্থানজুড়ে আছেন, যাদের আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে যুগে যুগে কুফর, শিরক তথা আগুন-শয়তানের মসনদ জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হচ্ছে এবং হবে, হজরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্থান তাদের শীর্ষে রয়েছে এবং থাকবে এর কোনো ব্যত্যয় হবে না। ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেয়ামত পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যের সকল যুদ্ধের সেরা ইমাম, সেনাপতি বা অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।'

গভীর দৃষ্টিতে তাকালে হুসাইন নাম মোবারকের মাঝেই রয়েছে এ নিদর্শনের সুগভীর তাৎপর্য। আরবি হুসাইন শব্দটি চারটি বর্ণে গঠিত। (ক) হা, (খ), ছীন, (গ) ইয়া এবং (ঙ) নুন। হা বর্ণের দ্বারা মুরাদ হলো হুসন সুন্দর,

প্রবন্ধ

মনোহর, চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন, শ্রুতিমধুর, বাহ্যিক ও আত্মিক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ছিন বর্ণ দ্বারা মুরাদ হলো সাআদাত, সৌভাগ্য, নেতৃত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা। আর 'ইয়া' বর্ণের দ্বারা মুরাদ হলো ইয়াকীন, দৃঢ়বিশ্বাস ও দুর্জয় মনোবৃত্তি। আর 'নুন' বর্ণের দ্বারা মুরাদ হলো নুর, আলো বা জ্যোতি।

মোটকথা, হজরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন এমন সত্তা, এমন ব্যক্তিত্ব যিনি জাগতিক, আত্মিক, মানসিক সকল প্রকার সৌন্দর্যের প্রতীক, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পথনির্দেশক, দৃঢ় প্রত্যয়ীর সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা, সত্যের জন্য আপসহীনতার মূর্ত প্রতীক, আর সকল যুগের সকল মানুষের জন্য নূর বা আলোকবর্তিকা এবং পরকালে জান্নাতি যুবকদের নেতা ও সর্দার। হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে : "হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হেদায়েতের আলোকবর্তিকা এবং মুক্তি ও নাজাতের তরণী।"

এ জন্য হোসাইন নাম মোবারকের এতই সম্মান এবং মর্যাদা। কেননা, এ নাম মানুষের দেয়া নয়। এ নামও মহান আল্লাহ পাক প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন : "হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জন্মগ্রহণ করার পর হজরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আগমন করে বললেন : হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তায়ালা এ নবজাত শিশুর জন্মে আপনাকে অভিবাদন ও মোবারকবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হজরত হারুন আলায়হিস্ সালাম-এর ছেলের নামে তার নাম রাখতে। তার ছেলের নাম সাব্বির, যার আরবী অর্থ হয় হুসাইন।

[নুজহাতুল মাজালিস পৃ, ২২৯]

প্রকৃতই ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন রাসূলে আকরাম নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বাইতের অন্যতম স্তম্ভ। যার শাহাদাতের মাধ্যমে উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার নাজাত ও মুক্তির পথকে মহান রাব্বুল আলামীন সুপ্রশস্ত করেছেন।

[ফতহুল কাদীর : ৪র্থ খ. পৃ. ২৭৯]

তাই যুগ ও কালের বিবর্তনে যখনই আশুরা মুসলিম মিল্লাতের সামনে এসে হাজির হবে, তখনই অলখ্যে ঘোষিত হতে থাকবে সত্য ও ন্যায়ের মর্মবাণী এবং মুক্তি, নিষ্কৃতি ও বিজয় লাভের খোস খবরী। এটাই হচ্ছে আশুরার অন্তর-সেচা ঝর্ণাধারা।

লেখক : গবেষক, সাংবাদিক।

প্রবন্ধ

দীনের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

আরবী শব্দ ইস্তেকামত এর আভিধানিক অর্থ হলো দীনের উপর অবিচল থাকা, সিরাতুল মুসতাকিম এর পথে চলা । প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। কোনো দিকে না ঝুঁকে সোজা দাড়িঁয়ে থাকা। এটি একটি ব্যাপক অর্থ বোধক শব্দ। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পরিভাষায় ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ তথা আকায়েদ, ইবাদত, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, কথাবার্তা তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথে এবং মতের উপর অবিচল থাকার নামই হলো ইস্তেকামত। আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে এবং সমস্ত মুমিন মুসলমানকে সকল কাজকর্মে ইস্তেকামত অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এক কথায় জীবন চলার পথে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া, তার শাস্তির ভয়ে ভীত হওয়া সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা পোষণ করে চলা। হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায়, এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম ইস্তেকামত। আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ইস্তেকামত বা দ্বীন পালনে দৃঢ়তা হলো ভালো কাজ করা এবং পাপ কাজ পরিহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা। [ফতহুল বারী, ১৩/২৫৭]

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, ইস্তেকামত হলো রূহের জগতে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পালন করা। আল্লাহ তায়ালা রূহের জগতে বণী আদমের সমস্ত রূহ কে একত্র করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? সকল রূহ একবাক্যে উত্তর দিয়েছিল হ্যাঁ অবশ্যই। আল্লাহর রবুবিয়াতের সামনে এই হ্যাঁ বোধক শব্দ উচ্চারণ করার পর দুনিয়াতে এসে সেই ওয়াদা যথাযথ পালন করার নামই হলো ইস্তিকামত।

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো একথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল। এই দুটি সাক্ষ্যের দাবি হলো দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন করা। এর ব্যত্যয় হলে মানুষ পথহারা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মানুষ পাপ কাজের প্রতি মনোনিবেশ করে। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত হলো মানুষের যাবতীয় কাজকর্মের মৌলিক ভিত্তি। তাওহিদের বিশ্বাস যেমন পরিপূর্ণ হওয়া জরুরী তদ্রুপ রিসালাতের বিশ্বাস ও যথাযথ হওয়া জরুরী। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি পূর্বের ইহুদি ও খ্রীষ্টানরা সীমা অতিক্রম করার কারণে পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আমি যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে, আপনি তার কথা মানবেন না। [সূরা কাহাফ-২৮]

একবার সহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দাড়ি মোবারকের কয়েকটা পেকে গেছে তখন তারা আফসোস করে বললেন, হুজুর বার্ধক্য আপনরার দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তদুত্তরে বললেন, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত, তিনি একবার রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি কি একথা বলেছেন যে, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। তিনি বললেন হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করলেন উক্ত সূরার বর্ণিত, নবীগনের কাহিনী ও তাদের জাতি সমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, 'না; বরং 'ফাসতাকিম কামা উমিরতা' অর্থাৎ, সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছে তাতে স্থির থাক এবং তোমার সঙ্গে যারা ইমান এনেছে তারাও স্থির থাকুক এবং সীমা লঙ্ঘন করিওনা। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা হুদ, আয়াত-১১২)। এ আয়াতটিই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

নবীগণের অন্তরে ইস্তেকামতের মাত্রা নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয় তার পরও আল্লাহ তায়ালা যে ভাবে ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিল আপন উম্মতের জন্য। অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের জন্য ইস্তেকামত অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যার কারণে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু

প্রবন্ধ

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছিলেন। হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে ইসলাম সর্ম্পকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।

আল্লাহ তায়ালা ইস্তেকামত অবলম্বন করার সাথে সাথে দুটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞাও জারী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবেনা নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবেনা। [সূরা-হুদ-১১৩]

উল্লেখিত আয়াত দুটি সর্ম্পকে হযরত হাসান বসরি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তায়ালা সম্পূর্ণ দ্বীনকে দুটি "লা" বা নাবোধক শব্দের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। একটি হলো "লা তাতগাও" সীমা লঙ্ঘন করবে না। দ্বিতীয়টি হলো "ওয়ালা তারকানু" পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুকবেনা। প্রথমটিতে শরিয়তের সীমা রেখা অতিক্রম করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে খারাপ লোকদের সংর্স্পশে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। এ দুটি হলো সমস্ত দ্বীনদারীর সারসংক্ষেপ।

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার উপর দৃঢ় থাকা জরুরী। মানুষের নৈতিক গুনাবলী চর্চার ক্ষেত্রে যেমন, ব্যয় নির্বাহ, দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, ইত্যাদির ক্ষেত্রে চরম মধ্যপন্থা প্রদর্শন করতে হয়। হাদিসে বলা হয়েছে- ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা ইস্তেকামতের সাথে সাথে কিছু কাজ নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে ইমাম কাজী বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, পাপচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সর্ম্পককেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের সাথে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতাকেও নিষেধ করা হয়েছে। ইমাম আওযায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত হলো ঐ আলেম যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।

কোনো কোনো উলামায়ে কেরামের মতে ইস্তেকামত দুই প্রকারঃ জাহেরী বা প্রকাশ্য, অপরটি হলো বাতেনী বা অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য ইস্তেকামত হলো আল্লাহ তায়ালার আদিষ্ট বিষয়গুলো তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতের বিধি বিধানগুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ গুলো বর্জন করা। আর অপ্রকাশ্য ইস্তেকামত হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং এতে অটল থাকা। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, ইস্তেকামত হলো আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর শরিক না করা এবং অন্য কোনো ইলাহের দিকে ধাবিত না হওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- নিশ্চয় যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তারা ইস্তেকামত বা অবিচল থাকে তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়োনা এবং বিচলিতও হয়োনা। তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো তার সুসংবাদ শুন। [সূরা হা-মিম সেজদাহ-৩০]

ইস্তিকামতের পূর্বশত হলো যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রতিটি পদক্ষেপেই আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং তার রহমত ছাড়া আমি একটি স্বাসও ছাড়তে পারি না। আর এর দাবী হলো মানুষ সর্বদা ইবাদতে অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহের কেশাগ্র পরিমানও আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত হবে না।

[তাফসিরে কাশশাফ]

হযরত উসমান ইবনে হাযের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। উত্তরে তিনি বলেন, তাকওয়া বা খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীর ব্যাপারে শরিয়তের অনুশাসন হুবুহু মেনে চল, নিজের পক্ষে থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেওনা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন- অতএব তার দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

[সূরা হা-মিম, আস সাজদাহ-৬]

সুতরাং বুঝাগেল ইস্তেকামতের জন্য প্রয়োজন হলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে ইস্তেকামতের মর্যাদা লাভ করা যায়। হযরত

প্রবন্ধ

হাকাম বিন হাযন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হে মানব সম্প্রদায় আমি যে ভাবে আদিষ্ট হয়েছি তোমরা তার পরিপূর্ণ ভাবে আমল করতে সক্ষম নও, কিন্তু তোমরা সত্য কথা বল (সত্যের উপর অবিচল থাক) এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। [মুসনাদে আহমদ খন্ড-৪, নং-২১২]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে তার নিজের আমল কখনো নাজাত দেবে না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল আপনাকেও না? তিনি বলেন আমাকেও না। তবে আল্লাহ আমাকে তার রহমত দিয়ে আবৃত করেছেন। তোমরা যথারীতি আমল করে নৈকট্য লাভ কর। তোমরা সকালে বিকালে এবং রাতের শেষ ভাগে আল্লাহর ইবাদত কর। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। মধ্যমপন্থা তোমাদের লক্ষ্যে পৌছাবে। [সহীহ বুখারি-৬৪৬৩]

ইস্তেকামত অর্জনের জন্য প্রধানতম উপকরণ হলো কলব। আর কলবের পর হলো মুখ বা জবান। কেননা জবান হলো অন্তরের মুখপাত্র। এজন্য ইসলামে ইস্তেকামতের পরপরেই জবানের হেফাজতের কথা বলা হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে পাক রয়েছে আদম সন্তান যখন সকাল শুরু করে তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহবার কাছে মুক্তি চায়। অঙ্গগুলো বলে আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যদি (সুস্থ) অটল থাকো তাহলে আমরাও অটল থাকবো। আর তুমি যদি অসুস্থ হয়ে পড় আমরা অন্যান্য অঙ্গগুলোও অসুস্থ হয়ে পড়ি। [তিরমিযি-২৪০৭]

ফকিহ আবু লাইস সমরকন্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, দশটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা হলো ইস্তেকামতের আলামত:-

১. গীবত বা পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা একে অপরের গীবত করো না।
২. কুধারণা থেকে বেঁচে থাকা, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে দূরে থাক। কেননা অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ।
৩. ব্যঙ্গ বিদ্রুপ থেকে বেঁচে থাকা, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে।
৪. অপরিচিত মহিলা থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।
৫. সত্য কথা বলা- আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা যখন কথা বলবে তখন ন্যায্য কথা বলবে।
৬. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা যা অর্জন কর তার মধ্যে থেকে উত্তম বস্তু ব্যয় কর।
৭. অপচয় না করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি অপচয় করোনা।
৮. উদ্ধত ও অহংকারী না হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।
৯. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্য বিনীতভাবে দাড়াঁবে।
১০. সুন্নাত ও জামাতের সাথে দলবদ্ধতার উপর অবিচল থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না। তাহলে তোমরা বিচ্যুত হবে।

বান্দা যখন নিয়মিত কোনো আমল করে তা আল্লাহ তায়ালা খুবই পছন্দ করেন। এজন্য আমলের উপর অবিচল থাকা বা নিয়মিত কোনো নেক আমলের অনুসরণ করা অত্যন্ত ফলদায়ক ও মর্যাদাপূর্ণ। হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, একদা রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হুজরায় আসলে তার কাছে অন্য এক মহিলাকে দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন ইনি অমুক মহিলা যার নাম খাওলা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তারা নামাজ নিয়ে আলোচনা করছিল। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমাদের আলোচনা বন্ধ কর। তোমরা ঐ আমলই করতে থাক যা পূর্বে করছিলে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ কখনো কাউকে বঞ্চিত করেন না, যতক্ষণ পযর্ন্ত সে নিজেকে বঞ্চিত করে না। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ তাই যা সে সর্বদা নিয়মিতভাবে করে। অর্থাৎ নিয়মিত অল্প আমল হলেও তা আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়। [সহীহ বুখারি, নং-৪২]

মুমিন সকল বিপদাপদে আল্লাহর উপর অটল থাকে। বিপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে। ফলে

প্রবন্ধ

মুমিন বান্দা বিপদে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয় বিপদের মধ্যে ধৈর্য ধারণ করে ইমানের উপর অটল থাকলে তার পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মুমিনের দৃষ্টান্ত কোমল শস্যের মতো। বাতাস যে দিকে নাড়া দেয় শষ্যের পাতাও সে দিকে দোলতে থাকে। বাতাস থেমে গেলে শস্যটি স্থির হয়ে যায়। তদ্রুপ মুমিনকেও বিপদাপদ দিয়ে দোলা দেওয়া হয়। আর কাফেরদের বা অবিশ্বাসীদের দৃষ্টান্ত হলো দেবদারু গাছের মতো দৃঢ় স্থির। আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা তাকে মূলোৎপাটন করে দেন। [সহীহ বুখারি-৭৪৬৬]

রোগ-শোক আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন রোগ দ্বারা মুমিনদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। রোগ ব্যাধি মুমিনের জন্য গুনাহের কাফফারা হয়ে থাকে। প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সত্যের নিকটবর্তী থাকো এবং সরল-সোজা পথ অবলম্বন করো। মুমিনের যে কষ্টই হোক না কেন, এমনকি তার গায়ে যদি কোনো কাঁটা বিঁধে বা সে কোনো বিপদে পতিত হয় সবকিছুই তার গুনাহর কাফফারা হয়। [তিরমিজি-৩০৩৮]

ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ হলো পাচঁটি। এই পাচঁটির মধ্যে প্রথমটি হলো ঈমান। ঈমানের উপর অটল থাকার মাধ্যমে মানুষের জন্য দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে সুনাবিহি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসুল, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে হারাম করে দেবেন। [তিরমিজি-২৬৩৮]

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে এ সাক্ষ্য দিয়ে মারা গেল-আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। [ইবনে মাজাহ-৩৭৯৬]

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজকর্মের হিসাব নেবেন। এদিন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাপীদের ক্ষমা ও পুণ্যবানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশের দ্বার খুলে দেওয়ার পর অন্যান্য নবী-রাসুল, শহিদ, আলেম-হাফেজগণও সুপারিশ করবেন। আর সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যতা হলো একনিষ্ঠ চিত্তে ঈমানের উপর অটল থাকা। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের জন্য কে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? তখন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবু হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদিসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ চিত্তে বলে- আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

[সহীহ বুখারি-৯৯]

ঈমানের পর ফরজ ইবাদত হলো সালাত, যাকাত, হজ ও রোজা। এ চারটি স্তম্ভ মানুষ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে পালন করে থাকেন। এই মৌলিক ইবাদতগুলোতেও দৃঢ়ভাবে আন্তরিকতার সাথে নিয়মিত পালন করার নির্দেশনা রয়েছে। যেমন, সালাতের ব্যাপারে রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সালাত হলো দ্বীনের খুঁটি বা স্তম্ভ। যে সালাত কায়েম করেছে সে দ্বীনকে কায়েম করেছে। আর যে সালাত ছেড়ে দিয়েছে সে দ্বীনকে ধ্বংস করেছে। [বায়হাকী নং-২৫০৭]

আলোচ্য হাদিসে সালাতের প্রতি ইস্তেকামত বা দৃঢ় থেকে নিয়মিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে। এমন নয় যে সালাত মাঝে মধ্যে আদায় করলে হয়ে যাবে। কারণ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে।

আর যারা এভাবে সালাতের উপর স্থির থাকে তারা আল্লাহর কাছে প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসায় বলেন-যারা তাদের সালাত দায়িম তথা স্থির ধারাবাহিক থাকে। [সূরা মাআরিজ-২৩]

আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম একদিন পর একদিন রোজা পালন করতেন ধারাবাহিকভাবে। যা আল্লাহর দরবারে খুবই পছন্দনীয় ছিল। হজ ও উমরা একমাত্র আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করতে হয়। হজ যদিও বা সামর্থবানদের উপর জীবনে একবার ফরজ তার পরও নফল হিসেবে বার বার পালন করার মধ্যে অত্যধিক ফযিলত নিহীত রয়েছে। রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা বার বার হজ ও উমরা করতে থাক, কেননা এ দুটি দরিদ্র ও গুনাহ এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেভাবে হাপড় দূর করে লোহার ময়লা। [তিরমিজি-৮১০]

প্রবন্ধ

ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ও সৌভাগ্যবান সাহাবা, আহলে বায়েত বা নবির পরিবারবর্গ আল্লাহর প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যা শুনতেন তার উপর নিয়মিত ভাবে আমল করতেন। যেমন, রাসুলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করে, বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হযরত উম্মে হাবিবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে উক্ত হাদিসটি শুনার পর থেকে কখনো উক্ত সুন্নাত সালাতগুলো পরিত্যাগ করিনি। (সহীহ মুসলিম)

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি যখনই কোনো হাদিস লিখেছি, তখনই সে অনুযায়ী আমল করেছি, আর্থাৎ হাদিসের শিক্ষার উপর দৃঢ় থেকে আমার জীবনকে সুন্নাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণে পরিপূর্ণ করার চেষ্টা চালিয়েছি।

অনুরূপভাবে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, আমি যখনই জানতে পেরেছি গীবত করা হারাম, তখন থেকে আর করো কোনদিন গীবত করিনি। এটির নামই দীনের উপর অবিচল থাকা। বর্তমান সময়ে ইমানের উপর দৃঢ় বা অবিচল থাকা খুবই কঠিন। একমাত্র ধৈর্যের মাধ্যমেই এই নেয়ামত লাভ করা যায়। কারণ চর্তুদিকে এখন ফেতনার ছড়াছড়ি চলছে। এই সময়টার ব্যাপারে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা দিয়েছেন- মানুষের উপর এমন একটা সময় আসবে, সে সময় দীনের উপর অবিচল ব্যক্তিকে ঔ ব্যক্তির মতো ধৈর্যশীল হতে হবে যার হাতে থাকবে জ্বলন্ত অঙ্গার। [তিরমিযি]

সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার প্রিয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিধি বিধান মেনে চলার মাধ্যমেই দ্বীনের উপর অবিচল থাকার নেয়ামত লাভ করা যাবে। প্রিয় নবীর সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থায় চরম প্রতিকূল অবস্থাতেও দীনের উপর অবিচল ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ষষ্ঠতম ব্যক্তি হিসেবে ইসলাম গ্রহন করেন হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তখন তাঁর উপর নেমে এসেছিল চরম নির্যাতন। তিনি নিজেই বলেন, মক্কার কুরাইশরা আমাকে জ্বলন্ত আঙ্গাররের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিল এবং আমার বুকের উপর তাদের পা রাখত যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি।

[তাবকাতে ইবনে সাদ, খ-৩, পৃঃ- ১১৭]

তিনি জাহেলিয়া যুগে কামারের কাজ কারতেন। লোহার তরবারি বানাতেন। একদিন কুরাইশ নেতা আস ইবনে ওয়ায়েলের জন্য একটি তরবারি বানানোর পরে মজুরি দাবি করলে সে বলে, আমি তোমাকে এক কড়িও দিবনা যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অস্বীকার করছ। খাব্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি তুমি মরেও যাও এবং মরার পর আবার জীবিত হও তবুও আমি ঐ নবীকে অস্বীকার করব না।

হাবশী বংশোদ্ভূত উমাইয়া ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। দুপুরের উত্তপ্ত রোদে তাকে শুইয়ে রাখা হতো। নড়াচড়া করতে না পারার জন্য বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো বিরাট পাথর। অসহনীয় কষ্টের মধ্যে ও তিনি যখন দীনের উপর অটল ছিলেন তখন উমাইয়া কষ্ট দেওয়ার জন্য নতুন পদ্ধতি বাছাই করে। সে গলায় রশি বেঁধে দুষ্ট বালকদের হাতে তুলে দেন হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে। বালকরা তাকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেনে হিচড়ে নিতে থাকে। আর তার মুখ দিয়ে শুধু বের হতো আহাদ, আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)।

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হামজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহন করলে মক্কার কুরাইশদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। কুরাইশদের সকল গোত্র হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বনু হাশিম গোত্রের সাথে সর্ম্পকে ছিন্ন করে এবং লেনদেন মেলামেশা বন্ধ করে দেন। মুসলমানরা বাধ্য হয়ে শে'বে আবু তালেবে আশ্রয় নেন। একাধিক ক্রমে প্রায় তিন বছর খুবই কষ্টের সাথে দিনযাপন করে মুসলমানরা। এমনকি ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ আকাশ বাতাশ মুখরিত হতো। বড়রা ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাবলা গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছিল। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি শে'বে আবু তালেবে ক্ষুর্ধাত ছিলাম। দৈবক্রমে রাতে আমার পা ভেজা কোন বস্তর উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি তা জিহ্বায় রেখে গিলে ফেলতাম, এখনো পর্যন্ত জানিনা সেটি কী ছিল। এরকম ছিল দীনের উপর দৃঢ়তা। দুনিয়ার তাবৎ কষ্ট তাদেরকে আল্লাহ, তদীয় রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও দীনের পথ থেকে এক বিন্দু পরিমাণও নাড়াতে পারেনি। শত প্রতিবন্ধকতায়ও ঈমানী চেতনায় তারা উজ্জীবীত ছিলেন।

লেখক: সহকারী শিক্ষক (ইসলাম শিক্ষা) চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল।

প্রবন্ধ

ধ্বংসকারী সাতটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হাসান আলকাদেরী

মহান রাব্বুল আলামীন এই সুন্দর পৃথিবীতে জ্বীন এবং মানব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করার জন্য জাতি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক নিয়ামত ভোগ করছি। তথাপি আমরা আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে আছি। আল্লাহর অনুগ্রহ রাজির শোকরিয়া আদায় করছিনা। বরং নাফরমানি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছি। কুফরসহ যাবতীয় গুনাহের অবস্থা এতই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বিশ্বব্যাপী যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকে গুনাহের কার্যক্রমকে গুনাহ মনে করছেনা। খুন, হত্যা, যিনা, মদ পান, সুদ, ঘুষ, কলহ, জুলুম নির্যাতন ইত্যাদি নিত্য দিনের সাধারণ বিষয়ে রূপ নিয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সমুদয় পাপকার্যাদির ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন-

ظَهَرَ الْفَسَادِ فِيْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاس لِيُذِ يْقِهِمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ-

তরজমাঃ- ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তি স্থলে ও জলে ওই সব কুকর্মের কারণে যেগুলো মানুষের হাতগুলো অর্জন করেছে, যাতে তাদেরকে কোন কোন কর্মের স্বাদ গ্রহণ করান, যাতে তারা ফিরে আসে।

সুতরাং কুফর ও গুনাহের কারণে, দুর্ভিক্ষ, রোগ-ব্যাধি, মহামারী রোগসমূহ, প্লাবন, অগ্নিকান্ড ও জীবিকায় বরকত-শুন্যতা আসে। আর বৃষ্টি না হবার কারণে সামুদ্রিক প্রাণীগুলো অন্ধ হয়ে যায়। ঝিনুকে মুক্তা পয়দা হয় না। মোটকথা গুনাহের কারণে স্থলে ও জলে সৃষ্টি জগৎ বিপদের সম্মুখীন হয়। এ থেকে বুঝা গেল যে, দুনিয়ার দুঃখ- কষ্ট মানুষের কিছু গুনাহের শাস্তি। মূল শাস্তি তো আখিরাতে দেওয়া হবে অথবা উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ গুনাহ মহান রব ক্ষমা করে দেন, কোন কোন গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন। বুঝা গেল যে, মানুষের অপকর্মের কারণে কখনো পশু গুলোর উপরও বিপদ এসে যায়। গমের সাথে পোকাও পিষ্ট হয়ে যায়। যেমনিভাবে কখনো পশুগুলোর কারণে আমাদের উপরেও বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যিনার অধিক্য ঘটলে, লুটতরাজ হয়। যাকাত প্রদান করা না হলে বৃষ্টি রুখে যায়। ওজনে কম দিলে অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত হয়। সুদ খোরীর কারণে ভুমিকম্প ইত্যাদি হয়। [তাফসীরে রুহুল বায়ান]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন-

عن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه قال قال رسول الله صلّي الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله ومَا هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وأكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه-

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে সাতটি জিনিস কি কি? রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করা। সহজ-সরল সচ্চরিত্রবতী নারীদেরকে অপবাদ দেওয়া।

[বুখারী ও মুসলিম শরীফ]

নিঃশর্ত কুফর কোন কুফরই সগীরাহ গুনাহ নয়, সবই কবীরাহ গুনাহ। যাদু করা যদি যাদুতে কুফরী শব্দাবলী থাকে তাহলে যাদুকর মুরতাদ হয়ে যায়। নতুবা নিছক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হবে। উভয় প্রকার যাদুকরের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। প্রথম প্রকারের যাদুকরকে ধর্ম ত্যাগ ও ফ্যাসাদের কারণে এবং দ্বিতীয় প্রকারের যাদুকরকে শুধু ফ্যাসাদের কারণে। সুদ খাওয়া চাই ভক্ষণ করুক নতুবা তা দ্বারা পরিধান করুক অথবা অন্য কোন কাজে লাগাক। এ থেকে বুঝা গেল যে, সুদ নেওয়া কবীরাহ গুনাহ, সুদ দেওয়াও কবীরাহ গুনাহ। যুলুম করে ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা। ইয়াতীম দয়া পাবার উপযুক্ত। তার ওপর যুলুম করা অত্যন্ত জঘন্য গুনাহ। কাফিরদের সাথে মোকাবেলা না করে পালিয়ে যাওয়া। কেননা, এতে মুজাহিদদের ক্ষতি এবং ইসলামের অবমাননা করা হয়।

জিহাদ থেকে পলায়ন করা কবীরাহ গুনাহ- যদি কাপুরুষোচিত কারণে হয়; যদি কাফিরদের প্রভাব বৃদ্ধি

পাবার কারণে বাধ্য হয়ে মোর্চা ত্যাগ করতে হয় তাহলে এ বিধান প্রযোজ্য নয়। এমন পরিস্থিতিতে অটল থাকা এবং শহীদ হয়ে যাওয়া উত্তম; কিন্তু পেছনে সরে যাওয়া কবীরাহ গুনাহ নয়। যুদ্ধের রণকৌশলের ভিত্তিতে পিছনে সরে যাওয়াও সাওয়াব।

যিনার অপবাদ, যে পূণ্যবতী নারী যিনা সম্পর্কে জানেও না তাকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যিনার অপবাদ দেওয়া। সুতরাং ক্ষুব্ধ হয়ে কোন মহিলাকে যিনা কারিণী বা চরিত্রহীনা বলাও এর অন্তর্ভূক্ত। স্মর্তব্য, যে নেককার পুরুষ ও সচেতন মহিলাদেরকে যিনার অপবাদ দেওয়াও গুনাহ। কিন্তু অনবহিত মহিলাদেরকে অপবাদ দেওয়া অধিকতর গুনাহ। যার শাস্তি হচ্ছে দুনিয়ায় আশি চাবুক মারা, আখিরাতে রয়েছে কঠিন আযাব।

মিরকাত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৭ টি গুনাহ অতি জঘন্য।

৪টি অন্তরের:-

১) শিরক ও কুফর, ২) গুনাহর উপর অটল থাকার নিয়্যত করা,

২) আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া, ৪) আযাব হতে নিরাপদ মনে করা।

৪ টি জিহ্বার:-

১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, ২) পুত: পবিত্রদেরকে অপবাদ দেওয়া

২) মিথ্যা শপথ করা, ৪) যাদু করা।

৩ টি পেটের গুনাহ:-

১) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ২) সুদ খাওয়া, ৩) মদ্য পান করা।

২ টি লজ্জাস্থানের:-

১) যিনা করা, ২) পায়ু সঙ্গম করা।

২টি হাতের গুনাহ:-

১) চুরি করা, ২) অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

১টি পায়ের গুনাহ:-

১) জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা।

১ টি সমস্ত শরীরের গুনাহ:-

১) মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া।

আসুন আমরা তাওবা করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে ফরিয়াদ করি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় আমাদের তাওবা ও ফরিয়াদ কবুল করেন।

বর্তমানে সারা বিশ্বে বিরাজমান এই মহামারী রোগে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসা রাখতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন:

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتي اذا جاء
احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون-

অনুবাদ: এবং তিনি পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর আর তোমাদের উপর রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার ফিরিশতাগণ তার রূহ হনন করে, এবং তারা ত্রুটি করেনা। (সূরা আন্'আম, আয়াত নং- ৬১)

অর্থাৎ: ফিরিশতাকুল যাঁদের কেউ কেউ আমাদের কার্যাদির তত্ত্বাবধান করেন, আর কেউ কেউ দেহের। বুঝা গেলো যে, মহান রব সর্বশক্তিমান। নিঃসন্দেহে আমাদের রক্ষণা বেক্ষণ সরাসরি নিজেই করেন; কিন্তু উপকরণাদির মাধ্যমেও করেন। ক্ষমতা এক জিনিষ। নিয়ম-কানুন অন্য। উভয়টা মেনে নেওয়াই হচ্ছে ঈমান।

কোন কোন স্থানে একদল ফিরিশতা রূহ কবজ করেন। আর অন্যত্র ফিরিশতাদের অন্যদল। বরং মালাকুল মওত (মৃত্যুদূত ফিরিশতা) এবং সেবক ফিরিশতারাই সমগ্র দুনিয়ার রূহ কবজ করেন। বুঝা গেল যে, তারা সর্বত্র উপস্থিত সর্বত্র দেখেন। এমন বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই কাজ সম্পন্ন করা যাবেনা। সমগ্র দুনিয়াটা তাদের সামনে তেমনি, যেমন আমাদের হাতের তালু।

এই সব ফিরিশতা থেকে প্রাণ হনন করার ক্ষেত্রে অলসতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘঠিত হয় না। নির্ধারিত সময় থেকে একটা মাত্র মুহূর্তও আগে পরে হয়না। এ থেকে বুঝা গেল যে, এইসব ফিরিশতা প্রত্যেকের মৃত্যুর সময়, মৃত্যুরস্থান ও মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে জানেন। এটাও পঞ্চ বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত। যখন এইসব ফিরিশতার এ অবস্থা, তখন যিনি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী অর্থাৎ মদিনা ওয়ালে সুলতান (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জ্ঞান সমুদ্রের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেসারই অবকাশ কোথায়?

তাই বর্তমান করোনা মহামারীর এ সময়ে মুসলমানদের উচিৎ যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অপর মুসলমান ভাইকে গুনাহ্ হতে বাঁচতে সহায়তা করা। প্রত্যহ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত ফজিলতময় সৈয়দুল ইসতিগফার পাঠ করা।

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّي الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك ووعدك ما استطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفرلي فانه لا يغفر الذنوب الا انت- قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من اهل الجنة- رواه البحاري

অনুবাদ: হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইস্তিগফার এর সরদার এটা যে, তুমি বলবে (আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খলাক্বতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়ানা 'আলা আহাদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাছ্‌স্‌তাত্বাতু আউযুবিকা মিন শার্‌নি মা সানা'তু আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযাম্বী ফাগফিরলী ফা ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌যুনুবা ইল্লা আন্‌তা) হুযুর ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্তরের নিশ্চিত বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলায় এটা বলবে, তারপর সন্ধ্যার আগে সে মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে অন্তরের বিশ্বাস সহকারে রাতের বেলায় এটা পড়বে এবং ভোর হবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে। সে জান্নাতি হবে।

আসুন আমরা নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ইখলাসের সহিত তাওবা করি এবং নবী করীম এর উসিলায় রহমত কামনায় ফরিয়াদ করি।

প্রবন্ধ

বিশ্বব্যাপী সুন্নী মুসলমানদের অবস্থা ও অবস্থান

ডক্টর সাইয়েদ আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রূফ

বিশ্বব্যাপী প্রায় সাড়ে সাতশ' কোটি বনি আদমের মধ্যে প্রায় দেড়শ' কোটি হচ্ছে মুসলমান। এমন কোন দেশ নেই, যেখানে মুসলমান নেই। আমেরিকার মত দেশে ইহুদী-খ্রিস্টানদের অনেকের ভেতর এই মনোভাব কাজ করছে যে - "ওই তো মুসলিমরা এগিয়ে আসছে!" ইউরোপের প্রতিটি শহরে প্রভাবশালী মুসলিম সমাজ আছে। চীনেও আছে দু কোটি ৩০ লাখ মুসলিম। ভেঙে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন দেশগুলোতে সেই পুরোনো মুসলিম বংশোদ্ভূত লোকের সংখ্যাই গরিষ্ঠ। এশিয়া তো মুসলিমদেরই মহাদেশ। ভারতেও ৩৫ কোটি মুসলিমের বাস। আফ্রিকাকে ইসলামী মহাদেশ বলে আগেই নাম রাখা আছে। সাদা আফ্রিকা, যেমন – মরক্কো, মিসর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইত্যাদি দেশ আর কালো হচ্ছে সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, আইভেরি কোস্ট, চাদ, তানজানিয়া, উগান্ডা, প্রভৃতি দেশ।

চলমান পৃথিবীর উৎপাদন ও গবেষণা প্রক্রিয়ায় মুসলিম জনবল সারা বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় সক্রিয় আছে। একা বাংলাদেশেরই ১১ মিলিয়ন লোক বিদেশে কর্মরত। ওআইসি-এর সদস্যভুক্ত মুসলিম দেশের সংখ্যা ৫৭ টি।

সবার একনাম মুসলিম। যেমন বিভিন্ন বর্ণ ও জাত-পাত সহ হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি। তাদের মূল দেশ হচ্ছে ভারত, নেপাল। খ্রিস্টানদের বাস ইউরোপ-আমেরিকায়। তাদেরও প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, মরমেন, অ্যামিশ ও ম্যানানাইট, ইত্যাদি বর্ণগত পরিচয় আছে। তবে কেউ হিন্দুদের মত অস্পৃশ্য নয়। আফ্রিকার বহুদেশে গোত্রতান্ত্রিক পরিচয় আছে। এরা উল্লেখযোগ্য কোনও ধর্মালম্বী নয়, যেমন দক্ষিণ সুদানের কয়লা কালো লোকেরা।

বৌদ্ধরা এশিয়াতে বিশাল সংখ্যক থাকলেও এখন কমিউনিস্ট চীনাদেরকে তো বৌদ্ধ বলা যাবে না। জাপানেও এখন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। চীন-জাপানে চলছে ধর্মের বিশাল শূন্যতা। ইহুদীরা যদিও ইসরাঈলে জড়ো হয়েছে, তবে তারা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, যারা মানচিত্র বিহীন এই ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন যোগাচ্ছে।

পৃথিবীর মুসলিমগণ এক উম্মাহ্ – এক জাতি। যুগে যুগে যে সব বাতিল ফেরকা জন্ম নিয়েছে, তারাও মুসলিম বলে দাবী করে। সুতরাং সহীহ ও ভেজাল মিলেই মুসলিম জাতি। দেড় শ কোটির ভেতর আক্বীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে এদের আদম শুমারি কেউ না করলেও মোটামুটি বোঝা যায় কোন রঙের বিস্তৃতি কতটুকু। সবুজ, কমলা, হলুদ, নীল, আর কত রঙের মুসলমান আছে। খারেজি, শিয়া (শী'আহ), মু'তাজেলা, ক্বাদেরিয়া, জবরিয়া কত বাতিল বিশ্বাসীদের গোষ্ঠীগত নাম। শত শত ফেরকা ছিল, এখন আছে হাতে গোণা কয়েকটি। শিয়া, ওয়াহাবী, ইয়াজদী, ইত্যাদি। মু'তাজেলা-খারেজি-ক্বদরিয়া-জবরিয়া এখনও আছে, তবে দলগত পরিচয়ে নয়।

মুসলিম মানেই আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ। কাজেই সুন্নী কোন ফেরকা নয়। এটি মূলধারা। এটিকে একটি দল ধরে ৭৩টি দল আছে। এর মধ্যে আহলে সুন্নাহ্ ছাড়া বাকীগুলো বাতিল। অর্থাৎ আক্বীদার জন্য আযাব ভোগ করবে বলে দাবীদার মুসলিম তারাও। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি বিশেষ যদি কোন এমন কথা বলেন যার কোন ব্যাখ্যাই করা যায় না – কেবল কুফরি ছাড়া, তাকে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে।

তাহলে সুন্নী কারা? সৌদী আরবের রাজসমর্থন নিয়ে যে মুআহ্হেদ আন্দোলন করেছে – মিস্টার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহ্হাব তারাও নিজেদের আহ্লে সুন্নাহ্ দাবী করেন। সালাফী, লা-মাযহাবী বা আহ্লে হাদীস তারাও নিজেদের আহ্লে সুন্নাহ্ দাবী করেন। ওয়াহাবী আক্বীদার ধারক আই.এস. জঙ্গিবাদীরাও আহ্লে সুন্নাহ্ দাবী করে। তালেবানরা যে খন্ডিত ইসলাম ধারণ করে তারাও আহ্লে সুন্নাহ্ দাবী করে। বিগত শতাব্দীতে ভারতে সৃষ্ট বা স্বপ্নেপ্রাপ্ত কিছু দল বা জমাত নিজেদেরকে আহ্লে সুন্নাহ্ দাবী করে।

এ কারণে মোটাদাগে পৃথিবীতে এখন আছে তিনটি ধারা: সুন্নী, ওয়াহাবী ও শিয়া। এ ক্ষেত্রে নবীজিও তাঁর আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসার দিক থেকে দাবী করে শিয়ারা কিন্তু সুন্নী নয়, সুন্নী হতে হলে সাহাবা-ই কেরামকেও ভালবাসতে হবে, ইত্যাদি। কিন্তু শিয়াদের মধ্যে এটা অনুপস্থিত। নবীজির প্রতি অবজ্ঞার দিক থেকে ওয়াহাবীরা হচ্ছে সকলের থেকে এগিয়ে। মহানবীর প্রতি ভালোবাসা দেখালেই বেদ্‌আত বেদ্‌আত বলে তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে। তাদের ভাবটা হচ্ছে – পৃথিবীর সব কিছু হারাম, কেবল যা হালাল বলে কুর'আন-হাদীসে উল্লেখ আছে, তা ছাড়া। এ কারণে টমেটো, পটোটো, কলা, নারিকেল, এগুলো হারাম হওয়ার কথা। কিন্তু ওয়াহাবীরা নিজের স্বার্থে আবার ফাতওয়া ঘুরিয়ে ফেলে। তবে জিজ্ঞেস করলে তাদের মধ্যে যাদের কিছু লেখাপড়া আছে, তারা স্বীকার করে যে – (আস্‌লুল আশইয়াই আল্‌-ইবা-হাহ্)

"সব কিছু প্রাথমিক ও মৌলিকভাবে বৈধ ধরে নিতে হবে, যদি না নিষেধাজ্ঞা আসে।" যা হোক, সুন্নী হচ্ছে যারা তাসাওউফ বা ইহ্‌সান মানে। এদের চেনার বিশেষ, আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। উপায় হচ্ছে তারা মীলাদে কেয়াম করে। ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী চেনার উপায় তাদেরটুপি। আরবের ওয়াহাবীদের চেনা যায় না। তবে যারা টাখনু থেকে বেশি উপরে জামা পরে, পায়ের নলা খালি থাকে, তাদেরকে বুঝতে হবে যে, something wrong. এখানে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই, তবে এটা আমার পর্যবেক্ষণ।

এবার আসা যাক মূল আলোচনায়। সুন্নীদের অবস্থান ও অবস্থার কথা এক বাক্যে বলা যাবে না। যদি প্রশ্ন করেন সুন্নীদের সংখ্যা কত? আমার ধারণা সোয়া শ' কোটি। ২৫ কোটি হচ্ছে others, ৩৫ কোটির বেশি হতে পারে না। কারণ সৌদী আরবের সবাই ওয়াহাবী নয়। সরকারের ভয়ে কথা বলেন না। কিন্তু সেখানেও সাইয়েদ আলভী মালেকী (মক্কা), শেখ রেদওয়ান (মদীনা) এর মত সুন্নী ঘরানা আছে। ওখানকার কালোরা অধিকাংশ সুন্নী। আশরাফরাও নামের আগে "সাইয়েদ" লিখতে না পারলেও পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। এদিকে ইরান ছাড়াও ইরাকের অর্ধেক লোক শিয়া। বর্তমান শাসকরাও শিয়া। বাহরাইনে শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কুয়েতে ৩০ ভাগ লোক শিয়া, ইয়েমেনেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়া আছে, যারা এখন ক্ষমতায়। সামান্য সংখ্যক শিয়া তো বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ একাধিক দেশেই আছে। সিরিয়ার শাসকশ্রেণীকে শিয়া মনে করা হয়।

তবে এ পৃথিবীর মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুন্নিরাই। তুর্কিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, আফ্রিকার প্রায় সব মুসলিম দেশ এবং গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মুসলিমরা হচ্ছে সুন্নি। আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, জর্ডান, ফিলিস্তিন, সবাই সুন্নি। মরক্কো, মিসর – এসবের উল্লেখ তো করলাম।

কিন্তু যেটি আজ এখানে প্রধানত উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে – সুন্নী মুসলিমদের মূল যেখানে গভীরে প্রোথিত, তা হচ্ছে এর সূফি তরিকাসমূহ। যেকোন সংস্থা ও সংগঠনের চেয়ে এগুলো দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রতিটি মুসলিম দেশেই এদের কার্যক্রম চোখে পড়বে। এগুলো ধীর তবে steady। ধীর লয়ে সামনেই যাচ্ছে।

বাংলাদেশে কাদেরিয়া চিশ্‌তিয়া, নক্শবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরীকা প্রধান। আফ্রিকাতে তিজানিয়া, মাহ্‌দিয়া, সনুসিয়া, ইত্যাদি বেশি প্রচলিত। ব্রিটেনে মোহাম্মাদিয়া, মরক্কোতে ইদরিসিয়া, দব্বাগিয়া, পাকিস্তানে সোওরাওয়ার্দিয়া তরীকা চলছে – চার তরিকার পরেই। তুরস্কে নক্শবন্দিরা বেশি প্রবল। ইরাক-জর্ডানে ক্বাদেরিয়া তরীকা প্রবল। জর্ডানের রাজবংশ আহ্‌লে বাইত হওয়ায় এই নিসবতকে অনেক সম্মান জানানো হয়।

আমেরিকার Salt lake রাজ্যে একজন মহিলাকে পেয়েছিলাম, তিনি হযরত রাবেয়া বসরীর মতো অত্যন্ত আবিদা-জাহিদা। তবে রাবেয়া বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। চিরকুমারী হলেও এই রাবেয়া (তার নাম এখন মনে নেই) বিবাহিত। নারী পীর হতে পারবে কিনা তা আলোচনা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ব্যাপার। এ মহিলা কিন্তু আধ্যাত্মিকায় অতি সমৃদ্ধ বলে তাঁকে সেখানে খুব সম্মান করার হয়। জানি, আবেগ থেকে চা দোকানের কাস্টোমার রিকশাঅলা বা শ্রমিকরাও ফতুয়া দিতে দেরি করবে না। তবে জানা উচিত, বাংলাদেশের আইনে যোগ্য মুফতি ছাড়া কেউ ফাত্ওয়া দিতে পারবে না। থার্ড ক্লাসে কামিল বা দাওরা পাশ হলেই নামের আগে "মুফতি" লেখে। অযোগ্যরা সাবধান! যের-যবর ছাড়া শুদ্ধ করে আরবী ফাত্ওয়ার কিতাব পড়তে না পারলেও "মুফতি" সাহেবের চাপাবাজি কিন্তু বন্ধ নেই।

প্রবন্ধ

যাহোক, সুন্নী মুসলিমদের অবস্থান এ বিশ্বে সব সময় সুদৃঢ় ছিল, আছে এবং থাকবে ইনশা-আল্লাহ্। নানান নামে তারা আছেন, গাওসিয়া কমিটি, মারকাযুছ সাকাফাহ্ আস্-সুন্নিয়্যাহ (কেরালা), ইত্যাদি নামের বহু সুন্নী সংস্থা সংগঠনের সংখ্যাও কম নয়।

এই সুন্নিরাই ব্যাংকের মালিক, জাহাজের মালিক, বিশ্ববাণিজ্যের শক্তি, এরাই দেশে দেশে রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশে তো সুন্নী আক্বীদার রাষ্ট্রনায়ক আছেনই। এঁদের মধ্যেই আছে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, আলেম, সমাজসেবী, সংগঠক, আরও অনেক কিছু।

সুন্নীদের হাতে অফুরন্ত সম্পদ আছে, কৌশলগত ভূমি, নদী, সাগর ও পাহাড় আছে। বিজ্ঞান গবেষণাগারে, পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে, উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় এই সুন্নী মুসলিমরা আছেনই। সামরিক শক্তি যাদের কাছে তারাও সুন্নি। জনবল, দক্ষ জনশক্তি আছে সুন্নি আক্বীদার।

একজন সুন্নী মানে একজন আশেকে রাসূল। একজন নবীপ্রেমিক তো আরেকজন নবীপ্রেমিকের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। নবী প্রেমিকদের কোন দেশ বিভক্তি নেই, সারা পৃথিবীই তাদের। কবি ইকবাল ছিলেন এক গভীর নবী-প্রেমিক। তিনি বলেছেন:

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তান হামারা
মুসলিম হ্যাঁয় হাম, সা-রা জাহান হামারা।

অর্থ: চীন ও আরব আমাদের, হিন্দুস্তান আমাদের, আমরা হলাম মুসলিম, সমগ্র বিশ্ব আমাদের।

কিন্তু সুন্নীদের আওয়াযে ঐক্য ও বুলন্দী নেই কেন? কারণ তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা নিজের পীরকে বড় দেখাতে গিয়ে অন্য পীরের সমালোচনা করে। দুশমন ঘিরে রেখেছে, তাদের প্রতি খেয়াল না করে – ক্বেয়ামীদের দোষত্রুটি ধরার তালে আছে। আল্লাহ্ জাল্লা-শা-নুহু তো বলেই রেখেছেন –(ওয়ালা তানা-যা'উ .... রীহুকুম) – "তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি হাওয়ায় উবে যাবে।" (আল্-কুরআন ৮: ৪৬)

বিশ্বে উন্নতশির থাকতে হলে ঈমানী শক্তি লাগবে। আকীদা সহীহ না হলে ঈমান দুর্বল এমন কি "নাই" হয়ে যাবে। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন: (ওয়ালা তাহেনূ .... মু'মিনীন।) – "তোমরা হতবল হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না, আরে তোমরাই তো উচ্চশির, যদি তোমরা হও মুমিন।" (৩: ১৩৯)

আকীদা সহীহ ও আমল দুরস্ত আছে, আমাদের নাই অবিসংবাদিত নেতৃত্ব! এটাই সমস্যা। সময় এসেছে এই সমস্যা নিরসন করে এগিয়ে যাবার। মহান আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন।

লেখক: অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ওআইসি ফিকহ একাডেমিতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

রক্তস্নাত কারবালায়

শে'রে খোদার শোণিত প্রতীক সায়্যিদা বিবি যয়নব

(রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা)

তাহিয়্যা কুলসুম

মহান আল্লাহর বাণী, "এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ঘাটতি দ্বারা এবং সুসংবাদ শুনান ঐসব ধৈর্য্যশীলদের, যারা হচ্ছে, যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন বলে 'আমরাতো আল্লাহরই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে।" [সূরা বাক্বারা: ১৫৫, ১৫৬]

আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষকে মহান আল্লাহ্ পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূল এরূপ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। প্রিয়নবীর উম্মতগণও কালে কালে তেমনিই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে। কারবালায় নবীজীর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যে পরীক্ষা সংঘটিত হয়েছিল, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান তা আজও ভুলতে পারেনি এবং পারবেও না। ৬১ হিজরীর ১০ মুহররম সংঘটিত সপরিবারে ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের চেয়ে নির্মম ও হৃদয়বিধারক কোন ঘটনা সম্ভবত ইসলামের ইতিহাসে আর নেই। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব হিসাবে কারবালার এ অসম যুদ্ধ এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব ধারণ করেছে। সত্য প্রচার ও সুষম সমাজের গোড়াপত্তন এবং জালিমের দাসত্ব থেকে আল্লাহর এ জমীনকে মুক্ত করতেই প্রতিনিয়ত নিজেদের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন সত্যের এ সেনানীরা। প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এক প্রবাদ-'ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালা কে বা'দ।' শাশ্বত এই ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে নারীর দায়িত্ববোধের জায়গাও কোন যুগে কোন অংশেই কম ছিল না। কবি নজরুলের ভাষায়-

'জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান
মাতা, ভগ্নি, বধুদের ত্যাগে হইয়াছে মহান।'

তেমনই কারবালার মহাবিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও কারবালার ঘটনা প্রবাহে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন এক মহিয়সী নারী, যিনি তাঁদেরই শীর্ষস্থানীয়, যাঁদের কেউ হয়েছেন বিধবা, কেউ সন্তানহারা, কেউ পিতৃহীন, কেউ ভ্রাতৃহীন, অনেকে একাধিক আপনজন হারিয়েছেন। নাম তার হযরত যয়নব বিনতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ছোট বোন হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা অনন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, খোদাভীতি, জ্ঞান, ধৈর্য্য সাহস ও বাগ্মীতার জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর সম্পর্কিত কিছু আলোচনা বিশেষতঃ কারবালা ময়দানে তাঁর অবদানের কিঞ্চিৎ পাঠক সমীপে তুলে ধরতে চেষ্টা করা হল।

আলী-তনয়া হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার জন্মক্ষণ সম্পর্কে ঐকমত্য আছে যে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হায়াতে যাহেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে সঠিক সনের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তিনি ৫ম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে কোন বিষয়ে আলোচনায় রত ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরমান নিয়ে এসে বলেন, মহান আল্লাহ্ খাতুনে জান্নাতের কন্যার নাম 'যয়নব' নির্বাচন করেছেন। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'যয়নব' শব্দের অর্থ সুদর্শন বৃক্ষ বা সুবাতাস। সমসাময়িককালে তিনি 'আক্বীলা' বা বুদ্ধিমতী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলে হাশেমী বংশধর। তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়, 'লজ্জাশীলতায় যিনি হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ক্ষমাধর্মে স্বীয় মাতা, প্রাঞ্জলতায় আপন পিতা, ধৈর্য্যশীলতায় ভ্রাতা হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ত্যাগ তিতিক্ষায় হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহর সাদৃশ্যপূর্ণ।' হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আলী, হযরত ফাতিমা ও দুই ভাই হযরত হাসান-

হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সান্নিধ্যে তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত করেন। যাঁর শৈশব ও বেড়ে উঠা এমন মহামনীষীদের সাহচর্যে অতিক্রান্ত, তিনি তো অবশ্যই মহীয়সীই হবেন। তিনি ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সর্বাধিক আলোচিত ও স্মরণীয় হয়ে আছেন কারবালার যুদ্ধের পর থেকে ৬১ হিজরীতে সংঘটিত উক্ত অসম যুদ্ধে তিনি যেরূপ সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। মূলতঃ কারবালা ময়দানের কয়েকটি দৃশ্যপটে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ পরিস্ফুটিত হয়ে আছে।

দৃশ্যপট-১.

কারবালা গমনে তিনি স্বীয় পুত্র সহ ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সঙ্গী হয়েছিলেন। স্নেহের ভ্রাতার এমন দুর্দিনে ধৈর্যের প্রতীক হযরত যয়নব ভাইয়ের কাছে এসে বলতে লাগলেন, ''হায়রে, আজ যদি আমার মরণ হতো। হায়রে মা জননী ফাতেমা, আব্বাজান আলী মুর্তজা, ভাই হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চলে গেলেন। ভাইয়া আপনি গত হয়ে যাওয়া তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, আমাদের সংরক্ষক, আর পরম আশ্রয়। জোর-জুলুম কি আপনাকেও আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবে।'' বোনের অস্থিরতা এবং বিচলিতভাব দেখে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শঙ্কিত হয়ে পড়েন, যদি না শয়তান তাঁদের ধৈর্য্য, সম্ভ্রম আর বিবেকবুদ্ধি লোপ করে দেয়। তিনি বোনকে সান্তনা দিলেন আর বললেন, "বোন আমার! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর কাছে ধৈর্য্য ও শক্তি কামনা কর। জেনে রেখো! যমীনবাসী সকলেই মৃত্যু বরণ করবে, আর আসমান বাসীরাও কেউ বেঁচে থাকবে না। আমার আব্বা, আম্মা, আমার ভাই এঁরা তো আমার চেয়ে উত্তম ছিল, তাঁদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আদর্শের দৃষ্টান্ত। সে দৃষ্টান্ত থেকে ধৈর্য্যের শিক্ষা নাও। প্রিয়বোন আমার, আমি তোমাকে শপথ দিচ্ছি, আমার এ শপথ পূর্ণ কর। শোন, আমার ওফাতের পর (অধৈর্য্য হয়ে) জামা কাপড় ছেঁড়া-ছিঁড়ি করবে না, মুখে আঁচড়ও কাটবে না, হল্লা মাতম কিংবা বিলাপ করবে না। [শামে কারবালা]

ভাইয়ের নিকট সবর ও শোকের, ধৈর্য্য নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পেয়ে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেন আরো সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন, তাইতো তিনি ফুলের মত তাঁর দুই সন্তান হযরত মুহাম্মদ এবং আউনকে স্বীয় ভ্রাতার চরণে উপহারস্বরূপ উৎসর্গ করলেন। নিজ সন্তানদের কাঁটাছেড়া লাশ দেখে ধৈর্য্যশীল মা জননী নিজ বুকে হাত রেখে বললেন, ''মাওলা, তোমার সন্তুষ্টিতে আমিও সন্তুষ্ট।''

দৃশ্যপট -২.

নিজ সন্তানদের পর পালা আসলো ভ্রাতুস্পুত্র হযরত আলী আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে ভাতিজার খন্ডবিখন্ড লাশ দেখে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন, নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অবশিষ্ট রইল না। ব্যথিত-হৃদয়, বিষন্নচিত্ত এ ফুফুই যে শাহযাদা ইমাম আলী আকবরকে বড় যত্নে লালন পালন করেছিলেন। তাঁর আর্তনাদের কথা 'শামে কারবালায়' এভাবে বর্ণিত আছে-

"প্রিয় আমার দীর্ঘকেশী লুকালে কোথায়,
বিজন দেশে ময়না আমার হারালে কোথায়?
কোথায় তোমার চোট লেগেছে দেখাও সে আমায়,
দুঃখিনী এ ফুফুর বুকে প্রাণ রাখা যে দায়!
অষ্টাদশী এই জীবনেই সমন এলো হায়,
শ্যেন পড়েছে কোন সে চোখের আমার কলিজায়?'
(অনূদিত)

ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুঃখিনী বোনের এ দশা দেখে তাঁর হাত ধরে তাঁবুতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, 'হে রাসূলের প্রিয় আহলে বায়ত, আল্লাহ্ তা'আলা আজ তোমাদের ধৈর্য্যের শেষ দেখতে চান, ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দাও। আজ সবকিছু কুরবানি দিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে নাও।'

দৃশ্যপট-৩.

ধৈর্যশীলা যয়নবের জীবনে শোকের যেন অন্ত ছিল না। সহিষ্ণুতার সর্বশেষ সীমা তাঁকে পাড়ি দিতে হয় তখন, যখন প্রিয় ভ্রাতা হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ সামগ্রী পরিহিত অবস্থায় শেষ বিদায় জানাতে মহিলাদের তাঁবুতে এলেন। দুঃখ বেদনার নিরব প্রতিচ্ছবি সে পবিত্র মহিলাদের চোখ বেয়ে বেদনার অশ্রু মুক্তো বিন্দুর মত টপকে পড়তে লাগল। ব্যথায় নিমজ্জিত আহত কণ্ঠে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন, "ভাইয়া আপনাকে ছাড়া এবং আপনার পরে আমাদের আর বেঁচে থাকার কী অর্থ আছে? আমাদেরও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। আপনার সাথে লড়াই করতে করতে আমরাও জীবন উৎসর্গ করে দিবো।'' ভাই আবার বোনকে

ধৈর্য্য ও সংযমের অন্তিম উপদেশ শুনালেন এবং সবাইকে শেষ বিদায় জানিয়ে তাঁবু ছেড়ে আসলেন। অভিভাবকরূপ স্নেহের ভাইকে এভাবে বিদায় জানাতে বোনকে বুকে পাথর রেখে নিঃসন্দেহে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা এই পরীক্ষায়ও সম্মুখীন হলেন।

দৃশ্যপট-৪.

হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বের হয়ে দেখলেন পুরো ময়দান ফাঁকা। সহচরদের কেউই নেই। এমতাবস্থায় বোন যয়নব বের হয়ে আসলেন। দেখলেন ভাইকে সওয়ার করিয়ে দেবার মতও কেউ নেই, শোককে শক্তিতে পরিণত করে তিনি বললেন, ''রসূল-কাঁধের সওয়ারী, রেকাব ধারণের সেবায় কেউ নেই বলে নিরাশ হবেন না। রাসূলের এই নাতনী যে সেই খেদমতে হাজীর।' এরপর নিজ হাতেই নিজের ভাইকে রণ-সজ্জায় সাজিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। এখানেও তাঁর সাহসিকতা ও দৃঢ় মানসিকতার প্রকাশ পায়।

দৃশ্যপট-৫.

সিজদারত অবস্থায় ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই ধরাধাম ত্যাগ করার প্রলয়ঙ্করী দৃশ্য দেখে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করেন। দৌঁড়ে এসে কঠোর ধমকে ভাইয়ের পাশে যাওয়ার জন্য হুঙ্কার ছাড়েন। 'শামে কারবালা'য় বর্ণিত আছে-

'দিশেহারা ছুটতে গিয়ে পড়েন বুঝি এই,
অযুত সেনায় যয়নবের আজ কুচ পরোয়া নেই।'
সৈন্যরা যে রাখল ঘিরে ইমামের ওই লাশ,
চেঁচিয়ে বলেন, 'পথ করে দাও, যাব ভাইয়ের পাশ।
ফাতিমার এ পুত্র, আমি কন্যা যাহরার,
প্রিয় ভাইকে দেখবো আমি, এই দেখা শেষবার। [অনূদিত]

দৃশ্যপট-৬

শাহাদাতের পরদিন সকালে আহলে বায়তের অবশিষ্ট কাফেলাকে ইবনে যিয়াদের সামনে আনা হলো। এখানে ইবনে যিয়াদ তাঁদের অপদস্থ করতে চাইলে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার প্রতিবাদী সরূপ উঠে আসে। ইবনে যিয়াদ যখন হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে দেখল, তো সে বলে উঠল, ''সে আল্লাহর শোকর, যিনি তোমাদের লাঞ্ছিত করেছেন, তোমাদের নিহত করেছেন আর তোমাদের দম্ভোক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন।'' শেরে খোদার কন্যা চুপ করে থাকেননি। প্রতিবাদী স্বরে বলে উঠলেন, ''আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদেরকে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আওলাদ হওয়ার কারণে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক পূতঃ পবিত্র করেছেন। তুমি যেমন বলছ, সেরূপ নয়। নিঃসন্দেহে দুরাচার ব্যক্তিই লাঞ্ছিত হয় এবং অপরাধীরাই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।'' এমন দাঁতভাঙ্গা জবাব শুনে ইবনে যিয়াদ ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে।

দৃশ্যপট-৭.

হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কুফায় বন্দি অবস্থায় জনসম্মুখে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর বাগ্মীতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কুফার বাজারে তিনি যখন ভাষণ শুরু করতে যান ইবনে যিয়াদের নিয়োগ করা হাজারেরও বেশি লোক হৈ চৈ করছিল, যাতে তাঁর কথা কেউ শুনতে না পায়। হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ভাষণ দেওয়ার আগে শুধু হাত দিয়ে ইশারা করেন। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বে প্রতিটি মানুষ নিশ্চুপ হয়ে যায়। তিনি হামদ ও সালাতের মাধ্যমে ভাষণ শুরু করেন। বললেন, 'হে কুফবাসীরা, হে বেঈমান! এখন তোমরা কান্না আর মাতম করছ? খোদা তোমাদের চিরকাল কাঁদাবেন, তোমাদের এ কান্না, আর এ মাতম কখনো থামবে না। হাসির তুলনায় তোমাদের কান্না হবে অধিক।... উক্ত ভাষণে তিনি বনু উমাইয়ার কুলাঙ্গারদের মুখোশ খুলে দেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন।

দৃশ্যপট-৮.

ইমাম যয়নুল আবেদীন যখন শহীদদের জন্য ভীষণভাবে শোকগ্রস্থ হয়ে পড়েন, হযরত যয়নাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁকে সান্ত্বনা দেন। বলেন, 'তুমি যা দেখছ, তার কারণে স্থিরতা হারিও না, আল্লাহর শপথ, তোমার বাবা ও তোমার দাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে উপদেশ লাভ করেছেন, যেন এ প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগের তান্ডব সহ্য করেন।' ইত্যবসরে সিরিয়ার এক দুরাচার হযরত ফাতিমা বিনতে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার দিকে ইশারা করলে, হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঐ সিরীয়কে ভৎর্সনা করে বলে উঠলেন, ''বাজে বকছিস কেন,

রে কম বখত? ঐ কন্যা (শরীয়ত মতে) তোর ভাগ্যে তো দূরের, স্বয়ং ইয়াযীদের ভাগ্যেও জুটবে না।'' এভাবে এই মহিয়সী রমণী সকলকে আগলে রেখে সান্ত্বনা দিয়ে স্বীয় নেতৃত্বে পুরো কাফেলা সমেত মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়, কে কারবালার ঘটনাকে অমর করেছেন? ইয়াযীদের সেনাবাহিনী কারবালার মাটিতে যে নৃশংসতা চালিয়েছিল তা মানুষের কাছে সবিস্তারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কে? এর উত্তর হবে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বোন হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা। যিনি তাঁর সাথী হয়েছিলেন মদীনা থেকে মক্কায় এবং মক্কা থেকে কারবালায়। যিনি কুফা ও শামের পথে পথে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং অজ্ঞ মানুষজনকে জাগ্রত করেছেন। মহানবীর আহলে বায়তকে মানুষের সামনে পরিচিত করেছেন। আহলে বায়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের যে স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তা তিনি প্রতিহত করেছেন। সকলের সামনে বনু উমাইয়ার দস্যুদের মুখোশ উন্মোচিত করেছিলেন। তিনিই সকলের সামনে তুলে ধরেছেন যে, কারবালার ঘটনা কোন ক্ষমতা দখলের লড়াই ছিল না। এটি ছিল ইসলামের প্রতিরক্ষার সংগ্রাম, মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার নীতিকে সমুন্নত করার জন্য একটি বীরত্ব গাথাঁ সর্বোচ্চ আত্ম-ত্যাগের ঘটনা। তিনি প্রচার করেছেন যে, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের আনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যা মূলত খেলাফতের মুখোশ পরিধান করেছিল। এভাবে হযরত যয়নব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দ্বীন রক্ষার মিশনকে সার্থক করেন। হয়তো তিনি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবে পরোক্ষভাবে গোটা কাফেলার নেতৃত্বদান, উৎসাহ প্রদান, প্রেরণা দান এবং সকলকে আগলে রেখে কারবালার অসম যুদ্ধের তাৎপর্যকে সফল করে তুলেছেন। তাঁর সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, সহিষ্ণুতা ও শক্তি কবি নজরুলের একটি পঙক্তিতে বাঙময় হয়ে অনাগত প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয়।

"কোন কালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয়ী লক্ষী নারী।"

['শামে কারবালা'র নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে]

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সংশোধনী : মাসিক তরজুমান জিলহজ্ব ১৪৪১ হিজরি সংখ্যায় আল্লামা হাফেজ আনিসুজ্জামান লিখিত 'সুন্নাতে রসূল'র জীবন্তরূপে আমাদের মুর্শিদ' প্রবন্ধের ২২ পৃষ্ঠার শেষ প্যারায় ১৯৫৮ খৃ. সনের স্থলে ১৯০৮ খৃ. ছাঁপা হয়। প্রকৃতপক্ষে তা পড়তে হবে ১৯৫৮ খৃ. সনে রূহানী নির্দেশনায় (হুযুর তৈয়্যব শাহ্ রহ.) সিরিকোট দরবার শরীফের সাজ্জাদানশীন ও খলীফায়ে আযমরূপে অভিষিক্ত হন। মুদ্রণক্রটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদনা পরিষদ।

অতীব জরুরী আমল

ওয়াক্বেফে আসরার-এ হাক্বীক্বত ও মা'রিফাত খাজা-এ খাজেগান হযরত **খাজা আবদুর রহমান চৌহ্‌রভী** রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখিত **'মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল'** হতে **অতীব জরুরী আমল**।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ১০টি জিনিষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যথা- ১. দাঁত সরু করানো, ২. ত্বক রঙ্গিন করা (গোদানো), ৩. সাদা চুল উপড়ানো, ৪. নারী নারীর সাথে হিজাব ও অন্তরাল ছাড়া শয়ন করা, ৫. পুরুষ তার কাপড়ের নিচে রেশমের আস্তরণ ব্যবহার করা- অনারবীয় লোকদের মতো অথবা অনারবীয় লোকদের মতো কাঁধের উপর রেশম রাখা, ৬. লুটতরাজ, ৭. চিতা বাঘের (চামড়ার) উপর আরোহণ করা, ৮. নামাঙ্কিত আংটি পরা বাদশাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ, ৯. স্বর্ণের আংটি পরা, ১০. 'কিস' (রেশম বিশেষ) দ্বারা তৈরী রেশমী কাপড় পরা ও কাপড় ব্যবহার করা, লাল রেশমী কাপড় ব্যবহার করা এবং লাল রেশমী গদী ব্যবহার করা। আমাদেরকে রূপা ও স্বর্ণের পেয়ালায় (পানি) পান করতে নিষেধ করেছেন। বাম হাতে আহার করা থেকে নিষেধ করেছেন।

আরো ইরশাদ করেছেন পুরুষ ও নারী যেন একত্রে গোসল খানায় প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে সে যেনো গোসল খানায় লুঙ্গী না পরে প্রবেশ না করে।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান 'যার (মাথায়) চুল আছে সে যেনো সেগুলোর প্রতি যথাযথ যত্নবান হয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র, তিনি পছন্দ করেন পবিত্রতাকে। তিনি পরিচ্ছন্ন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন, (তিনি) মহানুভব, মহানুভবতাকে পছন্দ করেন, তিনি দানশীল, দানশীলতাকে পছন্দ করেন।

সরওয়ারে কায়েনাত এররশাদ ফরমান- আমার পরবর্তী যুগে একটি দল হবে, যারা কালো 'খিযাব' লাগাবে- বন্য কবুতরগুলোর বুকের কালো রং এর মতো। তারা জান্নাতের খুশবুও পাবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরিধান করতেন- রঙিন চামড়ার জুতা আর হলদে বর্ণের খিযাব লাগাতেন দাঁড়ি মুবারকে- 'ওয়ারস' ও 'যাফরান' দ্বারা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, ''পুরুষদের খুশবু এমন হওয়া চাই যেন সেটার খুশবু প্রকাশ পায়, তবে রং প্রকাশ পাবে না। মেয়েদের খুশবুর রং প্রকাশ পাবে, খুশবু প্রকাশ পাবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ওই ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার দেহে রংমিশ্রিত খুশবু থেকে কিছু লেগে থাকে। আমাদের জন্য সময়সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে-গোঁফ ছাঁটার, নখ কাটার বগলের লোম উপড়ানোর এবং নাভীতলের লোম মুন্ডানোর জন্য যেন সেগুলো চল্লিশ দিনের বেশী সময়ের জন্য রেখে না দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেছেন পুরুষদের মধ্যে নারীদের আকৃতি ধারণকারীদের উপর, নারীদের মধ্যে পুরুষদের মতো আকার ধারণকারীদের উপর, রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন ওই পুরুষদের উপর যে নারীর মত পোষাক পরে আর ওই নারীর উপর যে পুরুষদের মত পোষাক ব্যবহার করে।

সংকলনে
সৈয়দ মুহাম্মদ মনছুরুর রহমান

প্রবন্ধ

মদীনা মুনাওয়ারার গুরুত্ব ও ফযীলত

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

বিশ্বে মহাপূণ্যময় বরকতমন্ডিত তিনটি স্থান মুসলিম মিল্লাতের জন্য অপরিসীম গুরুত্ব ও ফজিলতপূর্ণ। মক্কা মুয়াজ্জমা, বায়তুল মোকাদ্দাস ও মদীনা মুনাওয়ারা। বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান আল্লাহর ঘর (কা'বা শরীফ) মক্কা (বাক্কা) মুয়াজ্জমা। হজ্ব ও ওমরাহকারীদের জন্য এ ঘর তাওয়াফ করা বাধ্যতামূলক। অন্যান্য আরো বরকতময় স্থান হচ্ছে মাকামে ইব্রাহিম, সাফা-মারওয়া, হাজরে আসওয়াদ, রুকনে ইয়ামনী, আবে জমজম প্রভৃতি। ভাগ্যবান মুসলমানগণ এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান যাদের নসীবে হজ্ব করা ও এসব নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়না তাদের মনপ্রাণ দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। আল্লাহ্ সকল মুসলিম নর-নারীকে হজ্ব করার তাওফিক দিন, এ প্রার্থনাই করি।

এক কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নির্দেশে প্রিয় নবী তাঁর জন্মস্থান মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেন। তখন মদীনার নাম ছিল ইয়াসরীব নগরী। যতো প্রকার অনাচার অত্যাচার আছে সবই ছিল তখন এ নগরীতে। অরাজকতায় ভরা নগরীতে হুজুর করীমের শুভাগমনে ন্যায় ও ইনসাফের সুবাতাস প্রবাহিত হলো চতুর্দিকে। প্রিয়নবীর পদস্পর্শে উষর মরুভূমি সুজলা সুফলায় সবুজ সজীব হয়ে উঠল। সে সময় নবীজি ইয়াসরীব নগরীর (অরাজকতা) নাম পরিবর্তন করে মদীনা রাখলেন। তখন থেকেই ওই নগরীর নাম হলো মদীনাতুন্নবী। মদীনা তৈয়্যবা অতুলনীয় মর্যাদা ও অসংখ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নগরী। এর সবচেয়ে বড় ফজিলত ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবস্থান। প্রিয় নবীজি রওজা মুবারকের সবুজ গম্বুজের নিচে আরাম করছেন বিধায় আল্লাহর হাবীবের পবিত্র রওজা মুবারক ধারণ করে মদীনা আজ চিরস্মরণীয়, কোটি কোটি মুসলমানের প্রাণাধিক অমূল্য ধন। কোন সফর শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার জন্য প্রিয় নবী ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কাছাকাছি পৌঁছলে উটের গতি বাড়িয়ে দিতেন, মদীনায় পৌঁছেই তিনি প্রশান্তি লাভ করতেন। এ পবিত্র নগরীকে আবাসস্থল বানাতে এবং এখানে মৃত্যু কামনা করতেও উৎসাহ্ দিয়েছেন প্রিয়নবী। তাজেদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফরমান, 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আমার রওজা জিয়ারত করবে কেয়ামতের দিন সে আমার সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মদীনায় বসবাস করবে এবং তার বিপদাপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, কেয়ামতের দিন তার জন্য আমি সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি দুই পবিত্র নগরীর (মক্কা মদীনা) যে কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিশ্চিন্ত করে উঠাবেন।" অন্য একটি হাদীসে হুযুর করীম ফরমান, তোমাদের মধ্যে যার পক্ষে সম্ভব হয় সে যেন মদীনায় মৃত্যু বরণ করে। কেননা যে ব্যক্তি মদীনায় মৃত্যু বরণ করল, আমি তার জন্য সুপারিশ করব। পবিত্র মদীনার ফলমূলেও রয়েছে রোগব্যাধি নিরাময়ের বৈশিষ্ট্য, মদীনার মাটিকে 'খাকে শিফা' বলা হয়। প্রখ্যাত শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দিসে দেহলভী নিজেও মদীনার মাটি দ্বারা চিকিৎসার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন বলে জানান, মদীনায় অবস্থানকালে একবার তাঁর পা প্রচন্ড ফুলে যায়, চিকিৎসকরা এ রোগকে দুরারোগ্য ব্যাধি ও মৃত্যুর কারণ বলে মন্তব্য করেন। এরপর তিনি পবিত্র মাটি দ্বারা চিকিৎসা করেন এবং অল্প দিনের মধ্যে তাঁর পা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠে। মদীনা মুনাওয়ারায় 'আজওয়া' নামক এক বিশেষ খেজুর রয়েছে, এগুলো অনেক উপকারি। হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না। প্রিয়নবী মদীনা নগরীর বরকতের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! আপনি মক্কায় যে বরকত দান করেছেন, তার দ্বিগুণ বরকত মদীনায় দান করুন।" মহানবীর রওজা মোবারক যিয়ারত করা, মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করা, বরকতময় নগরীতে অবস্থান করা অতি সওয়াবের কাজ। প্রিয় নবীর রওজার পাশে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করার চেয়ে বেশি প্রাপ্তি আর কি হতে পারে (!)

মদীনাবাসী আনসার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস

করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করেন, যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

এই পূণ্যভূমিতেই সবুজ গম্বুজের ছায়ায় রওজা পাকে আছেন সৃষ্টির সেরা আল্লাহর হাবীব রহমাতুললিল আলামিন। এই রওজা মুবারক যিয়ারত করা একজন মুমিনের জন্য সারা জীবনের লালিত প্রত্যাশা। রওজা মুবারকে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর রহমত ও বরকত নিয়ে ফেরেশতারা নাজিল হন। এ প্রসঙ্গে হযরত কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এমন কোনো ফজর পৃথিবীতে উদিত হয় না, যে ফজরে ৭০ হাজার ফেরেশতা রসূলের রওজা মুবারকে আসেন না। এরা এসে নবীর রওজা মুবারককে ঘিরে ফেলেন এবং তাদের পাখাগুলো বিছিয়ে নবীর উপর দুরূদ শরীফ পড়তে থাকেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই তারা চলে যান। আরো ৭০ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেন। পরে রওজা মুবারক ঘিরে পাখা বিছিয়ে নবীর ওপর দুরূদ শরীফ পড়তে থাকেন। এভাবে ৭০ হাজার রাতে ও ৭০ হাজার দিনে নবী পাকের রওজায় দরুদ শরীফ পড়তে থাকেন। এমনকি যেদিন কেয়ামত হয়ে যাবে সেদিন মাটি ফেটে রাস্তা হয়ে যাবে। এবং নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন ৭০ হাজার ফেরেশতার মধ্য থেকে বের হবেন। প্রিয়নবী বলেন, আমাদের এমন এক নগরীতে বসবাসের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা মর্যাদায় সব শহরকে ছাড়িয়ে যাবে। মানুষ তাকে ইয়াসরীব বলে। তা মন্দ লোকদের এমনভাবে দূর করে দেবে যেমন কামারের ভাটি লোহার ময়লা দূর করে। প্রিয় নবী আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি মদিনার অধিবাসিদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, যেভাবে লবণ পানির মধ্যে মিশে যায়। মদীনা থেকেই ঈমানের আলো সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। শেষ যুগে মানুষ যখন ঈমান থেকে বিচ্যুত হতে থাকবে, তখন ঈমান তার গৃহে তথা মদীনার দিকে ফিরে আসবে। যেভাবে সাপ গর্তের দিকে ফিরে আসে। দাজ্জালের আবির্ভাবের ফিতনা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লে মানুষ ভীত সন্ত্রস্থ হবে। বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ করতে সক্ষম হলেও তখন দাজ্জাল পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। মক্কা-মদীনার প্রতিটি প্রবেশপথ ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দেবেন। তখন মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার কেঁপে উঠবে। আর সব কাফির ও মুনাফিক মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। মক্কার মতো মদীনায়ও হারাম শরীফ আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর নবী বলেন, 'ইব্রাহিম আলায়হিস্ সালাম মক্কাকে সম্মানিত করে একে হারাম করেছেন, আর আমি মদীনাকে এর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে যথাযোগ্যভাবে সম্মানিত করে হারাম ঘোষনা করলাম।' হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করিম বলেছেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি মদিনাকে আমাদের কাছে এমনই প্রিয় করে দাও যেমনি প্রিয় করেছ মক্কাকে। বরং তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দাও। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, মসজিদে নববীতে যদি কেউ এক ওয়াক্ত নামায আদায় করেন তবে ৫০ হাজার ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবেন। মসজিদে নববীতে একাধিক্রমে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে পড়ার ফযিলত সম্পর্কে নবী করীম বলেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেছে আর কোনো নামাজ ক্বাযা করেনি সে নিফাক আর দোযখের আজাব থেকে নাজাত পাবে, মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারত করা ও প্রিয়নবীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য পবিত্র কুরআনপাকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

পবিত্র কুরআন মজিদে এরশাদ হচ্ছে, যখন তারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করবে, তারা আপনার নিকট আসবে। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নিকট মাগফিরাত তলব করবে, এবং রসূলুল্লাহ্ও তাদের জন্য মাগফিরাত তলব করবেন, তখন নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তাওবা কবুল করবেন। করুণা প্রদর্শন করবেন, যদি মহান রসূলও তার জন্য ক্ষমা চান। এতে বুঝা যায়, মহানবী জিয়ারতকারিকে দেখেন, শোনেন, জানেন এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তার জন্য দোয়া করেন। এজন্য তাঁকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়। অপর এক হাদীসে আরো স্পষ্টভাবে আছে, নবীজি বলেন, আমার দুনিয়ার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং আমার ওফাতও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। মদীনায় যাওয়া নিছক কোন ভ্রমণ নয়। বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর তা হতে হবে রওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই। দুনিয়ার রওজাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশি যিয়ারতের উপযুক্ত স্থান হলো রসূলে পাকের রওজা। এ কথায় পূর্বাপর সব ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, হাদীসে আছে নবী

প্রবন্ধ

পাক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর হজ্ব করবে অতঃপর আমার কবর জিয়ারত করবে, সে যেন জীবিত অবস্থায় আমার সঙ্গে সাক্ষাত করল। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার যিয়ারত করবে সে কেয়ামতের দিন আমার প্রতিবেশি হিসেবে থাকবে। আর সেদিন আমি তার জন্য শাফায়াত করব। যে ব্যক্তি মক্কায় হজ্ব করল অতঃপর আমার মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল তার আমলনামায় দু'টি মকবুল হজ্ব লেখা হবে। মদীনা শরীফের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করে, যে ব্যক্তি মদীনায় মারা যাবে তার জন্য আমি নিশ্চয়ই সুপারিশ করব।' এজন্য নবী প্রেমিকগণ মদীনায় মৃত্যুবরণের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্ আমাকে তোমার হাবীবের শহর মদীনায় মৃত্যুমুখে পতিত কর, [বুখারী]। আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছেন। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সারা জীবনই মদীনায় অতিবাহিত করেছেন। কেবলমাত্র ফরজ হজ্ব করার জন্য এক বছর মক্কায় গিয়েছিলেন। প্রিয়নবীর মহব্বতে তিনি কখনো মদীনা ত্যাগ করেননি। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী লিখেছেন, হজ্ব এবং ওমরাহকারীগণ মক্কা শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে রওজা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফও সফর করবেন।

[সূত্র. মহানবীর স্মৃতি বিজড়িত মদীনা, লেখক, মোস্তফা কাজল]

প্রবন্ধ

আদর্শ স্বামী–স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম

আবাসগৃহ ও এর মৌলিক উপাদান তথা স্বামী, স্ত্রী, পিতা ও মাতা এবং সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করে; যা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির মধ্যে অন্যতম। ইরশাদ হচ্ছে : "আর আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল।"[১] আর এই ঘরের মর্যাদার কারণে ইসলাম তার বিষয় ও কার্যক্রমসমূহকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহকে তার মৌলিক উপাদান অনুযায়ী বন্টন করেছে; বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। আর বিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন। যা উভয়েরই পারস্পরিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই অধিকারগুলো হচ্ছে শারীরিক অধিকার, সামাজিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার। তাই তাদের কর্তব্য যে, তারা সৌহার্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করবে এবং কোনো প্রকার মানসিক অসন্তুষ্টি ও দ্বিধা ব্যাতিরেকেই তাদের যা কিছু আছে একে অন্যের জন্য অকাতরে ব্যয় করবে! আলোচ্য নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করার প্রয়াস পেলাম।

মহান আল্লাহ তা'আলা বিয়ের স্থায়িত্ব পছন্দ করেন, বিচ্ছেদ অপছন্দ করেন। ইরশাদ হচ্ছে -

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ و قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

অর্থাৎ 'তোমরা কীভাবে তা (মোহরানা) ফেরত নিবে? অথচ তোমরা পরস্পর শয়ন সঙ্গী হয়েছ এবং তোমাদের নিকট সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।'[২] এ চুক্তিপত্র ও মোহরানার কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মাঝে কিছু দায়দায়িত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। যা বাস্তবায়নের ফলে দাম্পত্য জীবন সুখী ও স্থায়ী হয়। শরী'আত এসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি নজর দেয়, যাতে উভয় গৃহকর্তা তাদের কল্যাণকর সীমারেখার মধ্যে ব্যাপক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দায়বদ্ধ থাকে। পবিত্র কোরআনুল করীমে ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ،وَاللَّهُ عَزِيزٌحَكِيمٌ

অর্থাৎ 'যেমন নারীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমন তাদের জন্যও অধিকার রয়েছে ন্যায্য- যুক্তি সংগত ও নীতি অনুসারে। তবে (আনুগত্য এবং রক্ষনা-বেক্ষন ও অভিভাবকত্বের বিবেচনায়) নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষদের। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৩] আর তা স্তর ও মানের ভিত্তিতে তিন প্রকার। প্রথমত: স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সমান। যেমন-

১. দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সততা, বিশ্বস্ততা ও সদ্ভাব প্রদর্শন করা: যাদের মাঝে নিবিড় বন্ধুত্ব, অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, অধিক মেলামেশা সবচেয়ে বেশি আদান-প্রদান তারাই স্বামী এবং স্ত্রী। এ সম্পর্কের চিরস্থায়ী রূপ দিতে হলে ভাল চরিত্র, পরস্পর সম্মান, নম্র-ভাব, হাসি-কৌতুক এবং অহরহ ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং এমন সব কাজ, কথা ও ব্যবহার পরিত্যাগ করা অবশ্যম্ভাবী, যা উভয়ের সম্পর্কে চির ধরে কিংবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থাৎ 'তাদের সাথে তোমরা সদ্ভাবে আচরণ কর।'[৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

অর্থাৎ 'তোমাদের মাঝে যে নিজের পরিবারের কাছে ভাল, সেই সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে ভাল।'[৫] অন্যত্র ইরশাদ করেন-

ما أكرَمَ النساءَ إلَّاكريمٌ،ولَاأهانَهُنَّ إلَّا لئيمٌ

অর্থাৎ 'শুধুমাত্র সম্মানিত লোকেরাই নারীদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করে। আর যারা অসম্মানিত, নারীদের প্রতি তাদের আচরণও হয় অসম্মানজনক।"[৬]

[১] - সূরা নাহল, আয়াত: ৮০
[২] - সূরা নিসা, আয়াত : ২১
[৩] - সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৭
[৪] - সূরা নিসা, আয়াত : ১৮
[৫] - সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস: ১৯৬৭
[৬] - জামে তিরমিযী

২. পরস্পর একে অপরকে উপভোগ করা: এর জন্য আনুষঙ্গিক যাবতীয় প্রস্তুতি ও সকল উপকরণ গ্রহণ করা। যেমন সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ দুর্গন্ধ ও ময়লা কাপড় পরিহার ইত্যাদি। অধিকন্তু এগুলো সদ্ভাবে জীবন যাপনেরও অংশ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন-

إِنِّيْ لَأُحِبُّ أَنْ اَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيْ

অর্থাৎ আমি যেমন আমার জন্য স্ত্রীর সাজগোজ কামনা করি, অনুরূপ তার জন্য আমার নিজের সাজগোজও পছন্দ করি।' তবে পরস্পর এ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উভয়কেই হারাম সম্পর্ক ও নিষিদ্ধ বস্তু হতে বিরত থাকতে হবে।

৩. বৈবাহিক সম্পর্কের গোপনীয়তা রক্ষা করা: সাংসারিক সমস্যা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা না করাই শ্রেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপভোগ্য বিষয়গুলো গোপন করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

إن من أشرالناس عند الله يوما لقيامة الرجل يقضي إلى إمراته وتقضي إليه ثم ينشرسرها

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সে ব্যক্তিই সর্ব নিকৃষ্ট, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।'[৭]

৪. পরস্পর শুভ কামনা করা, সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়া: আল্লাহর আনুগত্য করা এবং দাম্পত্য জীবন রক্ষা করা উভয়েরই কর্তব্য। আর পরস্পর নিজ আত্মীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে -

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى

অর্থাৎ 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।'[৮]

৫. সন্তানদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যাপারে উভয়েই সমান, একে অপরের সহযোগী।

দ্বিতীয়ত, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য: সুখকর দাম্পত্য জীবন, সুশৃঙ্খল পরিবার, পরার্থপরতায় ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অটুট রাখার স্বার্থে ইসলাম জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীর উপর কতিপয় অধিকার আরোপ করেছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

[৭] - সহিহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৯৭

[৮] - সূরা মায়েদা, আয়াত : ২

১. স্বামীর আনুগত্য: স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। তবে যে কোন আনুগত্যই নয়, বরং যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যের নিম্ন বর্ণিত তিন শর্ত বিদ্যমান থাকবে। যথা:

(ক) ভাল ও সৎ কাজ এবং শরীয়তের বিধান বিরোধী নয় এমন সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَوْكُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِاللّٰهِ،لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

অর্থাৎ "যদি আমি কোনো মানুষ অপর কারও জন্য সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে মহিলাকে তার স্বামীকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম।'[৯] তবে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলীতে স্বামীর আনুগত্য করবে না। বরং স্বামীকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। ইরশাদ হচ্ছে -

لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِالْخَالِقِ

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।[১০]

(খ) স্ত্রীর সাধ্য ও সামর্থ্যের উপযোগী বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা। এ ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছ-

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্বারোপ করেন না। অন্য হাদীসে এসেছে,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَالَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُحَتَّى تُصْبِحَ

যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে শয্যাশায়ী হতে আহ্বান জানায় এবং যদি উক্ত স্ত্রী তা অস্বীকার করে এবং স্বামী তার ওপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেন'।[১১]

(গ) যে নির্দেশ কিংবা চাহিদা পূরণে কোন ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক করে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থাৎ 'নারীদের উপর পুরুষগণ শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী।'[১২] অন্যত্র ইরশাদ করেন -

[৯] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৮৫৩; জামে তিরমিযি, হাদীস : ১১৫৯

[১০] - জামে তিরমিযি

[১১] - সহিহ বুখারি, হাদীস:৩২৩৭

[১২] - সূরা বাকারা, আয়াত : ২২৭

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ "পুরুষগণ মহিলাদের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের একের ওপর অন্যদের বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ তাদের সম্পদ থেকে তাদের স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করে থাকে।"[১৩] উপরন্তু এ আনুগত্যের দ্বারা বৈবাহিক জীবন স্থায়িত্ব পায়, পরিবার চলে সঠিক পথে। আর স্বামীর কর্তব্য, এ সকল অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহর বিধানের অনুসরণ করা। স্ত্রীর মননশীলতা ও পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে সত্য- কল্যাণ ও উত্তম চরিত্রের উপদেশ প্রদান করা কিংবা হিতাহিত বিবেচনায় বারণ করা। এক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ ও উন্নত মননশীলতার পরিচয় দেয়া। ফলে সানন্দ চিত্তে ও স্বাগ্রহে স্ত্রীর আনুগত্য পেয়ে যাবে।

২. স্বামীর গৃহে অবস্থান: অতিব প্রয়োজন ব্যতীত ও অনুমতি ছাড়া স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়া অনুচিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী- সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রমণীগণকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

অর্থাৎ 'তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য প্রদর্শনের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।'[১৪] স্ত্রীর উপকার নিহিত এবং যেখানে তারও কোন ক্ষতি নেই, এ ধরনের কাজে স্বামীর বাধা সৃষ্টি না করা। যেমন পর্দার সাথে, সুগন্ধি ও সৌন্দর্য প্রদর্শন পরিহার করে বাইরে কোথাও যেতে চাইলে বারণ না করা।

৩. নিজের ঘর এবং সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখা: স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা, ঘর ও সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা স্ত্রীর দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

অর্থাৎ 'স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ঘর ও সন্তানের জিম্মাদার। এ জিম্মাদারির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন করা হবে।'[১৫]

৪. নিজের সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করা: নিজেকে কখনো পরীক্ষা কিংবা ফেতনার সম্মুখীন না করা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত করা স্ত্রীর জন্য অত্যাবশ্যক। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

অর্থাৎ 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং স্বীয় স্বামীর আনুগত্য করে, সে,নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে।'[১৬]

৫. স্বামীর অপছন্দনীয় কাজ বর্জন করা: স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোজা না রাখা। কেননা, রোজা নফল, আনুগত্য ফরজ। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

لَايَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَ زَوْجُهَا شَاهِدٌ إلابِإذْنِه ولاتَأذَن في بيته إلابِإذْنِهِ

অর্থাৎ 'নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া রোজা রাখা বৈধ নয়। অনুরূপ ভাবে অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও বৈধ নয়।'[১৭] অন্যত্র হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أن لايُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَدًاتَكرَهُونَهُ

অর্থাৎ 'তোমাদের অপছন্দনীয় কাউকে বিছানায় জায়গা না দেয়া স্ত্রীদের কর্তব্য।'[১৮]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

পারিবারিক জীবনকে সুখময় করার জন্য ইসলাম স্বামীর উপরও কতিপয় দায়িত্ব আরোপ করেছে। যেমন- ১. দেন মোহর: নারীর দেন মোহর পরিশোধ করা ফরজ। এ হক তার নিজের, পিতা-মাতা কিংবা অন্য কারো নয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

[১৩] - সূরা নিসা, আয়াত : ৩৪
[১৪] - সূরা আহযাব,আয়াত : ৩৩
[১৫] - সহিহ বুখারী,হাদীস: ২৫৪৬
[১৬] - মুসনাদে আহমাদ, হাদীস : ১৫৭৩
[১৭] - সহিহ বুখারী, হাদীস : ৪৭৬৯
[১৮] সহিহ মুসলিম, হাদীস : ২১৩৭

অর্থাৎ 'তোমরা প্রফুল্ল চিত্তে স্ত্রীদের মোহরানা দিয়ে দাও।'[১৯]

২. ভরন পোষণ: সামর্থ্য ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীর ভরন-পোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্বামীর সাধ্য ও স্ত্রীর মর্যাদা এবং স্থান ভেদে এর মাঝে কম-বেশি কিংবা তারতম্য হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

لِيُنفِقْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۖ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُۚ لَايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاآتَاهَاۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

অর্থাৎ 'বিত্তশালী নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যে সীমিত সম্পদের মালিক সে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত সম্পদ হতেই ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে পরিমাণ দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে প্রদান করেন না। আল্লাহ তা'আলা কষ্টের পর স্বস্তি দিবেন।'[২০]

৩. স্ত্রীর প্রতি স্নেহশীল ও দয়া-পরবশ হওয়া: স্ত্রীর প্রতি রূঢ় আচরণ না করা। তার সহনীয় ভুলচুকে ধৈর্যধারণ করা স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যক। কেননা, নারীরা মর্যাদার সম্ভাব্য সবকটি আসনে অধিষ্ঠিত হলেও, পরিপূর্ণ রূপে সংশোধিত হওয়া সম্ভব নয়। হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

وَاسْتَوْصُوابِالنِّسَاءِخَيْرًا،فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ،وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍفِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ،فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ،وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،فَاسْتَوْصُوابِالنِّسَاءِخَيْرًا

অর্থাৎ 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী। কারণ, তারা পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্ট। পাঁজরের উপরের হাড়টি সবচেয়ে বেশি বাঁকা। (যে হাড় দিয়ে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে) তুমি একে সোজা করতে চাইলে, ভেঙে ফেলবে। আবার এ অবস্থায় রেখে দিলে, বাঁকা হয়েই থাকবে। তাই তোমরা তাদের কল্যাণকামী হও, এবং তাদের ব্যাপারে সৎ-উপদেশ গ্রহণ কর।'[২১]

৪. স্ত্রীর ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হওয়া: হাতে ধরে ধরে তাদেরকে হেফাজত ও সুপথে পরিচালিত করা। কারণ, তারা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল, স্বামীর যে কোন উদাসীনতায় নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্থ হবে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এ কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর ফেতনা হতে খুব যত্ন সহকারে সতর্ক করে ইরশাদ করেন-

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

অর্থাৎ 'আমার অবর্তমানে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোন ফেতনা রেখে আসিনি।'[২২] নারীদের ব্যাপারে আত্মম্ভরিতার প্রতি লক্ষ্য করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন -যার মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ নেই সে দাইয়ুছ (অসতী নারীর স্বামী, যে নিজ স্ত্রীর অপকর্ম সহ্য করে)। ইরশাদ করেন -

لايدخل الجنة ديوث

অর্থাৎ 'দাইয়ুছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২৩]

৫. স্ত্রীকে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়িল শিক্ষা প্রদান করা। ৬. ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। ৭. যাদের সঙ্গে দেখা দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের অনুমতি রয়েছে, তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ প্রদান করা। ৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ প্রদান করা। ৯. শাসন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা। ১০. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বজায় রাখা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে তারাই উৎকৃষ্ট, যারা তাদের স্ত্রীর কাছে উৎকৃষ্ট এবং আপন পরিবার-পরিজনের প্রতি স্নেহশীল। [জামে তিরমিযি]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য ধারণ করবে, মহান আল্লাহ তাকে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের ধৈর্যের সমান 'সওয়াব' দান করবেন। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর ও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের আপন করে নিতে হবে। স্বামীর কাছ থেকে যখন কোনো স্ত্রী ভালোবাসা পাবে, তখন সে তার সবটুকু স্বামীর জন্য উজাড় করে দিবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, 'স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে যখন একে অপরের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাবে, মহান আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের নজরে তাকাবেন।'

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন পরিবার সমস্যাহীন কিংবা মতবিরোধ মুক্ত নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত স্বভাব। জ্ঞানী-গুণীজনের স্বভাব ভেবে-চিন্তে কাজ করা, ত্বরা প্রবণতা পরিহার করা, ক্রোধ ও প্রবৃত্তিকে সংযমশীলতার সাথে মোকাবিলা করা। কারণ, তারা জানে যে কোন মুহূর্তে ক্রোধ ও শয়তানের প্ররোচনায়

[১৯] - সূরা নিসা, আয়াত : ৪
[২০] - সূরা তালাক, আয়াত : ৭
[২১] - সহিহ বুখারি, হাদীস: ৩৩৩১; সহিহ মুসলিম, হাদীস:১৪৬৮
[২২] - সহিহ বুখারী, হাদীস :৪৭০৬
[২৩] - সুনানে দারামি,হাদীস : ৩৩৯৭

আত্মমর্যাদার ছদ্মাবরণে মারাত্মক ও কঠিন গুনাহ হয়ে যেতে পারে। যার পরিণতি অনুশোচনা বৈকি? আবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কল্যাণ ও সুপথ বান্দার নখদর্পে করে দিয়েছেন। তবে অবশ্যই তাকে মেধা, কৌশল ও বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَايَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَاخُلُقًارَضِيَ مِنْهَا آخَرَأَوْقَالَ غَيْرَهُ

অর্থাৎ 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন স্ত্রীকে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা না করে। তার আচার-আচরনের কোনো একটি অপছন্দনীয় হলেও অন্যটি সন্তোষজনক হতে পারে।'

[সহিহ মুসলিম, হাদীস:১৪৬৯/৬২৭২]

অন্যত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًاوَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

অর্থাৎ'পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।' [জামে তিরমিযী, হাদীস: ১১৬২]

লেখক: আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসার, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রবন্ধ

বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের ধারক আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

একটি ফার্সী চরণ অতি প্রসিদ্ধ-"দা-দে হক্বরা কাবলিয়াত শর্ত নীস্ত।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে কোন বিশেষ নি'মাত দ্বারা ধন্য করতে চাইলে তজ্জন্য তার মধ্যে আগে থেকে সেটার যোগ্যতা থাকা পূর্বশর্ত নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা যখনই ইচ্ছা করেন, কারো মধ্যে অসাধারণ ও অসংখ্য যোগ্যতা ও মর্যাদা দান করতে পারেন। যেমন কারো মধ্যে পুঁথিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর ডিগ্রী না থাকলেও তাকে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি গভীর জ্ঞান দান করতে পারেন; তিনি যখনই চান কোন বিত্তহীনকে বিত্তবান বানাতে পারেন; তিনি চাইলে একজন সাধারণ নাগরিককে অগণিত নাগরিকের অতি মর্যাদাবান নেতা বা কর্ণধারের আসনে আসীন করতে পারেন; তিনি ইচ্ছা করলে কোন সাদাসিধে মুসলমানকে কোন কামিল-মুকাম্মিল বুযুর্গের সান্নিধ্য ও তাঁর কৃপাদৃষ্টিতে পৌঁছিয়ে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অকল্পনীয় উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে কোন মা'মুলী বিত্তের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে অগাধ সম্পদের অধিকারী করে দ্বীন, মাযহাব ও দুঃস্থ-মানবতার সেবায় অকাতরে দান করিয়ে 'আস্‌সাখিয়ু হাবীবুল্লাহ্' (দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বন্ধু)'র আসনে বসিয়ে দিতে পারেন এবং তাঁর ইচ্ছায়, কেউ তার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে অগণিত সাদক্বাহ্-ই জারিয়া ও বহুমুখী অবদান রাখার সুযোগ পেয়ে মৃত্যুর পরও অমর এবং স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে যেতে পারে। বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে বার আউলিয়ার চট্টগ্রামের বাকলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী (আলায়হি রাহমাতু রাব্বিহিল বারী) হলেন আল্লাহর এমনই বিশেষ নি'মাতপ্রাপ্ত ক্ষণজন্মাদের একজন। জন্মসূত্রে তাঁর মধ্যে ছিলো অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বেই তিনি পৈত্রিক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেও তার মেধা, শ্রম, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা বলে জীবনের এক পর্যায়ে তিনি এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় আসীন হন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি তাঁর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে যেতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের অগণিত অবদানের মাঝে অমর, স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন। উল্লেখ্য, তাঁর ওইসব গুণের সাথে সংযুক্ত হয়েছে তাঁর প্রতি আপন মুর্শিদ ও গাউসে যমানের কৃপাদৃষ্টি, যা তাঁর জীবনে এনে দেয় অকল্পনীয় পূর্ণতা।

১৯২২ ইংরেজি মোতাবেক ১৩৭৪ হিজরির ১৯ মুহররম আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলক্বাদেরী বাকলিয়ার এক মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি পৈত্রিক ক্ষুদ্র ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়াসী হন। সুতরাং অল্প সময়ে তিনি পুরো চট্টগ্রামে এক সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি বক্সিরহাট মার্চেন্ট ডিফেন্স কমিটির সভাপতি, চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সম্মানিত সদস্য, চট্টগ্রামের ভোজ্য তৈল ও তুলা আমদানিকারক সমিতির সভাপতি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রাস্ট সদস্য হিসেবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ী পরিমন্ডলে খ্যাত হন। এমনকি তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের দাবী-দাওয়া আদায়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজনীতির অঙ্গনেও তিনি এক বিশেষ পদমর্যাদায় আসীন হন। তিনি ছিলেন জন দরদী, প্রসিদ্ধ সমাজ সেবকও। তিনি জমিয়াতুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদের বোর্ড অফ গভর্নরস্ এর সদস্য ও হজ্ব কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী নিজে যেমন জ্ঞানপিপাসু ছিলেন, তেমনি সমাজে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের গুরুত্বকে যথাযথভাবে অনুভব করেছেন। সুতরাং তিনি চট্টগ্রাম শহর এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হন। তিনি লামাবাজার, চরচাক্তাই বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গুলজার বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাকলিয়ার প্রসিদ্ধ ফোরক্বানিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সর্বোপরি এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (চট্টগ্রাম), জামেয়া

ক্বাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (ঢাকা) এবং হালিশহর ও চন্দ্রঘোনা মাদ্‌রাসাসহ বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েমের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন এবং এগুলোর আজীবন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমানে সারাদেশে শতাধিক মাদ্‌রাসার পরিচালনাকারী, বহু আধ্যাত্মিক সংগঠন, যেমন 'গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, অনেক ধর্মীয় যুগোপযোগী গ্রন্থ ও আহলে সুন্নাতের একমাত্র মাসিক মুখপত্র 'তরজুমান-এ আহ্‌লে সুন্নাত' ইত্যাদির পরিচালক ও প্রকাশক সংগঠন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার আজীবন সহ-সভাপতি ছিলেন আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলক্বাদেরী। তিনি স্ব-উদ্যোগে যে জ্ঞান-ভান্ডার আয়ত্ব করেছিলেন তা সত্যি বিস্ময়কর। তাঁর কথাবার্তা, বক্তব্য ও যেকোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

তাঁর ছিলো উর্দু-আরবি ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি

পাকিস্তানে সফরকালে তাঁর উর্দুভাষায় প্রদত্ত এক সারগর্ভ বক্তব্য সেখানকার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একজন বাংলা ভাষীর মুখে ভিন্ন ভাষায় এমন প্রাঞ্জল ও সারগর্ভ বক্তব্য সেদেশে খুব প্রশংসিত হয়েছিলো। সিলসিলাহ বা তরীক্বতের মাহফিলগুলোতে তার বাংলা-আরবি-উর্দু ভাষার দীর্ঘ সাবলীল মুনাজাত আলিম-ওলামা ও বুদ্ধিজীবী সহ সবাইকে হতবাক করে দিতো। সবাই অবাক হতেন এবং একবাক্যে স্বীকার করতেন এসবই তাঁর প্রতি আল্লাহর বিশেষ দানই।

তিনি ছিলেন ফানাফিশ শায়খ

যথাসময়ে কামিল মুর্শিদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কামিল মুর্শিদ তাঁর নিষ্ঠাবান মুরীদকেও কামিল করে দিতে পারেন। ইসলামি জগতে এর উদাহরণ প্রচুর। তাই কামিল মুর্শিদের সন্ধান করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ, তেমনি যথাসময় তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশানুসারে অনুশীলন করাও সৌভাগ্যের কারণ। আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরীর মধ্যে এ উভয়েরই সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি যথা সময়ে উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ মুর্শিদে বরহক্ব আওলাদ-ই রসূল হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (ওরফে হযরত পেশোয়ারী সাহেব) আলায়হির রাহমাহ্‌র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে অতি অল্প সময়ে 'ফানাফিশ্ শায়খের' মর্যাদায় উন্নীত হন। ইতোমধ্যে তিনি শরীয়ত, ত্বরীকত, বিশেষত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। সিলসিলাহ্-ই আলিয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোটিয়ার জন্য তিনি যে অসাধারণ অবদান রাখেন, তা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরই অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় এতে যে, তাঁর মহান মুর্শিদের সুযোগ্য উত্তরসূরী মাদারাযাদ ওলী মুর্শিদে বরহক্ব সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তা'আলা আলাইহি) তাঁকে খিলাফতের মহা মর্যাদায় আসীন করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর নামের সাথে 'সওদাগর' -এর স্থলে 'আলক্বাদেরী'ও শোভা পেতে থাকে। আলহাজ নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী আপন মুর্শিদে বরহক্বের আনুগত্য তথা ত্বরীকত জগতের এক অনন্য উদাহরণ। মুরীদ আপন মুর্শিদের আনুগত্য কীভাবে করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে কত নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করলে আপন কামিল মুর্শিদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায়, একজন মুরীদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কিভাবে প্রিয় হতে পারে তার সমুজ্জ্বল উদাহরণ হলেন আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী।

কামিল মুর্শিদের রায-রমূয (ইঙ্গিত ও রহস্য) বুঝা ত্বরীকতের জগতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে যেমন আপন মুর্শিদ খুশী হন, তেমনি তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব হলে জাতি ও সমাজ অকল্পনীয়ভাবে উপকৃত হয়। আলহাজ নূর মুহাম্মদ আলক্বাদেরী হুযূর ক্বেবলা শাহানশাহে সিরিকোট ও হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)'র দীর্ঘ সান্নিধ্য পান এবং তিনি তাঁদের ইচ্ছা, ইঙ্গিত ও ভেদ অনুধাবনে পারদর্শী ছিলেন। এর বহু প্রমাণও আজ সুপ্রসিদ্ধ।

একটি পুণ্যময় মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মজবুত সংস্থা-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শাহেনশাহে সিরিকোটের সুদূর প্রসারী ও যুগান্তকারী দ্বীনী মিশন ছিলো শরীয়ত ও ত্বরীকতের আলোয় গণ-মানুষের অন্তরাত্মাকে ব্যাপকভাবে আলোকিত করা। এ গুরুত্বপূর্ণ ধারার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শাহেনশাহে সিরিকোট 'আনজুমান-ই-শূরা-ই রহমানিয়া (পরবর্তীতে আন্‌জুমান -ই রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ত্বরীক্বতের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য 'খানকাহ্-ই ক্বাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া এবং শরীয়তের দক্ষ ও সাচ্চা আলিম তৈরীর জন্য জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করে এদেশে শরীয়ত ও ত্বরীকতের শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বিশ্বের অনন্য দরূদ শরীফগ্রন্থ 'মাজমূ 'আহ্-ই সালাওয়াত-ই- রসূল' ও 'শাজরা শরীফ' প্রকাশের মাধ্যমে আন্‌জুমানের বিরাট প্রকাশনা কার্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন। বলাবাহুল্য, আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী

আপন মুর্শিদের এ যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আন্‌জুমানের তিনি সর্বপ্রথম সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ নিজ বাসভবনের পূর্ণ এক তলা খানক্বাহ্ শরীফের জন্য ওয়াক্বফ করে দেন ও নিজ খরচে পরিচালনা করেন। জামেয়া প্রতিষ্ঠার সময়ও তিনি আপন মহান মুর্শিদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। জামেয়া প্রতিষ্ঠার এমন পরামর্শ সভায় বাঁশ-বেড়া ও টিনের ছাউনী কিংবা সেমি পাকা ঘর তৈরীর প্রস্তাবাবলী উপস্থাপিত হলে হুযূর ক্বেবলা তাতে রাজি হননি। হুযূর ক্বেবলার ইচ্ছা যে প্রথম থেকেই জামেয়া একটি মনোরম পাকা দালানেই প্রতিষ্ঠিত হোক সেটা আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং তিনি সাথে সাথে প্রস্তাব দিয়েছিলেন জামেয়ার জন্য পাকা দালানই হবে আর যাবতীয় রড-সিমেন্ট তিনিই প্রদান করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন। এতে হুযুর কেবলা অত্যন্ত খুশী হন এবং বিশেষভাবে দো'আ করেন।

এভাবে জামেয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। আর আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী আজীবন জামেয়া-আন্‌জুমানের সর্বোচ্চ খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। মোটকথা হুযূর কেবলার শরীয়ত ও ত্বরীকত সমন্বিত অনন্য সুন্দর এ মিশনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যান এ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া হুযূর ক্বেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া (ঢাকা)'র প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর জশনে জুলুসের প্রবর্তনের গোড়ায়ও আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরীর ভূমিকা চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রর্বতিত বিশাল জশনে জুলুসের প্রথম দু' বছর তিনিই নেতৃত্ব দেন।

বরণীয় মুরব্বীর ভূমিকায় ছিলেন আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আলকাদেরী

ত্বরীকতের ক্ষেত্রে আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী তো সমস্ত পীর ভাইদের নয়নমণি ছিলেন। তাঁর সুন্দর পরিচালনা, সুন্নাত সম্মত চলাফেরা, আলিম ও বুযুর্গ লেবাস-পোষাক ও অমায়িক ব্যবহার, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, খোদাপ্রদত্ত বাগ্মিতা ও সাবলীল ভাষার মুনাজাত পরিচালনা ইত্যাদিতে অগণিত নারী-পুরুষ হুযূর ক্বেবলার এ মহান ত্বরীকতের অমীয় সূধাপানে তৃপ্ত হতে পারতেন। তদ্‌সঙ্গে তিনি জামেয়ার সম্মানিত শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের পরম বরণীয় ও স্নেহবৎসল মুরুব্বী ছিলেন। তিনি জামেয়ায় সুন্নি দক্ষ অধ্যক্ষ ও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। শিক্ষক-ছাত্র এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে যাতে জামেয়ার লেখাপড়া ও সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকে সেদিকে তিনি সবসময় খেয়াল রাখতেন। জামেয়া অঙ্গনে যেকোন উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিক সফল সমধান প্রদানে তার বিচক্ষণ মুরব্বিয়ানা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিলো। এসব ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিটি ফয়সালা বা মীমাংসায় সকল পক্ষ অভাবনীয়ভাবে প্রীত হতো এবং সাথে সাথে পূর্বের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসতো। এসব কারণে তিনি সকলের নিকট শুধু শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না বরং সকলের হৃদয়ে তিনি অকৃত্রিম ভালবাসার স্থান ও করে নিয়েছিলেন, যা তাঁর হৃদয় বিদারক ইন্তিকালের সময় প্রকাশ পেয়েছিলো। আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরী ১৯৭৯ ইং সাল মোতাবেক ১৪০০ হিজরির ১৯ মহররম ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথে অগণিত পীরভাই-বোন, সর্বস্তরের জন সাধারণ ও জামেয়ার ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। সেদিন তাঁকে শেষ বারের মতো দেখার জন্য এবং তাঁর নামাযে জানাযায় শরীক হবার জন্য অগণিত মুসল্লী অশ্রুসিক্ত নয়নে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর বাসভবন এলাকায় সমবেত হন। তখনই সহজে অনুমিত হয়েছিলো তার অসামান্য জনপ্রিয়তা। জামেয়া ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জানাযা নামাযের পর তাঁকে জামেয়ার পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। এখানে তাঁর মনোরম সমাধি রয়েছে যাতে অগণিত মুসলমান নিয়মিত যিয়ারত করে ধন্য হন।

তাঁরই পদাঙ্ক অনুসারী পূণ্যবান উত্তরসূরীগণ

তনি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ধর্ম ও ইবাদতপরায়ণ ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যগণ, বিশেষত: তাঁর উত্তরসূরী সন্তানগণ এবং আত্মীয়-স্বজনকেও হুযূর ক্বেবলার সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন এবং সিল্‌সিলার পুন্যময় কর্মকান্ডে রিয়াযতে রত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। বলুয়ারদীঘি পাড়স্থ খানকাহ্ শরীফ ও সিলসিলার কর্মকান্ড পরিচালনা এবং জামেয়া আনজুমান ও সুন্নী মতাদর্শের জন্য তার উত্তসূরীদের বিভিন্নভাবে অসাধারণ অবদান রাখার মধ্য দিয়ে এ সত্যটা উদ্ভাসিত হয়। তিনি আজীবন আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য সন্তান আলহাজ মুহাম্মদ মহসিন সাহেবকে হুযূর ক্বেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরীরই পদে সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। হুযুর

কেবলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন এ নিয়োগদান সিল্‌সিলার উর্ধ্বতন মাশাইখ হযরাতেরই সিদ্ধান্ত। এ বরকতমন্ডিত নিয়োগপ্রাপ্তি থেকে আজ অবধি আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন সাহেব ওই পদে সসম্মানে আসীন রয়ে জামেয়া, আন্‌জুমান, আলমগীর খানকাহ শরীফ, বলুয়ার দীঘিস্থ খানক্বাহ্‌ শরীফ ও সিল্‌সিলাহ্‌ আলিয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোটির ব্যাপক কর্মকান্ড সুচারুরূপে পরিচালনা করে আসছেন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় জামেয়া, আন্‌জুমান ও সুন্নী মতাদর্শ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক অতন্দ্র ও আপোষহীন কর্ণধারের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করছি। তাঁর সকল স্বনামধন্য উত্তরসূরী সন্তানগণ আপন আপন অবস্থান থেকে দ্বীন ও মাযহাবের উল্লেখযোগ্য খিদমত আন্‌জাম দিচ্ছেন।

আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলক্বাদেরীর মধ্যে অসংখ্য খোদাপ্রদত্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছিলো। তিনি স্বভাবগতভাবে ছিলেন অকৃত্রিম ধর্মপরায়ণ, আপন মুর্শিদে বরহকের অকৃত্রিম অনুসারী ও অসাধারণ প্রিয়ভাজন। তদুপরি, তিনি ছিলেন ইলম ও আলিমদোস্ত। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অকৃত্রিম আশেকে রসূল ও আউলিয়া কেরামের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল। ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরতের প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ ভক্তি। ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহামাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকে তিনি খুব ভালবাসতেন। হযরত শেরে বাংলাও তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। হুযূর ক্বেবলা ও আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমার মধ্যে ভালবাসা ও হৃদ্যতা ছিলো অপূর্ব। আর এ ভালাবাসাপূর্ণ সম্পর্কের অন্যতম যোগসূত্র ছিলেন আলহাজ্ব নূর মোহাম্মদ আলক্বাদেরী। তিনি হুযূর ক্বেবলাগণের সান্নিধ্যে ছায়ার মতোই থাকতেন। হজ্জব্রত পালনসহ দেশ-বিদেশ সফরে হুযূর ক্বেবলার সাথে ছিলেন। তিনি হুযুর ক্বেবলা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্‌'র সাথে বাগদাদ শরীফ, আজমীর শরীফ, ইয়াঙ্গুনসহ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেন। এ মহান ওলীগণের সান্নিধ্যের ফলে বেলায়তের বহু রহস্য প্রত্যক্ষ করতে তিনি সক্ষম হন। যার সুপ্রভা তাঁর ব্যক্তিজীবনের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি অকৃত্রিম দেশ প্রেমের পরিচয় দেন। তদানীন্তনকালীন দেশে যেই রাজনৈতিক মোর্চারই তিনি সমর্থক থাকুন না কেন, কল্যাণমুখী রাজনীতি সমাজসেবা ও দেশপ্রেমই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর পরিচালনাধীন আন্‌জুমানের অধীনে জামেয়া সহ যত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছিলো কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ছাত্র-শিক্ষক স্বাধীনতা বিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত হয়নি; বরং জামেয়ায় তখন কঠোরভাবে নোটিশ জারী করা হয়েছিলো যেন কেউ তদানীন্তন তথাকথিত শান্তি কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে স্বাধীনতাবিরোধী সংগঠনে ও কর্মকান্ডে জড়িত না হয়। এর ব্যত্যয় ঘটলে মাদ্‌রাসা থেকে বহিস্কার করার নির্দেশ ও দেয়া হয়েছিলো। উল্লেখ্য, স্বাধীনতাত্তোরকালে জামেয়া পরিদর্শনে এসে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মরহুম জহুর আহমদ চৌধুরী ও আওয়ামী ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ প্রমুখ এসব রেকর্ড দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। জামেয়া ও আন্‌জুমানের ভূয়সী প্রশংসা করে পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

[সূত্র: বাঙ্গাল কেন যুদ্ধে গেল: কৃত সিরু বাঙ্গালী ও জামেয়ার রেকর্ডপত্র]

সুন্নিয়াত প্রতিষ্ঠার প্রতি আলহাজ নূর মোহাম্মদ আলকাদেরীর অকৃত্রিম ইচ্ছা ও আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করে তার প্রতিষ্ঠিত বলুয়ার দীঘি পাড়স্থ খানকাহ্‌ শরীফ। দেশ বিদেশের সুন্নি মুসলিম ব্যক্তিবর্গের জন্য এ খানকাহ্‌ শরীফে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হতো। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর সুযোগ্য উত্তসূরীগণ ওই ঐতিহ্যকে সযত্নে ধারণ করে আসছেন। তাঁর অগণিত অসাধারণ অবদানের কারণে আলহাজ্ব নুর মোহাম্মদ আলক্বাদেরী ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে অবস্থানরত অগণিত মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়ও অতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে শাহেনশাহে সিরিকোট ও তাঁর বরকত মন্ডিত উত্তরসূরী হুযূর ক্বেবলাগণের অদ্বিতীয় প্রিয়ভাজন ছিলেন এ পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব। মোটকথা, এসব কটি অঙ্গনে ও বিষয়ে এক অতি স্মরণীয় ও বরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে চির অমর হয়ে আছেন ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমী জনসাধারণের এ পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

অধ্যক্ষ মুফ্‌তী সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

✍ **মুহাম্মদ** রেজাউল হোসাইন জসিম
পূর্ববাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমরা বহু দো'আ করি- যে কোন সময়ে কিন্তু কবুল হয় কিনা জানি না। দো'আ-মুনাজাত কবুল হওয়ার বিশেষ কোন সময় বা বরকতময় স্থান আছে কিনা? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর: পবিত্র ক্বোরআন মজিদে বর্ণিত রয়েছে- (أُدْعُوْلِىْ استجب لكم-- سورة الغافر--- 30) অর্থাৎ- তোমরা আমার কাছে দো'আ কর, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করব। [আল-গাফির-৩০]

দো'আ হলো বান্দা ও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে উত্তম সেতুবন্ধন এবং তাঁর প্রিয় নৈকট্যবান বান্দাদের সদা পছন্দনীয় আমল। যা নবী-রসূলগণের সুন্নাত। দো'আ কবুল হওয়ার কিছু সময় ও স্থানের কথা হাদিসে পাকে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- সেহরীর সময় তথা শেষ রাতে, রাতের ১ম ও তৃতীয়াংশে, এবং অর্ধরাত্রে, মাতাফ শরীফ, মুলতাযাম শরীফ, ও মকামে ইব্রাহীমে, বায়তুল্লাহর সামনে, ভিতরে, হাজরে আসওয়াদের নিকট, হাতীমে কা'বায়, রুকনে ইয়ামানীর নিকট, জমজম কুপের নিকট, মিজাবে রহমতের নিচে, দরূদ-সালামের পর, আউলিয়ায়ে কেরামের মজলিস, হুজরা-খানকাহ্ ও মাজার শরীফে, রমজান মাসে, জুমার দিন ও রাত হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনির নিকট সাজদা অবস্থায়, ইফতারের সময়, ক্বোরআন তেলাওয়াতের পর, খতমে ক্বোরআনের পর, জমজম শরীফের পানি পান করার পর, ফরয নামাযের পর, আযান ও ইকামাতের মাঝখানের সময়ে, প্রতি বুধবার জোহর-আসরের মাঝখানে, মসজিদে যাওয়ার সময়, মিনায়, বিশেষত: হজ্বের ওকুফের সময়, কা'বায় দৃষ্টি পড়ার সময়, সাফা ও মারওয়ায় উক্ত পাহাড়দ্বয় সাঈ করার সময়, মসজিদে নববী শরীফে, বায়তুল মোকাদ্দাস শরীফে, মসজিদে নববীর রিয়াজুল জান্নাতে, হযরত সৈয়্যদুনা ইমাম মুসা কাজেম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাজার শরীফে, পীরানে পীর হযরত গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাজার শরীফে, হযরত মারূফ করখী, খাজায়ে খাজেগান গরীব নেওয়াজের মাজারে, ইমাম কাশানী হানাফী এবং তাঁর স্ত্রী ফাতেমা ফকিহার মাজারে। অন্যান্য মকবুলে খোদা আউলিয়ায়ে কামেলীনের মাজার ও দরবারে। আযানের সময়, ইকামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, আল্লাহ্-রসূলের জিকির/স্মরণের মজলিসে, মুসলিম মায়্যেতের নিকট, প্রত্যেক নামাযের পর, মুসলিম মুজাহিদ যখন জিহাদের ময়দানে কাতার বন্দি হয়, মসজিদে নববী, মসজিদে কুবায়, জিহাদের ময়দানে শত্রুদের তথা খোদাদ্রোহী ও নবী দ্রোহীদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, ইমাম আযমের মাজার, জান্নাতুল বকি ও উহুদের কবরস্থানে, বিশেষত: প্রিয়নবীর রওজা শরীফে গুনাহ্ মাফ হওয়ার নিশ্চয়তা পবিত্র ক্বোরআনে বর্ণিত আছে। প্রিয়নবীর নূরানী চেহারার দিকে তথা মুওয়াজাহা শরীফে, মসজিদে নববী শরীফের মিম্বর, স্তম্ব সমূহে, মসজিদে কুবায়, মসজিদুল ফতহে, মসজিদুল গামামায়, হাদিসের আলোচনার মজলিসে, সূরা ইখলাস পাঠ করার পর, মসজিদে জুল কিবলাতাইনে, সহীহ বোখারী তেলাওয়াত বিশেষ করে বদরী সাহাবীদের নাম তেলাওয়াতের সময়, সূরা আন্ আম খতমের পর, মুযদালিফায়, জিলহজ্বের ১ম হতে ১০ম রজনীতে, নেহায়ত আগ্রহসহকারে ক্বোরআন তেলাওয়াত শ্রবণের পর, মোরগ যখন বাগদেয়, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, ঈদগাহে তথা উম্মুক্ত ময়দানে, হজ্বের সময় জমরায় পাথর নিক্ষেপের পর, ঈমানদারের অন্তর যখন আল্লাহর ভয়ে নরম ও প্রকম্পিত হয়, তদুপরি শবে কদর, শবে বরাত, দু'ঈদের রাত ও দিন, রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হলে।

মাহে রজবের প্রথম রাত, যে সমস্ত কূপ রাসূলে পাকের দিকে সম্পর্কিত, উহুদ পাহাড়ে, রাসূলে পাকের স্পর্শেধন্য বরকতমন্ডিত স্থানসমূহে, জুমার দিন আসরের পর মাগরিবের আগ পর্যন্ত, জুমার দিন

ইমাম বা খতিব খোতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে আরোহনের পর হতে জুমার ফরয নামাযের সালাম ফিরানো পর্যন্ত। অবশ্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে ঈমানদারের দো'আ-মুনাজাত ও ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য অন্যতমশর্ত হল আক্বিদা বিশুদ্ধ হওয়া এবং ইখলাস বা আন্তরিরকপূর্ণ হৃদয় হওয়া। এ বিষয়ে ইমাম আ'লা হযরত ফাজেলে বেরলভীর শ্রদ্ধেয় পিতা রঈসুল মুতাকাল্লেমীন হযরত আল্লামা নকি আলী খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'আহসানুল ওয়া লিআদাবিদ্ দো'আ' এবং উক্ত কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেজা ফাজেলে বেরলভীর ''জাঈলুল মুদ্দায়া লি আহসানিল অয়া''-এ বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন, সেখান হতে কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু তাঁদের দরজাত বুলন্দ করুন এবং তাঁদের ফয়েজ-বরকত দানে আমাদেরকে ধন্য করুন। আ-মী-ন ইয়া রাব্বাল আলামীন বেহুরমতে সাইয়েলি মুরসালীন (দ.)।

✍ **মুহাম্মদ এনামুল হক**
বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমাদের এলাকায় সম্প্রতি কবরের ওপর আযান দেয়া হয়। এটা নিয়ে কেউ কেউ বিতর্ক করে। কবরে আযান দেয়া জায়েয কিনা? ইসলামী শরিয়তের ফয়সালা জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: মুসলমান ব্যক্তির লাশ কবরে দাফন করার পর আযান দেয়া জায়েয এবং মুস্তাহাব। বিভিন্ন বর্ণনা ও ফকিহগণের উক্তিসমূহ হতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত ফতোয়া ও ফিকহ গ্রন্থ 'আদ্ দুর্‌রুল মুখতার'র প্রথম খন্ড আযান অধ্যায়ে পাঞ্জেগানা ফরয নামাযের আযান ব্যতীত আরো যে সকল স্থানে আযান দেয়া সুন্নাত তার বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া 'ফাতওয়ায়ে শামী'তে তথা রদ্দুল মোহতারেও বেশ কিছু জায়গায় আযান দেয়া মুস্তাহাব-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তা হলো নবজাতক শিশুর ভূমিষ্টের পর কানে, মুসাফির যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, মৃগী রোগী ও রাগান্বিত ব্যক্তির কানে কানে, অগ্নিকান্ড ঘটলে, ভূ-কম্পনের সময় এবং মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় বা কবরস্থ করার পর কবরের উপর আযান দেয়া সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা। বিভিন্ন হাদিসে পাক ও ফিকহ্ গ্রন্থে পবিত্র আযানের ৭টি (সাত) উপকারের কথা বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা- ১. মুনকার-নাকীরের সাওয়াল-জবাব সহজ হয়, ২. শয়তান পালায়ন করে, ৩. মনের ভয়ভীতি দূর হয়, ৪. আযানের বরকতে মানসিক অশান্তি দূর হয়, ৫. প্রজ্জ্বলিত আগুন নিভে যায়, ৬. আযান যেহেতু আল্লাহর জিকির এর বরকতে কবরের আযাব দূরীভূত হয়, কবর প্রশস্থ হয় এবং সংকীর্ণ কবর থেকে নাজাত পাওয়া যায়, ৭. আযানের মধ্যে প্রিয়নবী হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জিকির ও রেসালতের শাহাদাতও আছে এবং আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণের জিকিরের সময় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। ইসলামী শরিয়তে কবরে আযান দেয়া নিষেধ করা হয়নি। তাই কবরে আযান দেয়া জায়েয, বৈধ ও মুস্তাহাব। এতে আরও ফায়দা বা উপকার নিহিত রয়েছে।

[জা'আল হক কৃত: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, রদ্দুল মোহতার, আযান অধ্যায় কৃত: ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আমার সংকলিত ও আনজুমান ট্রাস্ট প্রকাশিত -যুগজিজ্ঞাসা, এবং ফতোয়ায়ে রজভীয়া শরীফ কৃত: ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী (রাহ.) ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন**
......

প্রশ্ন: মসজিদে দান করা কোন জিনিস বা মসজিদের পুরাতন কোন সামান ব্যবহৃত হয় না, তা জনসাধারণ ব্যবহার করতে পারবে কিনা? ইসলামে তার হুকুম কি।

উত্তর: মসজিদে দানকৃত মালামাল, জায়গা-জমি, আসবাবপত্র ইত্যাদি পুরাতন কিংবা নতুন, ব্যবহৃত কিংবা অব্যবহৃত কোন কিছু সাধারণের জন্য ব্যবহার করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। এমনকি এক মসজিদের যাবতীয় আসবাবপত্র অন্য মসজিদে ব্যবহার করা জায়েয নেই। একটি মসজিদে বদনা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আছে, অন্য মসজিদে একটিও নেই, তবুও এক মসজিদের বদনা অন্য মসজিদে দেয়ার বা ব্যবহারের অনুমতি নেই। মসজিদের আমদানী বা দান অন্য কোন

ওয়াক্‌ফে/খাতে খরচ করা হারাম, যদিও উক্ত মসজিদের প্রয়োজন না হয়। তবে মসজিদে ব্যবহৃত বা মসজিদের জন্য দানকৃত যে কোন মালামাল ও আসবাব অব্যবহৃত থাকার দারুন নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে বিশেষ প্রয়োজনে বিক্রয় করতে পারবে। আর উক্ত অর্থ মসজিদ ফান্ডে জমা হবে। এক্ষেত্রে মসজিদে ব্যবহৃত উক্ত জিনিসপত্র/মালামাল সমূহের যথাযথ ও পবিত্র স্থানে ব্যবহার করবে। এমন কোন স্থানে ব্যবহার করবে না যার দরুন মসজিদের মালামাল/জিনিসপত্রের বেহুরমতি বা অসম্মান হয়।

[দুররে মুখতার, রাদ্দুল মোহতার, ফাতওয়া-এ আফ্রিকা এবং ফাতওয়া-এ রযভীয়্যাহ্, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা ৩৮৪]

✍ **মুহাম্মদ ইউসুফ, সামশুল আলম, নাছের, আহমদ উল্লাহ্, শহিদুল্লাহ।**
মোহরা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমরা ১ (এক) গন্ডা বিশিষ্ট একটি জায়গা কবরস্থান করার জন্য ইচ্ছা ও মনস্থ করি। যেখানে এক পার্শ্বে শুধু একটি ছোট শিশুর করব রয়েছে। কিন্তু উক্ত জায়গায় প্রশস্থ রাস্তা না থাকায় দাফনের জন্য মৃত ব্যক্তির লাশ খাঠিয়া করে আনা-নেওয়া করা বড়ই অসুবিধা। তদুপরি উক্ত জায়গায় চতুর্দিকে বেশির ভাগ ভাড়াটিয়া ঘর ভাড়ায় থাকার কারণে কবরস্থানের আদব ও পবিত্রতা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে আমরা (উক্ত জায়গার মালিক পক্ষ) ছোট শিশুর কবরটি ভালো ভাবে সংরক্ষণ করে বাকি জায়গাটি পার্শ্ববর্তী আরো উত্তম ও বেশি দামি জায়গার পরিবর্তে এওয়াজ-বদল করার ইচ্ছা করেছি। যদি তা করা হয় তবে উক্ত বদলকৃত দামি জায়গায় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হলে পবিত্রতাও বজায় থাকবে, মাইয়্যতের লাশ খাঠিয়া আনা-নেওয়ার বিষয়ে অনেক সুবিধা হবে। যেহেতু সেখানে আসা-যাওয়ার প্রশস্থ/রাস্তা বিদ্যমান। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের আলোকে সঠিক ফতোয়া/ফায়সালা প্রদান করত: চিরকৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর: উপরোক্ত বিষয় যাচাই-বাচাই করে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক এই মর্মে ফতোয়া/ফয়সালা প্রদান করা হচ্ছে যে, মৌখিক বা লিখিত কবরস্থানের জন্য ওয়াকফকৃত জমি/জায়গা বেচা-কেনা বা হেবা করা শরিয়ত মোতাবেক অনুমতি নেই। বিশেষ প্রয়োজনে ওয়াকফকৃত জমি/জায়গা (استبدال) তথা তার চেয়ে উন্নত মানের জমির পরিবর্তে এওয়াজ-বদল করা শর্ত সাপেক্ষে ফোকাহায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। নিম্নে ফিকহ্- ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি পেশ করা হল-

১. আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা ফাজেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আদ্দুর্‌রুল মোখতার কৃত ইমাম আলাউদ্দীন খাচকপি হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর 'কিতাবুল ওয়াকফ'-এর বরাতে ফতোয়ায়ে রজভীয়া শরীফে উল্লেখ করেন-

جو چیز جس غرض کے لئے وقف کی گئ دوسری غرض کی طرف اسے پھیرنا ناجائز ھے اگر چه وه غرض بھی وقف ھی فائده کی ھو که شرط واقف مثل نص شارع صلی الله تعالی علیه وسلم واجب الاتباع ھے- در مختار كتاب الوقف فصل شرط الوقف كنص الشارع نی وجوب العمل- (العطاياالنوية فی الفتاوى الرضويه معروف فتاوی رضويه- از امام اعلی حضرت شاه احمد رضا رحمة الله تعالی علیه- صفحة ৪৫৫/৬ج)

অর্থাৎ- যে বস্তু যে উদ্দেশ্যে ওয়াকফ করা হয়েছে তা অন্য উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া/পরিবর্তন করা বৈধ হবে না যদিও উক্ত উদ্দেশ্যে ফায়দা ও কল্যাণ রয়েছে। যেহেতু ওয়াকফকারীর শর্ত হুযূর পুরনূর শারে আলায়হিস্ সালামের নস বর্ণনা স্বরূপ যার অনুসরণ ওয়াজিব। দুররে মোখতার কিতাবুল ওয়াক্‌ফে উল্লেখ করা হয়েছে ওয়াকফের শর্ত মোতাবেক আমল ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলে পাক তথা শারে আলাইহিস সালামের বর্ণনা স্বরূপ।

[ফতোয়ায়ে রজভীয়া ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৫৫]

২. ফকিহে মিল্লাত জালাল উদ্দীন আমজাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর রচিত 'ফতোয়ায়ে ফয়জুর রাসূল'-এ একই বিবরণ উল্লেখ করেছেন।

فتاوی فیض الرسول از فقیه ملت جلال الدین امجدی رحمه الله علیه- صفحة ৩৪৭/২ح

৩. ওয়াকফের মাসআলায় ছদরুশ শরিয়া মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

بل نص العلماء قاطبة ان الوقف لا هجولا الى غير ماهو وقف عليه وان نص الواقف كنص الشارع فى وجوب الاتباع وان غرض الواقضين واجب اللحاظ قال فى الجوهرة النبرة صفت التعدى ان يستعملها فى غيرما وقفت له انتهى-- فتاوى امجديه- صفحة (৩জ/৫৫

অর্থাৎ- ওলামায়ে কেরামগণ দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন, যে উদ্দেশ্য ওয়াকফ করা হয়েছে তা ছাড়া অন্য দিকে ওয়াকফকে পরিবর্তন করা যাবে না। যেহেতু ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ওয়াকফগণের উদ্দেশ্যকে লেহাজ করা ওয়াজিব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত। "আল জাওহরাতুন্ নাইয়ারা" কিতাবে আছে, যে উদ্দেশ্য ওয়াকফ করা হয়েছে তার পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত বস্তু ব্যবহার করা সীমালঙ্ঘন।

[ফতোয়ায়ে আমজাদীয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৫]

অবশ্যই বিশেষ কারণ ও প্রয়োজনে ফোকাহায়ে কেরাম মৌখিক বা লিখিত ওয়াকফকৃত জায়গা এওয়াজ/বদল করা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলেছেন।

ক. উক্ত জায়গা যেন কম দামি জায়গার পরিবর্তে এওয়াজ/বদল করা না হয়।

খ. এওয়াজ/বদল জায়গার বিনিময়ে জায়গা/জমি হতে হবে মুদ্রা বা টাকা নয়।

গ. উভয় জায়গা এক মহল্লায় হতে হবে অথবা এমন মহল্লায় হতে হবে যা উক্ত মহল্লা/মৌজা চেয়ে উন্নত।

যেমন হযরত মুফতি জালাল উদ্দীন আমজাদী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার সংকলিত ফতোয়ায়ে ফয়জুর রাসূলে ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন- 'ওয়াকফকৃত জায়গা/জমি বেচা-কেনা করা অবৈধ। তবে হ্যাঁ ওয়াকফকৃত জায়গায় উপকার না হলে তখন বিশেষ প্রয়োজনে এওয়াজ- বদল করা জায়েয। তার জন্য কয়েকটি শর্তের মধ্যে একটি হল- উভয় জায়গা (ওয়াকফকৃত ও বদলকৃত) একই মহল্লায় যেন অবস্থিত হয় অথবা বদলকৃত জায়গা এমন মহল্লা/মৌজায় অবস্থিত হয় যা ওয়াকফকৃত জায়গার চেয়ে উত্তম।

দুবাই (ادارة الاوقاف والشيون الاسلاميه) (ইদারাতুল আওকাফ ওয়াশ শয়ুনিল ইসলামীয়া) কর্তৃক প্রকাশিত "ফতোয়ায়ে শরঈয়া" ৪র্থ খন্ড ওয়াকফ অধ্যায় ৩১৭ ও ৩১৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনে ও বিশেষ উপকারের নিমিত্তে ওয়াকফকৃত জায়গা একই উদ্দেশ্যে বদল করা জায়েয।

সুতরাং নির্ভরযোগ্য ফিকহ-ফতোয়া গ্রন্থে বর্ণিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রশ্নে উল্লেখিত কবরস্থানের জন্য মৌখিক ওয়াকফকৃত ১ গন্ডা জায়গায় দাফনকৃত শিশুর কবরকে সংরক্ষণ ও হেফাজত করে বাকী জায়গা বিশেষ প্রয়োজনে (রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায়, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য আনা-নেওয়াতে অসুবিধা হওয়ায় এবং কবরস্থানে পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হওয়ায়) পার্শ্ববর্তী উত্তম অধিক দামি জায়গার বিনিময়ে একই উদ্দেশ্যে তথা কবরস্থানের এওয়াজ/বদল করা জায়েয। উপরোক্ত বিষয়ে এটাই ইসলামী শরিয়তের ফতোয়া/ফায়সালা।

✍ **আলহাজ্ব শওকত হোসেন**
খাজা রোড, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

◈ **প্রশ্ন:** সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজামের নিকট আবেদন এ যে, স্বীয় খরিদা ২ গন্ডা নাল জমির উপর জমির মালিক বিগত ০১/০১/২০২০ইংরেজী তারিখে একটি জামে মসজিদ কায়েম/নির্মাণ করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির আশায় আল্লাহর ওয়াস্তে ফি ছাবিলিল্লাহ্ দান করত: ৩০০/- (তিন শত) টাকার স্টাম্পে দস্তখত করেন। তিনি উক্ত স্টাম্পে উল্লেখ করেন যে, উক্ত মসজিদ "মরহুম মনির আহমেদ জামে মসজিদ" নামে নামজারী ও রেজিস্টারী মূলে ওয়াকফ নামা করাতে পারবেন। আমার অথবা আমার অলি-ওয়ারিশগণের কোন প্রকার ওজর-আপত্তি চলবে না। যদি কেউ ওজর/আপত্তি করে তা সর্ব আদালতে অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া গণ্য হবে। উক্ত মসজিদ সুন্দরভাবে পরিচালনা ও দেখা-শুনা করার জন্য আমরা চার জনকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পন করেন। আলহামদুলিল্লাহ্ বিগত পহেলা জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী হতে অদ্যবধি "মরহুম মনির আহমদ জামে মসজিদ" সুন্দরভাবে সূচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে কিছু দিন যাবৎ কিছু লোক সরলপ্রাণ মুসল্লি ও এলাকাবাসীদের বিভ্রান্ত করছে এ বলে যে, এ মসজিদে জুমা-জামাত নামায-

কলমা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু এখনো রেজিষ্টারী মূলে ওয়াক্ফ করা হয়নি।

অতএব, আমাদের আবেদন এই যে, উক্ত “জামে মসজিদে” জুমা-জামাত, ইবাদত-বন্দেগী ও নামায কলমা করতে কোন প্রকারের অসুবিধা আছে কি না? এবং এতোদিন জুমা-জামাত, ইবাদত-বন্দেগী ও নামায কলমা যা হয়েছে তা শুদ্ধ হয়েছে কি না? ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক ফতোয়া/ফায়সালা প্রদান করত: চিরকৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর: উপরোক্ত বিষয় ও বিবরণ পর্যালোচনা করে ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক এই মর্মে ফতোয়া/ফয়সালা প্রদান করা যাচ্ছে যে, উক্ত জামে মসজিদে যেহেতু পহেলা জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী হতে এ যাবৎ নামায ও জুমা জামাত হয়েছে- বিধায় উক্ত জামে মসজিদের চিহ্নিত জায়গাটি (মূল মসজিদ বারান্দাসহ) কিয়ামত পর্যন্ত মসজিদে হিসেবে সাব্যস্ত থাকবে। যেমন ক. হানাফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব আদদুর্‌রুল মুখতার কৃত আল্লামা ইমাম আলাউদ্দীন খাসকাফি হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ ইসলামী ফিকহের নির্ভরযোগ্য ফতোয়াগ্রন্থ সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। (ان المسجد الى السماء) অর্থাৎ- মসজিদ আসমান পর্যন্ত। আর রদ্দুল মোহতার এ আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী হানাফী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- (كذا الى تحت الثرى) অর্থাৎ- তদ্রুপ মসজিদ সর্বনিম্ন তাহতুছ ছারা পর্যন্ত। বস্তুত: মসজিদের চিহ্নিত জায়গা বরাবর উপরে আসমান নিম্নে তাহতুছ ছারা পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত বিধায় লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রি মূলে ওয়াকফ করা না হলেও সেখানে নামায, জুমা-জামাত, দো'আ-দুরূদ পড়তে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। নামায-জুমা-জামাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রিমূলে ওয়াকফ করা শর্ত নয়। বরং মৌখিকভাবে অথবা স্টাম্পে লিখে জায়গার মালিক যদি বলে- 'আমি এই জায়গাটি মসজিদের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দিলাম।' ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক তা মসজিদ হয়ে যাবে। যেহেতু অনেক দিন ধরে উক্ত মসজিদে জুমা-জামাত হয়ে আসছে বিধায় তা শরিয়ত মোতাবেক মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। যেমন- ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

لو جعل رجلًا واحدا مؤذنًا واممًا فاذّن واقام وصلّى وحده صار مسجدا بالاتفاق كذا فى الكفاية وفتح القدير واذا سلم المسجد الى متولٍ يقوم مصالحه - تجور وان لم يُصلّ فيه وهو الصحيح كذا فى الاختيار شرح المختار وهو الاصح كذا فى محيط السر خسى (الفتاوى الهنديه الصفحة 455 -ج2)

অর্থাৎ- কোন মুমিন বান্দা স্বীয় মালিকানাধীন কোন জায়গায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে কোন একজন ব্যক্তি কে মুয়াজ্জিন ও ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করলেন, উক্ত ব্যক্তি আযান-ইকামত সহকারে একাকিও যদি নামায পড়ে তা সকল ইমামগণের ঐক্যমতে মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কেফায়া ও ফতহুল কদ্বীর কিতাবে এভাবে বর্ণনা হয়েছে। আর যদি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মসজিদ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য কোন মতোয়াল্লীর নিকট উক্ত মসজিদ সোপর্দ করে তা বৈধ ও জায়েয। যদিও উক্ত মতোয়াল্লী উক্ত মসজিদে নামায আদায় না করে। এটা বিশুদ্ধ অভিমত। আল মোখতারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ইখতিয়ার গ্রন্থে এ রকম বর্ণনা আছে। ইমাম সরখছি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এটাকে অধিকতর বিশুদ্ধমত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া বা আলমগীরী ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৫৫]

ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাবে হেদায়াতে আছে-

ثم يكتفى بصلوة الواحد فيه رواية عن ابى حنفية رضى الله عنه وكذا محمد رضى الله عنه وقال ابويوسف رضى الله عنه يزول بقوله جعلته مسجدا- كتاب الهداية- كتاب الوقف الاولين- الصفحة ٦٢٠-

অর্থাৎ- কোন মুসলমান (স্বীয় জাগায়) মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে এলাকাবাসীকে নামায আদায়ের অনুমতি প্রদানের পর শুধু একজন মুসল্লিও যদি উক্ত মসজিদে নামায আদায় করে তখন তা ইমাম আযম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হির এক বর্ণনা মতে ইসলামী শরিয়তের আলোকে মসজিদ হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যদি কেউ বলে আমি এ স্থানকে মসজিদ করে দিলাম বা মসজিদ করে দিয়েছি তা ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক মসজিদ হয়ে যাবে এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠার মালিকানা সত্ত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

[হেদায়া- ওয়াকফ অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ৬২০]

ফিকহ/ফতোয়ার উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মরহুম মনির আহমদ জামে মসজিদ ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত ও চিহ্নিত হয়ে গেছে। যেহেতু উক্ত মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ৩০০টাকার স্টাম্পে লিখিতভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সওয়াব ও পরকালের শান্তি ও নাজাতের উদ্দেশ্যে এলাকার মুসলমানগণ নামায কলমা, পঞ্জেগানা, জুমা-জামাত আদায় করার জন্য স্বীয় খরিদকৃত জায়গায় উক্ত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি উক্ত মসজিদে একজন/দুইজন নয় ইমাম মুয়াজ্জিনসহ বহু মুসল্লি পহেলা জানুয়ারী ২০২০ ইংরেজী হতে পঞ্জেগানা নামায সহ জুমা-জামাত আদায় করে আসছেন। সাথে সাথে তিনি সুষ্ঠভাবে মসজিদ পরিচালনা করার জন্য তার আত্মীয় হতে চারজনকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নিঃসন্দেহে উক্ত মসজিদ নীচে তাহতুছ ছারা হতে উপরে আসমান পর্যন্ত মসজিদ হিসেবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতারাং সেখানে নামায-কলমা, ইবাদত-বন্দেগী ও পঞ্জেগানাসহ জুমা-জামাত আদায় করতে কোন প্রকার অসুবিধা/আপত্তি নেই। এতদিন যা নামায ও জুমা-জামাত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি আপত্তি করে বা বলে এটা রেজিস্ট্রি মূলে ওয়াকফ হয়নি, ফলে এখানে পঞ্জেগানাসহ জুমা-জামাত আদায় করা শুদ্ধ হবে না। এ ধরনের কথা অগ্রাহ্য/মনগড়া ও ভিত্তিহীন। তবে ভবিষ্যতে ফিতনা-ফ্যাসাদ হতে বাচাঁর জন্য উক্ত মসজিদ রেজিষ্ট্রি মূলে ওয়াকফ করা ও নামজারী করা ভাল ও নেহায়ত উত্তম। উপরোক্ত বিষয়ে এটাই ইসলামী শরিয়তের ফতোয়া/ফয়সালা।

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা: প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) সংখ্যার জন্য লেখা আহ্বান

মাসিক তরজুমান ঈদে মিলাদুন্নবী 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' সংখ্যা প্রতিবারের মত এবারও বেরুবে বর্ধিত কলেবরে। তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন লেখায় সাজাতে চাই এ সংখ্যাকে। সমসাময়িক আলোচ্য বিষয়ের ইসলামি দৃষ্টিকোনে বিশ্লেষণধর্মী লেখা অগ্রাধিকার বিবেচিত হবে। তাই আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০-এর মধ্যে মূল্যবান লেখা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে সম্মানিত লেখক-লেখিকাদের প্রতি অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
monthlytarjuman@yahoo.com

আলহাজ্ব ছালেহ্ আহমদ সওদাগর (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি)

অগণিত সুন্নি মুসলমানের দ্বীনি পথ প্রদর্শক আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তাঁর সফল উত্তরসূরী আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এদেশে শরীয়ত ও তরিকতের প্রচার-প্রসারে বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ্ শরীফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান সাজ্জাদানশীন হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ (মু.জি.আ.) ও পীরে বাঙ্গাল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবের শাহ্ (মু.জি.আ.) পর্যায়ক্রমে এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন। তাঁদের এ দ্বীনি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এতদঞ্চলের যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ উদারভাবে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসে স্মারণীয়-বরণীয় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আলহাজ্ব ছালেহ্ আহমদ সওদাগর রাহমাতুল্লাহি আলায়হি অন্যতম। চলতি মহররম মাসে তাঁর ওফাত বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো।

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া গ্রামে ১৯২১ সালে ২১ মার্চ আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইসমাইল সওদাগরের পরিবারে এই নিভৃতচারী আশেকে রাসূলের জন্ম। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর চট্টগ্রাম শহরের সরকারি হাই স্কুল হতে এন্ট্রাস পাশের পর চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ হতে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

পড়ালেখার পাঠ শেষ করে জীবিকার অন্বেষণে তিনি ব্যবসায় নেমে পড়েন। ১৯৪২ সালে চট্টগ্রামের বক্সিরহাট থেকে তাঁর ব্যবসায়িক জীবনের সূচনা। ক্যামিকেল ব্যবসার জগতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে সততা, নিষ্ঠা, মেধা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বক্সিরহাট-খাতুনগঞ্জের অন্যতম বৃহৎ আমদানিকারকে পরিণত হন। যার বিস্তৃতি পুরান ঢাকার ইসলামপুর, মৌলভী বাজার, ইমামগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি তিনি ঠিকাদারী ব্যবসায়ও সফলতার সাথে অবতীর্ণ হন। কক্সবাজার বিমানবন্দরে প্রাথমিক নির্মাণ কাজ তাঁর হাতে সূচনা হয়েছিল। আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মহব্বতের সাথে পালন করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৪/৬৫ সালে কোন এক শুভক্ষণে রাসূলে পাক (দ.)'র ৪০তম বংশধর গাউসে জামান হযরত আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র হাতে বায়আত গ্রহণ করে সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ায় দাখিল হন। হুজুর কেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মায়া-মমতায় আপ্লুত হয়ে শরীয়ত তরকিতের খেদমতে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেন। যার ফল স্বরূপ ইন্তেকালের পূর্ব সময় পর্যন্ত তিনি আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা চট্টগ্রাম'র পরিচালনা পরিষদের সম্মনিত সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। আনজুমান ট্রাস্টের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিনির্মাণে তাঁর অংশগ্রহণ ও খেদমত মাশায়েখে হযরাতে কেরাম ও পীর ভাইদের নিকট অত্যন্ত প্রশংসিত। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেদমত নিম্নরূপ-

* কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদ্‌রাসা, ঢাকার উদ্যোক্তাদের অন্যতম হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালে আর্থিক ও নির্মাণ কাজের সহায়তা প্রদান।

* জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম'র সাবেক অধ্যক্ষ অফিসসহ ত্রিতল ভবন তাঁর অর্থায়নে নির্মাণ- ১৯৮৪ ইংরেজীতে।

* মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম'র হেফজখানাসহ মূল ভবনের অর্ধাংশ ত্রিতল পর্যন্ত নিজ অর্থায়নে নির্মাণ- ১৯৮৪ ইংরেজীতে।

* জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম'র বর্তমান ৬ (ছয়) তলা বিশিষ্ট (১৭০' x ৩৫') একাডেমিক ভবন নিজ অর্থায়নে নির্মাণ- ১৯৯৮-২০০০ ইংরেজী।

* সিরিকোট শরীফ, পাকিস্তানে জামেয়া তৈয়্যবিয়া মাদ্‌রাসা (তৈয়্যব-উল-উলুম এডুকেশনাল কমপ্লেক্স) প্রতিষ্ঠাকালে আর্থিক অনুদান প্রদান।

* মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া হালিশহর, চট্টগ্রাম-এ আর্থিক অনুদান প্রদান।

* জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদ, চট্টগ্রাম'র প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যকরী পরিষদের সহকারী সম্পাদক হিসেবে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন।

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

* বদরপাতি জামে মসজিদ বক্সিরহাট'র দ্বিতীয় তলা সম্পূর্ণ নিজ অর্থায়নে নির্মাণ।

* নিজ গ্রামের নোয়াপাড়া ডিগ্রী কলেজ ও নোয়াপাড়া হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এ ছাড়া আপন মুর্শিদ হুজুর কেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং দরবারে আলিয়া কাদেরিয়ার বর্তমান সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলাদ্বয়ের সন্তুষ্টির আশায় যখন যেখানে যতটুকু সম্ভব আর্থিক সহযোগিতা তিনি করে গেছেন।

জীবদ্দশায় তাঁর নয় বার হজ্বব্রত পালন এবং অসংখ্য বার সিরিকোট শরীফ দরবারে যিয়ারতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। এ ছাড়া সমসাময়িক কালের অন্যান্য পীর ভাইদের সাথে হুজুর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি'র সফরসঙ্গী হিসেবে হজ্ব ও ওমরাহ্ পালনার্থে মক্কা ও মদিনা শরীফ যিয়ারত, বাগদাদ শরীফে বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাজার জিয়ারত, আজমীর শরীফে খাজা গরীব-ই নাওয়াজ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র মাজার যিয়ারত ও বার্মা (মিয়ানমার) সফরে যান। তাঁর সন্তান আলহাজ্ব এস. এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের বর্তমানে আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র এসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। আরেক সন্তান আলহাজ্ব মুহাম্মদ মনোয়ার হোসেন মুন্না গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর'র দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

হুজুর কেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং দরবারে আলিয়া কাদেরিয়ার বর্তমান সাজ্জাদানশীন হুজুর কেবলাদ্বয়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন এই আশেকে রাসূল (দ.) ২১ মহররম ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইংরেজী শনিবার সকাল ১০:১৭ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন এবং জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ষোলশহর, চট্টগ্রাম সংলগ্ন দায়েম নাজির জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে চিরশায়িত আছেন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং আওলাদে রাসূলগণের উসিলায় তাঁর রাফ্'ঈ দারাজাত নছিব করুন। আ-মী-ন, বিহুরমতে সায়্যিদিল মুরসালিন।

সালানা ওরস মোবারক মাহফিলে বক্তারা

হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী (রহ.) ছিলেন উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নগরীর ষোলশহরস্থ আলমগীর খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় গত ২২ জুলাই কুতুবে আলম, গাউসে দাউরা, ছাহেবে মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রসূল, হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সালানা ওরস মোবারক উপলক্ষে খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী ও তাঁর জীবন-কর্ম শীর্ষক আলোচনা মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা বলেন- খাজা আবদুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ছিলেন উঁচু স্তরের আধ্যাত্মিক সাধক, একজন শ্রেষ্ঠ আশেকে রসূল, তরিক্বতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে তিনি মানুষকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করেছেন। বহু পথহারা মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলের প্রদর্শিত সৎ পথের সন্ধান পেয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জন না করেও খাজা চৌহরভী ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরানী জ্ঞানে ভাস্বর ও বেলায়তের নক্ষত্র'। তিনি অদ্বিতীয় ত্রিশ পারা বিশিষ্ট দরূদ শরীফ গ্রন্থ 'মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল' রচনা করে ছিলেন।

এতে সভাপতিত্ব করেন আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন। বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, অতিথি ছিলেন এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিসট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমান, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক, মহাসচিব আলহাজ্ব মুহাম্মদ সাহজাদ ইবনে দিদার। জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ অছিয়র রহমানের পরিচালনায় হযরত খাজা চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হির জীবনী ও মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রসূল গ্রন্থের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর তকরির করেন- উপাধ্যক্ষ আল্লামা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা আবদুল মান্নান, শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনছারী, প্রধান ফকিহ্ আল্লামা মুফতি আবদুল ওয়াজেদ, মুফাসসির আল্লামা সালেকুর রহমান আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলকাদেরী প্রমুখ। বাদ জোহর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি কামনায় মুনাজাত করেন জামেয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী।

গাউসিয়া কমিটি ডবলমুলিং থানা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, ডবল মুরিং থানা, চট্টগ্রাম'র উদ্যোগে মাদারবাড়ী মাঝিরঘাটস্থ খানকাহ্-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় গত ২৫ জুলাই হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহ্রভী(রহঃ)'র ওরস মোবারক উপলক্ষে আলোচনা সভা মীর মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক। এতে বক্তা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মাহ্বুবুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মুহাম্মদ আজহারুল হক আজাদ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ সাগির, হাজী মুহাম্মদ এমরান, মুহাম্মদ রেজাউল হক মুরাদ, মুহাম্মদ শাহ্ আলম প্রমুখ।

আলমগীর খানকাহ্ শরীফে ২৮ তম সালানা ওরস মোবারক মাহফিলে বক্তারা-

আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রা.) ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের পথপ্রদর্শক ও অনন্য সংস্কারক

আন্‌জুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট আয়োজিত ২৮ তম সালানা ওরস মোবারক মাহফিলে বক্তারা বলেন, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক আওলাদে রাসুল, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) মুসলমানদের ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে শরীয়ত ও তরিকতের সমন্বয়ে জীবন গঠনের পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন রাসূল আদর্শের বাস্তব প্রতিচ্ছবি- মুসলিম মিল্লাতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, দ্বীন ইসলামের অনন্য সংস্কারক ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব মুসলিমের ক্রান্তিকালে বহুমুখি ফিত্‌নার এ সময়ে হযরত তৈয়্যব শাহ (রহ.)'র পথ নির্দেশনা মুসলমানদের ঈমান আকিদা রক্ষায় নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে। শাহানশাহে সিরিকোটি (রা.) এর প্রতিষ্ঠিত এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার আদলে রাজধানী ঢাকায় কাদেরিয়া তৈয়বিয়া কামিল মাদরাসা, চন্দ্রঘোনা তৈয়্যবিয়া অদুদীয়া ফাজিল মাদরাসা, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, খানকা প্রতিষ্ঠা, জস্‌নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী প্রবর্তনসহ অসংখ্য সংস্কারমূলক কর্মসূচী দিশেহারা মানবতাকে খোদাভীরু ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে ইনসানে কামিলে পরিণত করেছে। বিশেষতঃ তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ আধ্যাত্মিক সংগঠন গাউসিয়া কমিটি আজ দেশে বিদেশে দিকভ্রান্ত তরুণ-যুবকদের ইসলামের সঠিক পথ ও মতে ঐক্যবদ্ধ করছে। গাউসিয়া কমিটির নিবেদিত কর্মীগণ বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতদের দাফন-কাফন ও রোগীদের অক্সিজেন সেবা দিয়ে জাতির চরম দুঃসময়ে একনিষ্ঠ সেবকের ভূমিকা পালন করছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা তরজুমান-এ আহলে সুন্নাত ক্বোরআন-সুন্নাহ্'র সঠিক মতাদর্শ প্রচার প্রসারের মাধ্যমে মুসলমানদের ঈমান-আক্বিদা ও আমলের পরিশুদ্ধি সাধনে দিশারি হিসেবে কাজ করছে। বক্তারা এ মহান অলিয়ে কামিলের জীবন দর্শন অনুসরণ ও তাঁর নির্দেশনা বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। গত ৬ আগস্ট ২০২০, বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা সংলগ্ন আলমগীর খানকা শরীফে আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্‌জুমান ট্রাস্ট'র সেক্রেটারি জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলোচনায় অংশ নেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফি, আনজুমান ট্রাস্টের এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি অধ্যাপক কাজী শামসুর রহমান, জামেয়ার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ অছিয়র রহমান আলকাদেরি, আন্‌জুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা এম.এ. মান্নান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আবদুল অদুদ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার প্রধান ফকিহ্ আল্লামা কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, মুহাদ্দিস আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী, অধ্যাপক সৈয়দ মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন আযহারী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ারুল হক, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, মাওলানা গোলাম মোস্তফা মুহাম্মদ নুরুন্নবী ও হাফেজ মাওলানা আনিসুজ্জমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার উপাধ্যক্ষ আল্লামা ড. লিয়াকত আলী, ডা.খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সি.সহকারী শিক্ষক মাওলানা আবদুল মান্নান, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি কমর উদ্দিন সবুর, চট্টগ্রাম

মহানগর সদস্য সচিব সাদেক হোসেন পাপ্পু, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক এড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সেক্রেটারি মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ওরস মোবারক মাহফিলে একজন সনাতনধর্মী পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ওরস মোবারক উপলক্ষে খানকা শরীফে বাদে ফজর হতে খতমে কোরআন, খতমে গাউসিয়া শরীফ, খতমে মজমুআহ্-এ সালাওয়াতে রাসূল, খতমে বোখারী শরীফ আদায় করা হয়।

রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেলা শাখা কতৃক আয়োজিত শহরের নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় আওলাদে রাসুল হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর পবিত্র ওরস মুবারক উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন। হুজুর কেবলা আল্লামা তৈয়্যব শাহ রহ. এর জীবনীর উপর আলোচনা করেন মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাশেম, বক্তব্য রাখেন মাওলানা মোহাম্মদ সাহিদার রহমান, মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ুব আলী আনসারি। উপস্থিত ছিলেন জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান শরিফ বাবলু, মুহাম্মাদ হাছান আলী, আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান দাওয়াতে খায়ের সম্পাদক রংপুর জেলা গাউসিয়া কমিটি, মাওলানা নুরুল ইসলাম সুপার কেল্লাবন্দ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা রংপুর, মাওলানা আব্দুস সালাম, মুহাম্মাদ মুশতাক আহমদ প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাওলানা সাহিদার রহমান। মুনাজাত করেন মাওলানা মোহাম্মদ আইয়ুব আলী আনসারি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চট্টগ্রাম মহানগর

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের উদ্যোগে আওলাদে রাসুল হাফেজ কারী সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ (রহ.) এর ২৮তম ওরস উপলক্ষে এক স্মারক আলোচনা মাওলানা নূর মোহাম্মদ আলকাদেরীর সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ দস্তগীর আলমের সঞ্চালনায় গত ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা জামিউল আকতার আশরাফী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রেজভী, সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল আজিজ আনোয়ারী, মাওলানা সেকান্দর হোসেন আলকাদেরী, সৈয়দ মোহাম্মদ মনছুরুর রহমান, মাওলানা আবদুন্নবী আলকাদেরী, মাওলানা শফিউল হক আশরাফী, লেখক জসিম উদ্দিন মাহমুদ, মাস্টার আবুল হোসেন, মাওলানা আবুল কাসেম তাহেরী, মাওলানা সোহাইল আনচারী, নুরুল্লাহ রায়হান খান, হাফেজ মাওলানা নুরুল আলম, ডা. ফজল আহমদ, শায়ের মোকতার আহমদ রেজভী, মাওলানা আমিনুর রশিদ, খ.ম. নজরুল হুদা, মাওলানা গিয়াস উদ্দিন নিজামী, মোহাম্মদ মুছা, মোহাম্মদ আবুল হাসান, এড. আনিসুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান রেজভী, আলী আশরাফ, মোহাম্মদ হাফেজ নুর, মোহাম্মদ মহিউদ্দিন আশরাফী, মাওলানা আবদুল খালেক, আবু তৈয়ব রেজাউল মোস্তফা, আবদুল খালেক, জহির উদ্দিন প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, আল্লামা তৈয়ব শাহ্ (রাঃ) ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক। জশনে জুলুসের মাধ্যমে তিনি সকল মুসলমানদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া

মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)'র ব্যবস্থাপনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বন্দর ও পতেঙ্গা থানা শাখার সহযোগিতায় গাউসে জমান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (র.)'র ২৮তম সালানা ওরস মোবারক মাদরাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ওরস উদযাপন কমিটির আহবায়ক আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইলিয়াছ, ওরস উদযাপন কমিটির সচিব আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাসান'র সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক ছিলেন, মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি, তকরীর করেন মুফতি এ এস এম জালাল উদ্দিন ফারুকী, মাওলানা ছগীর আহমদ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ তৈয়বী, মাওলানা মুহাম্মদ এনাম উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আলোচনায় অংশ নেন মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন, আলহাজ্ব জাহাঙ্গীর আলম, আলহাজ্ব মোজাহের আহমদ, মোহাম্মদ আলমগীর, আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, হাজী দিদারুল আলম, মোহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম, আলহাজ্ব মহসিন, মাহফিলে শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.), গাউসিয়া কমিটি বন্দর থানা শাখার সাবেক সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ সেলিম, মাদরাসার সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব নুরুল আলম এর জীবন-

কর্মের উপর স্মৃতিচারণ করা হয়। হুযুরের শানে মানকাবাদ পাঠ করেন মাদরাসার সাবেক ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ আবছার রেযা কাদেরী, মিলাদ পাঠ করেন সাবেক ছাত্র মাওলানা আবদুল্লাহ আল নোমান, পরিশেষে দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর সুখশান্তি সমৃদ্ধি কামনা ও বৈশ্বিক মহামারী কারোনা থেকে মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে দুআ মুনাজাত করেন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি। মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মুহাম্মদ মনজুর আলম মনজু'র সৌজন্যে মাহফিলে তাবাররুক বিতরনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

মাঝিরঘাট খানকাহ্‌-এ-কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া

খানকাহ্‌-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া, মাদারবাড়ি মাঝিরঘাটস্থ চট্টগ্রাম পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে গত ৮ আগস্ট গাউসে জমান হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহঃ)'র ওরস মোবারক ও আলোচনা সভা খানকাহ্ শরীফের সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান আনসারী ও বিশেষ বক্তা ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন আলকাদেরী। এতে উপস্থিত ছিলেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগরের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও অত্র খানকাহ্ শরীফের সহ-সভাপতি হাফেজ মুহাম্মদ আজহারুল হক আজাদ, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ দিদারুল আলম, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইলিয়াছ, আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফয়েজুর রহমান, হাজী মুহাম্মদ এমরান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ শাহ্ আলম প্রমুখ।

লোহাগাড়া উপজেলা গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি লোহাগাড়া উপজেলা শাখা ও আল্লামা গাজী মুহাম্মদ আব্দুস সবুর সিদ্দীকী রাহঃ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় গাউসে জমান, রাহনুমায়ে শরিয়ত ও তরিকত, আওলাদে রাসুল, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র সালানা ওরস মোবারক ও জামেয়ার সাবেক মুদাররিস, মুজাহিদে আহলে সুন্নাত,বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন হযরতুল আল্লামা গাজী মুহাম্মদ আব্দুস সবুর সিদ্দীকী রাহঃ এর ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ১১ জিলহজ্ব, রবিবার,লোহাগাড়া পদুয়া ছগিরাপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে মাওলানা মুহাম্মদ জসিমুদ্দীন আলকাদেরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী, প্রধান বক্তা ছিলেন- বিশিষ্ট ইসলামীক স্কলার,আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আল আযহারী, বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মিশকাতুল ইসলাম আলকাদেরী, মাওলানা মঈনুদ্দীন কাদেরী, মাওলানা আব্দুল মজীদ।

প্রধান অতিথি হুজুর কেবলা আল্লামা তৈয়্যব শাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বিভিন্ন অবদান উল্লেখ করে বলেন- ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারে, শরিয়ত-তরিকত প্রসারে হুজুর কেবলার অবদান আজীবন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন-আল্লামা গাজী মুহাম্মদ আব্দুস সবুর সিদ্দীকী রাহঃ হুজুর কেবলার মুরিদ, দরবারে সিরিকোট ও সুন্নিয়তের একনিষ্ট খাদেম ছিলেন। সুন্নিয়ত প্রচার-প্রসারে তিনি অকুতোভয় ছিলেন।

এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- গাউসিয়া কমিটি লোহাগাড়া উপজেলার উপদেষ্টা বীরমুক্তিযোদ্ধা মনির আহমদ সিকদার,প্রফেসর মাওলানা মুস্তাক আহমদ, মাওলানা আবু তাহের, মাওলানা কামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ ফারুক, মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দীন, মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম, মাওলানা এনামুল হক, মাওলানা এহ্‌সান উদ্দীন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, অছিয়র রহমান, হাফেজ মিযানুর রহমান, শাজরিল আওয়াল শিফাইন, আব্দুল্লাহ জাওয়াদ, আফনান, আবু হুরায়রা শাইয়ুন, রিদুয়ান, রাকিব প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা শাখার উদ্যোগে আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ (রহ.) এর ওরশ মাহফিল গত ১৪ আগস্ট সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ আইয়ুব এর সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় হাজী আবদুল আলী জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তকরির পেশ করেন পাহাড়তলী থানা দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হালিম। এতে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ

আলী, কাজী মুহাম্মদ আবদুল হাফেজ, কাজী মুহাম্মদ রবিউল হোসাইন, কামাল আহমদ মজু, মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া, হামিদুল ইসলাম হাসিব, মুহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, নাঈমুল হাসান তানভীর, মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মুহাম্মদ আকবর মিয়া, মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জিকু, মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম, মুহাম্মদ ইলিয়াছ, মুহাম্মদ আলী হোসেন, মুহাম্মদ আ.ফ.ম মঈনুদ্দীন, মুহাম্মদ আলমগীর, মুহাম্মদ আজিম, মুহাম্মদ আবদুল মন্নান, মুহাম্মদ ওয়াহিদ, মুহাম্মদ আকবর, মুহাম্মদ আরমান হোসেন, মুহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম প্রমুখ।

শাহমীরপুর তৈয়্যবিয়া নুরুল হক জামে মসজিদ শাখা গাউসিয়া কমিটি

মুর্শিদে বরহক, হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহ. এর ২৮ তম সালানা ওরশ মোবারক উদ্‌যাপন এবং শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রাহঃ) এর স্মরণে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল গত ৭ আগস্ট গাউসিয়া কমিটি তৈয়্যবিয়া মৌলানা নুরুল হক (রাহঃ) জামে মসজিদ ইউনিট শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিল সঞ্চালনায় ছিলেন আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ শামশুল আলম আলকাদেরী। এতে সভাপতিত্ব করেন হযরত মৌলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ফায়জী। প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আলহাজ্ব ছাবের আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইলিয়াস মুন্সী, প্রধান বক্তা ছিলেন মুহাম্মদ নুরুল হক আলকাদেরী (কুসুমপুরী)। বিশেষ বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রেজবী, অধ্যক্ষ মাওলানা এম.এ মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবু তৈয়ব মুহাম্মদ একরামুল হক আলকাদেরী, মৌলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, মৌলানা মুহাম্মদ রফিক ছিদ্দীকি, মৌলানা মুহাম্মদ মাবুদ, মৌলানা মুহাম্মদ শওকত, মৌলানা মুহাম্মদ হোসাইন, মৌলানা মুহাম্মদ আব্দুর নুর, মৌলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মুহাম্মদ নুর হোসেন, সাংবাদিক মুহাম্মদ আব্দুল করিম সেলিম, মুহাম্মদ নাছির মেম্বার, মুহাম্মদ আলী (মিয়া), মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, নুর মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ফারুক, মামুন, আমির, ইলিয়াস, ইদ্রিস, ইসকান্দর, আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ রফিক।

গাউসিয়া কমিটি মাঝিরপাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী চিকনদন্ডী ইউনিয়নস্থ মাঝিরপাড়া শাখা ও মাঝিরপাড়া বায়তুন্ নুর জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির যৌথ ব্যবস্থাপনায় রাহনুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরিকত আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির সালানা ওরস মোবারক ও মাসিক খতমে গাউসিয়া শরীফ মাঝিরপাড়া বায়তুন্ নুর জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ইদ্রিস আনছারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চিকনদন্ডী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল মালেক চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মাঝিরপাড়া শাখার উপদেষ্টা যথাক্রমে উপদেষ্টা হাজী মুহাম্মদ জানে আলম, হাজী মুহাম্মদ লোকমান, হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ কোম্পানী, হাজী আহমদ হোসেন, মুহাম্মদ সেলিম চেয়ারম্যান, মুহাম্মদ শওকত আলী ও আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোতালেব চৌধুরী, আলহাজ্ব কামাল কোম্পানী, মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মুহাম্মদ ফোরকান, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ মোফাছেল, মুহাম্মদ মাসুদ আলী, গোলাম মুহাম্মদ, হাফেজ উমর ফরিদ, মুহাম্মদ আবু তাহের (বাবুল), মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ হারুন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সিলসিলা-ই কাদেরিয়া সিরিকোটি আলিয়ার পরম সম্মানিত মুর্শিদগণের এদেশে বরকতমন্ডিত পদার্পনের ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিশেষতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হয়। বিশেষত হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ আলায়হির রাহমাহ্র অবদানগুলো স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখার মতো। প্রত্যেকে নিজের আক্বীদা ও আমলের বিশুদ্ধি ও উভয় জাহানের সাফল্য লাভের জন্য এ সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ততা ও এর খিদমতের বিকল্প বর্তমান যুগে বিরল।

লালিয়ারহাট জামে মসজিদ

হাটহাজারী উপজেলার লালিয়ারহাট জামে মসজিদে হুজুর কেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বার্ষিক ওরস মোবারক মাহফিল গত ১৫ আগস্ট বাদ এশা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মোখতার, মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস আনসারী, মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ রেযা, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নুরুল আনওয়ার, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবদুল মান্নান ও মাওলানা মুহাম্মদ সানা উল্লাহ্।

গাউসিয়া কমিটি কচুয়াই ফারুকী পাড়া শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কচুয়াই ফারুকীপাড়া শাখার উদ্যোগে এলাকার সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতার সহযোগিতায় কচুয়াই ফারুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদে গত ১৪ আগস্ট এনামুর রশিদ ফারুকীর সঞ্চালনায়, মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম ফারুকীর সভাপতিত্বে আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.) এর ২৮ তম সালানা ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মোহাম্মদ অছিয়র রহমান। বিশেষ আলোচক ছিলেন লালারখিল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মোহাম্মদ আবুতারেক মিয়াজী, মাওলানা হাফেয মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক আলক্বাদেরী ও ফরুকীপাড়া বায়তুর রহমত জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গনি। মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উপজেলা সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম এম.কম। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উপজেলা সেক্রেটারী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী (শামীম), যুগ্ম -সাধারণ সম্পাদক ও কচুয়াই ইউনিয়ন সভাপতি জাকির হোসেন মেম্বার, মাওলানা আলহাজ্ব কাজী মোহাম্মদ সোলাইমান চৌধুরী, মুহাম্মদ শওকত আলী চৌধুরী। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইউনুছ ফারুকী, মোহাম্মদ গোলাম মাওলা ফারুকী, মোহাম্মদ মোরশেদ ফারুকী, রেজাউল করিম ফারুকী, খন্দকার শামসুল আলম, মাওলানা নুরুল আলম ফারুকী, মোহাম্মদ আলী, এমদাদ হোসেন চৌধুরী, আশিক চৌধুরী, ব্যাংকার মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, হাইদগাঁও ইউনিয়ন সেক্রেটারী মোহাম্মদ মনযুর আলম, সনহরা ইউনিয়ন সেক্রেটারী আবু জাফর, আবুল কাশেম মাস্টার প্রমুখ।

মাহফিলে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, মোহাম্মদ আয়ুব ফারুকী, মোহাম্মদ আবদুল খালেক ফারুকী, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ফারুকী, মোহাম্মদ জাওয়াদ ফারুকী, মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুকী, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ফারুকী, মোহাম্মদ জোবায়েদ উল্লাহ ফারুকী, মুহাম্মদ মাসুদ ফারুকী, মোহাম্মদ জাহেদ ফারুকী, মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ফারুকী (বাবু), মোহাম্মদ রিদুয়ানুল ইসলাম ফারুকী (রিমু) প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি লতিফপুর ওয়ার্ড

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার আওতাধীন লতিফপুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে গত ১৩ আগস্ট হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র ফাতেহা ও ওরস মোবারক পাকা রাস্তার মাথা মদনী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ ফেরদৌস মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম মহানগর সদস্য সচিব আলহাজ্ব সাদেক হোসেন পাপ্পু, প্রধান বক্তা ছিলেন মদনী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আবু নওশদ নঈমী, এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন পাহাড়তলী থানা গাউসিয়া কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হারুন, পাহাড়তলী থানার অর্থ সম্পাদক কামাল আহমেদ মজু, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ মাসুদ মিয়া। ১২নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউসুফ, ১০নং উত্তর কাট্টলীর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুহাম্মদ মফিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন, ১০নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক কে.এম. নুরুদ্দিন চৌধুরী, ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ডের সভাপতি মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আজম খান, মাওলানা দিদারুল ইসলাম কাদেরী, মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, মুহাম্মদ ফরহাদ হোসেন বাদশা, মুহাম্মদ সাজরাতুল ইয়াকিন শাওয়াল, জিয়াউদ্দিন সুমন, মুহাম্মদ জাহেদুল রশিদ, মাওলানা শেখ জাকারিয়া, মুহাম্মদ আবু নাসের, রবিউল হোসেন, ইব্রাহীম শাকিল, কাজী তৌহিদ আজম সাজ্জাদ, কাজী তৈয়্যব আজম কাউসার, ফেরদৌস ওয়াহিদ, জাকির হোসেন, মুহাম্মদ রুবেল, আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ জয়নাল রেজাউল করিম।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ এর সাধারণসভা ও স্মরণসভায় বক্তারা-

শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.) ছিলেন সুন্নি মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সংগঠনের চেয়ারম্যান শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.) এর স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী একজন জগতবিখ্যাত ইসলামী জ্ঞান বিশারদ ছিলেন। তার জ্ঞানগভীর পান্ডিত্য, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা তাঁকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করেছে। তিনি একাধারে একজন শিক্ষক, ইলমে হাদিস, ফিকহ্ ও তাফসির বিশারদ, সুকণ্ঠের অধিকারী অনলবর্ষী বক্তা, সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার মুখপাত্র ও সুন্নিয়তের প্রচারক। সুন্নিয়তের ময়দানে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুন্নি মুসলমানদের ঐক্যের মূর্তপ্রতীক। গত ১২ আগস্ট, চট্টগ্রাম নগরীর বহদ্দারহাটস্থ আর.বি.কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফী। প্রধান অতিথি ছিলেন, আন্‌জুমান-এ-রাহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সংঠনের মহাসচিব পীরে তরিকত আল্লামা সৈয়দ মছিহুদ্দৌলাহ, বক্তব্য রাখেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ এর নির্বাহী চেয়ারম্যান পীরে ত্বরিকত আল্লামা আবদুল বারী জিহাদী, কো-চেয়ার‍্যান অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ অছিয়র রহমান, আল্লামা হাফেজ সোলায়মান আনসারী, পীরে তরিকত আল্লামা আবদুস শুক্কুর নক্সবন্দী, সংগঠনের স্থায়ী কমিটির সদস্য মাওলানা এম.এ. মতিন, মাওলানা স.উ.ম. আবদুস সামাদ, সংগঠনের মুখপাত্র এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, প্রেসিডিয়াম সদস্য যথাক্রমে, আল্লামা কাজী আবদুল ওয়াজেদ, আল্লামা আশরাফুজ্জমান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আল্লামা হারুন উর রশীদ চৌধুরী, পীরে তরিকত আল্লামা শেখ সাদী আবদুল্লাহ সাদেকপুরী, পীরে তরিকত মাওলানা মোহাম্মদ আলী মমতাজী, মাওলানা বদিউজ্জমান হামদানী, পীরে তরিকত মাওলানা শাহ পরান মাখদুম, অধ্যক্ষ ড. এ কে এম মাহবুবুর রহমান, আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এর এসেস্টেন্ট সেক্রেটারি এস.এম. গিয়াস উদ্দীন শাকের, গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, ড. আবদুল আউয়াল, ড. হাফিজুর রহমান, মাওলানা আমিনুল ইসলাম আকবরী, মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী, পীরজাদা মাওলানা গোলামুর রহমান আশরাফ শাহ, অধ্যক্ষ মাওলানা তৈয়ব আলী, হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন, মাওলানা খাজা মোবারক আলী মমতাজী, অধ্যক্ষ মাওলানা বদিউল আলম রিজভী, মাওলানা আমিনুল ইসলাম আকবরী, মাওলানা জালাল উদ্দিন আখঞ্জি, মাওলানা আবদুল মজিদ হাসানী, অধ্যক্ষ মাওলানা খলিলুর রহমান নিজামী, মাওলানা ইঞ্জিনিয়ার সামশুল আলম কাজল, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর টিপু, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য পীরজাদা মুহাম্মদ মহরম হোসাইন, মাওলানা সরওয়ার আকবর, কাজী মাওলানা মোবারক হোসেন ফরাজী, পীরজাদা মাওলানা আশিকুর রহমান হাফেজনগরী, মাওলানা আবুল কাসেম আনসারী, মৌলানা লুৎফুল বারী, মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ, অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাঈল নোমানী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা জুলফিকার আলী, মাওলানা জসিম উদ্দিন আলকাদেরী প্রমূখ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের নির্বাহী মহাসচিব উপাধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কাসেম ফজলুল হক ও দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আবদুল হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় অন্যান্যদের উপস্থিত ছিলেন, এড. মোখতার আহমদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, ইঞ্জিনিয়ার আমান উল্লাহ, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, এরশাদ খতিবী, মাস্টার আবুল হোসাইন। উল্লেখ্য, স্মরণসভার আগে সংগঠনের সাধারণ সভা প্রবীন আলেমেদ্বীন আল্লামা আবদুল বারী জিহাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় চেয়ারম্যান আল্লামা মুফতি ওবায়দুল হক নঈমীর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে শায়খুল হাদিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফীকে চেয়ারম্যান এবং আল্লামা আবদুল বারী জিহাদীকে নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করা হয়।

বলুয়ারদীঘি খানকায় চেহলাম শরীফ মাহফিলে বক্তাদের অভিমত

শেরে মিল্লাত নঈমী আপন পীর-মুরশিদের প্রতি নিবেদিত ছিলেন বলেই তিনি সকলের কাছে স্মরণীয়-বরণীয়

সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া, সিরিকোট শরীফের আজীবন মুখপাত্র, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান, শায়খুল হাদিস, শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র চেহলাম শরীফ মাহফিলে বক্তারা বলেছেন, তাঁর খেদমত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে তাই তাঁর ইন্তেকালের পরও মহামারী করোনার কঠিন সময়েও প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে শেরে মিল্লাত নঈমী (রহ.)'র স্মরণ ও দোয়া মাহফিল চলছে তাতেই বুঝা যায় তাঁর সারা জীবনের খিদমত আল্লাহ-রাসুল(দ.) ও হযরাতে আউলিয়ায়ে কেরামের কাছে কবুল হয়েছে নিঃসন্দেহে। কুরআন-হাদিস, ফিকহ-ফতোয়াসহ ইত্যাদি বিষয়ে এক অনন্য ইসলামি জ্ঞান বিশারদ শুধু নন তিনি রাসুল (দ.)'র শানে যুক্তি-তর্কে বাতিলের আতংক ছিলেন। তিনি সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরিয়া, আনজুমান, গাউসিয়া কমিটি, দাওয়াতে খায়রসহ সিলসিলার সকল কর্মসূচিতে ও আপন পীর-মুর্শীদের প্রতি এতবেশী নিবেদিত-ওয়াফাদার ছিলেন বলেই ইন্তেকালের পর হুজুর কিবলা তাহের শাহ (মু.জি.আ.) তামাম মাশায়েখ কেরাম তাঁর উপর রাজি আছেন মর্মে দোয়া মুনাজাত এবং হুজুর কিবলা পীর সাবির শাহ (মু. জি.আ.) ভিডিও বার্তায় আল্লামা নঈমীকে 'শায়খুল ইসলাম' অভিধায় অভিহিত করেন। যার কারণে সকলের কাছে আজ তিনি চিরস্মরণীয়-বরণীয় উল্লেখ করে বক্তারা, আল্লামা নঈমী (রহ.)'র জীবনাদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সুন্নীয়ত ভিত্তিক সার্থক জীবন গঠনে সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান।

আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ আল-কাদেরী (রহ.) স্মৃতি সংসদ'র ব্যবস্থাপনায় গত ১৩ আগস্ট নগরীর বলুয়ারদীঘিপাড়স্থ খানকাহ-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়ায় চেহলাম শরীফ মাহফিলে বক্তারা উপরোক্ত আহবান জানান। আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে প্রধান মেহমান ও প্রধান আলোচক ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ'র কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আশরাফী ও আনজুমান ট্রাস্ট'র জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। স্মৃতি সংসদ'র সভাপতি অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ এরশাদ খতিবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ মেহমান ও আলোচক ছিলেন আনজুমান ট্রাস্ট'র এসিসট্যান্ট সেক্রেটারি আলহাজ্ব এস.এম. গিয়াস উদ্দিন সাকের, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্ম কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এড.মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, বিশিষ্ট বীমা ব্যাক্তিত্ব ও জামেয়ার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ হারুনর রশীদ মজুমদার, ঢাকা কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা জসিম উদ্দীন আল- আযহারী, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আতের সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম বয়ানী, বোয়ালখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা কাজী ওবায়দুল হক হক্কানি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ মুরশেদুল হক, গাউসিয়া কমিটির লাশ কাফন-দাফন কর্মসূচির মনিটরিং সদস্য আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ সাঈফুদ্দিন আল-আযহারি, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল গফুর রিজভী, চট্টগ্রাম মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ মাহবুবুল আলম, মহানগর গাউসিয়া কমিটির সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব ছাবের আহমদ, সাবেক অর্থ সম্পাদক আলহাজ্ব মনোয়ার হোসেন মুন্না, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন'র মাদরাসা পরিদর্শক মাওলানা মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মাসিক তরজুমান'র সহ-সম্পাদক আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ মাস্টার, উত্তর জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক গাজী মুহাম্মদ লোকমান, মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রমুখ। শেরে মিল্লাত নঈমী (রহ.)'র পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন- মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ কলিম নঈমী, মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ সাহেদ নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ

হামেদ রেজা নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ কাশেম রেজা নঈমী। জামেয়ার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক নঈমীর পরিচালনায় মিলাদ- কেয়াম শেষে মাহফিলে আখেরী মোনাজাত করেন- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়ার আরবি প্রভাষক মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জুবায়ের রজভী। মুফতি আল্লামা নঈমী (রহ.)'র শানে মানকাবাত পাঠ করেন- শায়ের মাওলানা এমদাদুল ইসলাম কাদেরী। খানকাহ শরীফের মোতায়াল্লী আলহাজ্ব নেওয়াজ আহমদ দুলাল,আলহাজ্ব সাব্বির আহমদ, আলহাজ্ব নূর আহমদ পিন্টু, আলহাজ্ব সিদ্দিক আহমদ' সার্বিক তত্ত্বাবধানে চেহলাম শরীফ উপলক্ষে সকাল থেকে পবিত্র খতমে কুরআন, খতমে বোখারি, খতমে মাজমুয়ায়ে সালাওয়াত-ই রাসুল (দ.), খতমে গাউসিয়া শরীফ, মাজারে পুষ্পার্ঘ্য, গিলাফ ছড়ানো, জিয়ারত-মোনাজাত এবং বাদ এশা তাবরুক পরিবেশনের মাধ্যমে দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

বিভিন্ন স্থানে আল্লামা নঈমী (রহ.)'র স্মরণ সভা অব্যাহত

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া শিক্ষক পরিষদ

শেরে মিল্লাত হযরতুল আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)র স্বরণ সভা সম্প্রতি জামেয়ার শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হুজুরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান, আরবী প্রভাষক মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবায়ের রজবী, আরবী প্রভাষক ও চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদের খতীব আল্লামা সৈয়দ আবু তালেব মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপাধ্যক্ষ ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী প্রমুখ। সভায় বক্তারা বলেন, তিনি এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ষোলশহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসায় দীর্ঘ অর্ধশত বছরের অধিক সময় মুহাদ্দিস ও শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল অভিভাবকের ন্যায়। আলোচনা শেষে হুজুরের রফয়ে দরজাত ও জান্নাতের আ'লা মকান দান করার জন্য পরম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ ও মুনাজাত করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ অফিয়র রহমান।

গাউসিয়া কমিটি উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখা উদ্যোগে গত ১৫ জুলাই হযরত আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) ও শেরে মিল্লাত মুফতি আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.) এর ফাতেহা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ ইব্রাহিম ফারুকী সুমনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানা সহ-সভাপতি হাজী নুর মুহাম্মদ সওদাগর, ৯নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাইমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, নোয়াপাড়া ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, গোলপাহাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, কৈবল্যধাম ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক ডা. জসিম উদ্দিন, মুসলিম মিয়া, সাকিব, তৌহিদ প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি আবদুস সমদ শাহ্ (রহ.) ইউনিট শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা (দক্ষিণ)'র ১৪নং বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার আওতাধীন হযরত মাওলানা আবদুস সমদ রযভী (রহঃ) শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ২২ জুলাই, উত্তর গশ্চি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহঃ)'র স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন সেলিম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রাউজান উপজেলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হানিফ, প্রধান আলোচক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাগোয়ান ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক ও তাহেরীয়া সুন্নিয়া মদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ শওকত হোসাইন রযভী, বিশেষ আলোচক ছিলেন রাউজান উপজেলা (দক্ষিণ) গাউসিয়া কমিটির অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ নওশাদ হোসাইন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ

নাঈম উদ্দিন ও মুহাম্মদ হেলাল ফারুক মুন্নার সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মুহাম্মদ আজিজুল হক, এমদাদুল ইসলাম, আহমেদ রেযা, হাজী আবুল কালাম, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ রেযভী, মাওলানা মুহাম্মদ নাঈমুল মোস্তফা, মুহাম্মদ রাশেদ আলী, ফজলে রাসুল নবীল, মুহাম্মদ ইসমাইল, মুহাম্মদ আরমান, মাওলানা আইয়ুব খান কাদেরী, মুহাম্মদ জাগির, আবদুর রউফ, মুহাম্মদ আসিফ, মুহাম্মদ তানভীর, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ মামুন, মুহাম্মদ মুন্না, মুহাম্মদ ইমন, মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ মিজান, মুহাম্মদ রেজভী প্রমুখ।

গাউসিয়া কমিটি ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ১৮ জুলাই ফরহাদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (রহ.) ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) এর স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠক মুহাম্মদ এনামুল হক ছিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ হারুন সওদাগর। প্রধান বক্তা ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা গাউসিয়া কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মুহাম্মদ আবু সাঈদ। ফরহাদাবাদ ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ এর সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মদ নুরুচ্ছাপা, মুহাম্মদ এসকান্দর মিয়া, অধ্যাপক মুহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন, সৈয়দ আব্দুল ওহাব, মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন, মাওলানা মুহাম্মদ অহিদুল আলম, মাওলানা আলী মর্তুজা সিরাজি, হাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল হাকিম চৌধুরী ভুট্টো, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন, মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন, আবু আহমদ, মুহাম্মদ ওমর ফারুক লিটন, মুহাম্মদ ইব্রাহিম, মুহাম্মদ মহসিন আলী, মুহাম্মদ শাকিল, মুহাম্মদ আবুল কালাম, মুহাম্মদ মোরশেদুল আলম, মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন, মুহাম্মদ হাসান, মুহাম্মদ আতাউর রহমান বাবু প্রমুখ।

কধুরখিল খানকা-এ কাদেরিয়া সৈয়দিয়া তৈয়বিয়া

বোয়ালখালী উপজেলার কধুরখীল হযরত সৈয়দ নুরুল্লাহ খতিব (রহ.) বাড়ি সম্মুখস্থ খানকাহ-এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়ায় শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণসভা ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা গাউসিয়া কমিটির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, বোয়ালখালী উপজেলার সাবেক সভাপতি, কধুরখীল খানকাহ্ শরীফের মোতাওয়াল্লী আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলাহ খতিবীর চাহরম শরীফ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার। প্রধান আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া'র অধ্যক্ষ, আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অসিয়র রহমান। বক্তারা শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী(রহ.) 'ফানা-ফির-রাসুল ও ফানা-ফিশ-শায়খ' উল্লেখ করে বলেন, ওহাবি-নজদী, শিয়া-কাদিয়ানী-খারেজী, মওদুদী-জামাতীদের রাসুলের শানে বেয়াদবির বিপক্ষে মাঠে-ময়দানে ওয়াজ-নসিহত, সম্মুখ বাহাসসহ সময়োচিত সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে ইশকে রাসূল (দ.) জাগ্রত করতে কালজয়ী অবদান রেখেছেন বলে মন্তব্য করেন। বোয়ালখালী উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা কাজী ওবায়দুল হক হক্কানির সভাপতিত্বে স্মরণসভা ও মাহফিলে বিশেষ মেহমান ছিলেন গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-সচিব আলহাজ্ব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, শেরে মিল্লাত আল্লামা নঈমী (রহ.)'র শাহজাদা মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ শাহেদ নঈমী, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটির সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শেখ মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, বোয়ালখালী উপজেলা কমিটির মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মুন্সি, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা জয়নাল আবেদীন আল কাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ মমতাজুল ইসলাম, আলহাজ মুহাম্মদ ইস্কান্দর আলম দিদার, পৌরসভা কমিটির মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মুহাম্মদ বেলাল উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর, আলহাজ্ব আহমদ নবী সওদাগর, মাওলানা আবু সালেহ মোহাম্মদ সাইফুল হক, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইব্রাহিম ইকবাল খতিবী, মোহাম্মদ এমরান কাদেরী প্রমূখ। মরহুমের পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন - গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় মিডিয়া সেল সদস্য মুহাম্মদ এরশাদ খতিবী।

গাউসিয়া কমিটি ওয়াজের আলী রোড শাখা

গাউসিয়া কমিটি ওয়াজের আলী রোড ইউনিটের উদ্যোগে হযরত সৈয়দ আহমদ শাহ সিরিকোটি (রহ.) এর সালানা ওরশ মোবারক ও শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.) এর স্মরণসভা গত ১০ জুলাই আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদত খানায় ইউনিট সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ নুরউদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, আরো উপস্থিত ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১৯নং ওয়ার্ড সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ নুর হোসেন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ইউনিট উপদেষ্টা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব ছাবের আহম্মদ জাহাঙ্গীর, আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন, আলহাজ্ব আলাউদ্দিন বিটু, আলহাজ্ব মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ আরিফ, মোহাম্মদ বশির, আলহাজ্ব মাহমুদুল হক ও ইউনিট সহ সভাপতি মোহাম্মদ খালেদ সোহেল, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুল, দাওয়াতে খাইর সম্পাদক হাফেজ মোহাম্মদ জসিম, ইউনিট সদস্য আজওয়াদ আলী আবির, আজমাইন আলী আইয়ান, মোহাম্মদ এরশাদ প্রমূখ।

মাহফিলে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর এবাদতখানার পেশ ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ সৈয়দ আনসারী।

গাউসিয়া কমিটি শীতলঝর্ণা শাখা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বায়েজিদ থানাধীন শীতলঝর্ণা আবাসিক এলাকায় কুতুবুল আউলিয়া, বাণীয়ে জামেয়া হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (রহ.)'র ওরস মোবারক, শায়খুল হাদীস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণসভা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামেয়ার অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী। হযরত সিরিকোটি ও আল্লামা নঈমী (রহ.)'র জীবন-কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ বয়ান-তকরির পেশ করেন মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক মালায়া ইউনির্ভাসিটির এম.ফিল গবেষক মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাসান আযহারি, মাওলানা সৈয়দ নুর মুহাম্মদ আলকাদেরী, মাওলানা মুহাম্মদ বোরহান উদ্দিন, শাহযাদা মাওলানা আহমদ রেযা, মাওলানা রবিউল হক, আলহাজ্ব মাওলানা সুলতানুল আলম আনসারী, মাওলানা সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম কাদেরী, শায়ের মাওলানা ইসহাক, আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ নুর বাঙ্গালী ও ফকিরচিল্লাহ্ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা সৈয়দ মুনিরুদ্দীন প্রমুখ। গাউসিয়া কমিটির বিভিন্ন শাখা দায়িত্ববানদের মধ্যে আলহাজ্ব সৈয়দ হাবিবুর রহমান সর্দার, আলহাজ্ব সৈয়দ আবদুর রহমান, সৈয়দ গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ গোলাম মোরশেদ ও আলহাজ্ব মুসলিম মিয়া সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলের সভাপতি অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী বলেন, কুতুবুল আউলিয়া হযরত সিরিকোটি (রহ.) পাকিস্তান, আফ্রিকা, মোম্বাসা, রেঙ্গুন ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শত বছরের অধিক হায়াতে শরিয়ত, তরিকত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত ও সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ার বিশাল খেদমত আনজাম দিয়েছেন।

চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটি

গাউসিয়া কমিটি চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন শাখা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কর্ণফুলী উপজেলার যৌথ উদ্যোগে সৈন্যের বাড়ী শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা নুরুল ইসলামী হাশেমী (রহ.) ও শেরে মিল্লাত শায়খুল হাদীস আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণে ইছালে সাওয়াব ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন গাউসিয়া কমিটি চরলক্ষ্যা ইউনিয়ন শাখার সভাপতি হাজি বজল আহমদ। মাহফিল সঞ্চালনায় ছিলেন গাউসিয়া কমিটি ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবছার আজাদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কর্ণফুলী উপজেলার সভাপতি আল্লামা হাসান রেজভী। প্রধান বক্তা ছিলেন ড. মাওলানা খলিলুর রহমান ও মাওলানা আবু ছাদেক রেজভী। আরও উপস্থিত ছিলেন শায়ের মাওলানা এনামুল হক এনাম।

আনোয়ারা তাহেরিয়া ছাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা

আনোয়ারা সদরস্থ ছৈয়দিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার উদ্যোগে মাদরাসার প্রধান উপদেষ্টা শেরে মিল্লাত আল্লামা মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হির স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল গত ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ রেজাউল হক এর সভাপতিত্বে মাদরাসার পরিচালক মুফতি কাজী শাকের আহমদ চৌধুরীর সঞ্চালনায় মাদরাসা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ। প্রধান আলোচক ছিলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল গফুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি আনোয়ারা উপজেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব আহমদ কবির, মাওলানা মুজিবুর রহমান, মাওলানা মোরশেদুল আলম, মাওলানা আহমদ নুর আলকাদেরী, মাওলানা ফজলুল হক, মাওলানা নুর মোহাম্মদ আনোয়ারী। অন্যদের উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ নাছির উদ্দিন সিদ্দিকী, মাস্টার মুহাম্মদ এয়াকুব আলী, মাওলানা ফিরোজ আলম, ব্যাংকার মুহাম্মদ জাকের আহমদ চৌধুরী, মুহাম্মদ ফরিদুল আলম (ব্যাংকার), এস.এম. আবদুল হালিম, মাওলানা ওসমান গণি, মাওলানা আবদুল আজিজ, মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আনচার, মাওলানা আলী জিন্নাহ, হাফেজ মুহাম্মদ শাহজাহান, হাফেজ মাওলানা আবু ছৈয়দ, হাফেজ মাওলানা সাজ্জাদ হোসেন, মাওলানা কলিম উদ্দিন প্রমুখ।

মাদার্শা খানকা-এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া

হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মধ্য মাদার্শাস্থ খানকাহ্ এ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ হাটহাজারী (পূর্ব) থানার সার্বিক তত্ত্বাবধানে মুর্শিদে বরহক, আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র বার্ষিক ওরস শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ওস্তাজুল ওলামা, শায়খুল হাদসি, আল্লামা শেরে মিল্লাত মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী (রহ.)'র স্মরণসভা খানকাহ্ শরীফের চেয়ারম্যান ও গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী (পূর্ব) থানার প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব মোহাম্মদ জসীম উদ্দীনের সভাপতিত্বে গত ৮ আগস্ট, খানকাহ শরীফ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পরিষদের মহাসচিব আলহাজ্ব সাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যক্ষ আল্লামা তৈয়ব আলী ও উত্তরজেলা গাউসিয়া কমিটির সহ সভাপতি মাওলানা ইয়াছিন হোসাইন হায়দরী। মাস্টার সেকান্দর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোফাক্কর, গাজী মোহাম্মদ লোকমান, মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ, মাওলানা মফিজুল ইসলাম আলকাদেরী, মাওলানা আবদুর রহিম আলকাদেরী, এমদাদুল ইসলাম, ফরিদুল আলম মিঠু, জসিম উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়া, শাহ্ মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন, মাস্টার এনামুল হক, লোকমান হাকিম, মাওলানা শাহজাহান, উপাধ্যক্ষ সৈয়দ পেয়ার মুহাম্মদ, আরশাদ চৌধুরী, মুহাম্মদ আবছার, এস.এম. আজাদ, ইলিয়াছ সওদাগর, লিয়াকত আলী খান, এস.এম. সোলাইন, মুহাম্মদ জামশেদ, মুহাম্মদ আবু তাহের, হাজী মুহাম্মদ শফি, মুহাম্মদ খোরশেদ, ফরহাদ আজম, নুরুল আনোয়ার, ইকবাল চৌধুরী, আবদুল্লাহ্ শাহ্, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রমুখ।

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ অছিয়র রহমানের সভাপতিত্বে সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আলক্বাদেরীর সঞ্চালনায় জামেয়া অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা ড. মুহাম্মদ লিয়াকত আলী, মুফাসসির আল্লামা কাজী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আলক্বাদেরী, প্রভাষক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর রশিদ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন প্রভাষক মাওলানা

মোহাম্মদ হামেদ রেযা নঈমী, মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ, প্রভাষক মুহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ তারেকুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ জামাল উদ্দীন, মুহাম্মদ আবদুল আলীম, মুহাম্মদ শাহ-ই-জাহান, মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুল হক, মাওলানা মুহাম্মদ জহুরুল আনোয়ার, মুহাম্মদ মাঈনুল ইসলাম (বিজ্ঞান), মাওলানা মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মাওলানা মোহাম্মদ আতাউর রহমান নঈমী, মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মাস্টার মুহাম্মদ শাহ আলম, এস, এম, ওসমান গণি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান অথিতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে অনুকরণীয় ও শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে তিনি ছিলেন নিখাদ দেশপ্রেমিক ও সম্মোহনি নেতৃত্বের অধিকারী অবিসংবাদিত নেতা। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন বিষয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল বিধায় আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব।

সভাপতি বলেন-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান চিরস্মরণীয়। তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে এ দেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসারে বিরাট অবদান রেখেছেন। জাতির জনকের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীতে তিনি আরো বলেন, কোন ধর্মেই মানব হত্যার অনুমোদন নেই। তিনি বঙ্গন্ধুর সাথে অন্যান্য শাহাদত বরণকারীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন।

পরিশেষে মিলাদ, কিয়াম, ছালাত ও সালাম পাঠান্তে আখেরী মুনাজাত করেন মুফাসসির কাজী মুহাম্মদ ছালেকুর রহমান আলক্বাদেরী।

তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসায় জাতীয় শোক দিবস উদযাপিত

আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট পরিচালিত মাদরাসা এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী)'র মিলনায়তনে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে গৃহিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল, জাতীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন, কেরাত হামদ নাত ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং সোনার বাংলা বিনির্মানে বঙ্গবন্ধু অবদান শীর্ষক স্মারক আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুফতি এ এস এম জালাল উদ্দিন ফারুকী, মাওলানা আবুল হাসানাত আলকাদেরী, মোশাররফ হোসাইন, প্রভাষক আমির আলী, মাওলানা মুজিবুর রহমান, মাওলানা ছগীর আহমদ আলকাদেরী, প্রভাষক কোহিনুর আকতার, প্রভাষক মেরি চৌধুরী, মাওলানা ইউনুস তৈয়্যবি, এ কে এম রফিক উল্লাহ খান, মাওলানা জহির উদ্দিন তুহিন, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল আউয়াল ফোরকানী, মাওলানা এনাম উদ্দিন, মাওলানা আবদুল গফুর খান, মাওলানা সাইফুল্লাহ খালেদ, মাওলানা হাসান, মাওলানা ফেরদৌস আলম প্রমুখ। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এবং সোনার বাংলা বিনির্মানে বঙ্গবন্ধু বিষয়ক ক ও খ গ্রুপে অনলাইন রচনা প্রতিযোগিতায় হামদ নাত ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ১৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। আমার মুজিব শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতায় ০৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বক্তারা বলেন, বাঙ্গালী জাতির মুক্তি ও অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভুমিকা বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বের মাঝে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাকে স্বপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তকারীরা জাতীয় ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায় রচনা করেছে। ১৫ আগস্ট শাহাদাতবরণকারী প্রত্যেকের মাগফিরাত কামনা করে দুআ ও মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আরবি প্রভাষক মাওলানা ছগীর আহমদ আলকাদেরী।

চাঁপাতলী ও ছিরা বটতলী ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল

আনোয়ারা থানাধীন বটতলী ইউনিয়নস্থ ২নং ওয়ার্ড চাঁপাতলী ও ৩নং ওয়ার্ড ছিরা বতটলী শাখার যৌথ উদ্যোগে গাউসিয়া কমিটির ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ৩ জুলাই চাঁপাতলীস্থ সাইয়ার পুকুর জামে মসজিদে বাদে মাগরিব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজী নুরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রধান অতিথি ছিলেন বটতলী ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি এস.এম. আবু তালেব ফকির, বিশেষ অতিথি ছিলেন বটতলী ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি এস.এম. শাহনেওয়াজ। উপদেষ্টা পরিষদের ৬জন সদস্যসহ আরো

অন্যান্য পীর ভাইগণ। আবুল কাশেম ভেন্ডারের সঞ্চালনায় মুহাম্মদ ইমরান হোসেনকে সভাপতি, মুহাম্মদ কামাল সিনিয়র সহ সভাপতি, মুহাম্মদ আবু তাহের সহ সভাপতি, মুহাম্মদ আইয়ুব আলী সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল সহ সাধারণ সম্পাদক, মুহাম্মদ মেহেদী হাসান বেলাল অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ লোকমান সহ অর্থ সম্পাদক, মুহাম্মদ আমিনুল হক প্রচার সম্পাদক, মুহাম্মদ আহমদুল্লাহ্ সহ প্রচার সম্পাদক এবং ২৯ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী সদস্য করে তিন বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

শোক সংবাদ

শিক্ষাবিদ ইউসুফ চৌধুরী

গাউছিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলহাজ্ব আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান এর পিতা প্রবীণ শিক্ষাবিদ মাস্টার আলহাজ্ব মুহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (৭২) গত ২৬ জুলাই ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ৫ মেয়ে, নাতি-নাতনি, ছাত্র-ছাত্রী সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের নামাজে জানাজা ঐদিন বাদে আসর মরহুমের নিজবাড়ী রাউজান পৌরসভার সুলতানপুরস্থ হাসমত আলী চৌধুরী বাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। মাস্টার ইউসুফ চৌধুরীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন এবি এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এহসানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল, আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, উত্তর জেলার সভাপতি আবদুস শুক্কুর, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে রাউজান ষ্টেশন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাশপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছিটিয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরো কয়েকটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

আলহাজ্ব শফিউল্লাহ

গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফিউল্লাহ (৬৮) গত ২২ জুলাই নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না......রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখেযান। মরহুমের নামাজে জানাজা ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বাদে জোহর উত্তর কুলগাঁও পরদাইশ চৌধুরী শাহি জামে মসজিদ ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটি বায়েজিদ থানা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব আবদুল হামিদ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাবিবুর রহমান, ২নং জালালাবাদ ওয়ার্ড শাখার সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক শহীদ উল্লাহ, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা যুব কাফেলার চেয়ারম্যান মাওলানা মুহাম্মদ আলী আলকাদেরী শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আলহাজ্ব সৈয়্যদুল হক

গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী পশ্চিম ধলই শফি নগর পূর্ব ইউনিট শাখার প্রবাসী সদস্য আলহাজ্ব মুহাম্মদ ওয়াহিদুল আলম এর পিতা সমাজসেবক আলহাজ্ব মুহাম্মদ সৈয়্যদুল হক (৮৮) গত ১৬ জুলাই নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ ছেলে, ৪ মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের নামাজে জানাজা ঐদিন রাত ১০ টায় পশ্চিম ধলই শফি নগর দৌলত গোমস্তারবাড়ী জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মরহুমের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেন গাউসিয়া কমিটি মক্কা মকাররমা শাখার সভাপতি মাওলানা সোলাইমান আলকাদেরী, সহ-সভাপতি আমান উল্লাহ আমান সমরকন্দী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহাজাহান।

মাওলানা সৈয়দ মনিরুল হক আল-কাদেরী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাঁশখালী ৩নং খানখানাবাদ ইউনিয়নের সভাপতি ও হযরত তমিজ উদ্দিন শাহ্ (রহ.) আউলাদ আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ মনিরুল হক আলকাদেরী (৬৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৫ মেয়ে নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ২ ঘটিকার সময় বাঁশখালী কদম রসুল বড় মাওলানা শাহ্ (রহ.) মাজার প্রাঙ্গণে পীরে ত্বরিকত

হাফেজ মাওলানা শাহ আলম নঈমীর ইমামতিতে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ মনিরুল হকের ইন্তেকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বাঁশখালী থানা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আনোয়ার, সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুর রহিম সিরাজী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবু বক্কর সিকদার শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মৌলানা আহমদ কবির

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ দোহাজারী পৌরসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন আঙ্গুর এর পিতা মৌলানা আহমদ কবির গত ১ আগস্ট ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে ওনার বয়স ছিল ৭০ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতি-নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে যান। তাঁর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ করেছেন চন্দনাইশ উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মৌলানা সোলায়মান ফারুকী। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ উপজেলার সভাপতি মৌলানা আব্দুল গফুর খান এবং সেক্রেটারী আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম, দোহাজারী পৌরসভার সভাপতি মৌলানা খোরশেদ রেজভী, আবু ছাদেক মহসিন, জাফর আহমদ খান, সেক্রেটারী তৌহিদুল মোস্তফা কাদেরী, হাজী আবু তাহের, আমির হোসেন, জাকের সওদাগর, জালাল উদ্দীনসহ গাউসিয়া কমিটি দোহাজারী শাখার নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

মুহাম্মদ আবুল কালাম

গাউসিয়া কমিটি বন্দর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ সাহাব উদ্দীনের পিতা হাজী মুহাম্মদ আবুল কালাম গত ৭ জুন বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭০ বছর। মরহুমের নামাযে জানাযা সকাল ১১টায় জাফর আলী মালুম মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ইন্তেকালে বন্দর থানা গাউসিয়া কমিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

নজীর আহমদ

গাউসিয়া কমিটি বন্দর থানা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ দিদার আলমের পিতা নজীর আহমদ গত৭ জুন বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮০ বছর। তাঁর ইন্তেকালে বন্দর থানা গাউসিয়া কমিটি শাখা গভীর শোক প্রকাশ করেন।

আবুল কালাম

গাউসিয়া কমিটি বন্দর থানাধীন ৩৮নং ওয়ার্ড শাখার সদস্য আবুল কালাম বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১০১ বছর। তাঁর ইন্তেকালে বন্দর থানা গাউসিয়া কমিটি শাখা গভীর শোক প্রকাশ করেন।

নুরুল আলম

বন্দর থানা হালিশহর তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল মাদরাসা পরিচালনা পরিষদের সাবেক সহ সভাপতি, ৩৮নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিল ও ভারপ্রাপ্ত মেয়র মুহাম্মদ নুরুল আলম গত ৪ জুন মা ও শিশু হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭০ বছর। মরহুমের ইন্তেকালে মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং কর্মচারীবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্য-তথ্য

রোদে রয়েছে করোনামুক্তির দাওয়াই

সকালে আপনার ব্যালকনিতে রোদ থাকলে আপনি সেখানে কিছুটা সময় হাত-পা ছড়িয়ে বসতেই পারেন। নইলে ছাদেও যেতে পারেন। এতে করে ভয়ঙ্কর করোনা আপনার কাছে আসারও সাহস পাবে না। কারণ সকালের নরম মিষ্টি রোদে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ডি। আর করোনা ঠেকাতে ভিটামিন ডি'র কথা তো মোটামুটি সবাই জানে। এই ভিটামিন আপনার করোনা ঠেকাতে সাহায্য করবে। আর যদিও বা আক্রান্ত হন, সহজেই সুস্থ হবেন। বিজ্ঞানীদের মতে, ভিটামিন ডি মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। তার মানে হচ্ছে করোনার যম ভিটামিন ডি।

কোভিড-১৯ ভাইরাস মানব শরীরে ঢুকলেই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। মানবদেহের কোষগুলিকে নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয়। প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশ মৃত্যু হয়। এই মারাত্মক শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে নতুন পথ বাতলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ব্যাকম্যান ইতালি, চীন, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, যাদের শরীর ভিটামিন ডি কম তারাই বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। মৃত্যুও হচ্ছে তাদেরই বেশি। অন্যদিকে যাদের শরীরে তুলনামূলকভাবে ভিটামিন ডি বেশি, তারা দিব্য সুস্থ। ব্যাকম্যান আর তার সহকর্মীদের গবেষণাপত্র প্রকাশ্যে আসার পর বিভিন্ন দেশেও এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু। কোভিড-১৯ ভাইরাস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে ফের ভিটামিন ডি'র ক্ষমতা যাচাই শুরু হয়েছে। একদল গবেষকদের প্রশ্ন, বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্যবিধি আলাদা। আবার ভৌগলিক চরিত্র অনুযায়ী বয়সের তারতম্য অনুযায়ী করোনার চরিত্রের বদল হচ্ছে, এমন অবস্থায় এই সমীক্ষা কতটা সফল? সমালোচকদের জন্য ব্যাকম্যানের স্পষ্ট জবাব, 'এই সমীক্ষা শেষ কথা তা বলার সময় আসেনি। কারণ, স্বাস্থ্যবিধিতে উত্তর ইতালি বিশ্বসেরা। কিন্তু ওই অংশের কিছু বাসিন্দার মধ্যে ভিটামিন ডি বেশি থাকায় তাদের কোভিড-১৯ কাবু করতেই পারেনি।

আবার অন্য একটি অংশের নাগরিকদের মধ্যে ভিটামিন ডি কম থাকায় তারা নির্বিচারে সংক্রমিত হয়েছেন। ব্যাকম্যান এবং তার সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণ, ভিটামিন ডি'র সঙ্গে মানবদেহে সাইটোকাইন ঝড়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কর্মকর্তা ডা. প্রতীপ কুন্ডু বলেন, 'অনেকটা ভাড়াটে গুন্ডার মতো সব কোষ ধ্বংস করে এই সাইটোকাইন ঝড়। ফুসফুস, শ্বাসনালিতে তীব্র প্রদাহ হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট তীব্র হয়। রক্ত জমাট বাঁধে।' অন্যদিকে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. অরিন্দম বিশ্বাস মনে করেন, যাদের শরীরে ভিটামিন ডি থাকে তাদের এই সমস্যা হয় না।

তাই শিশুদের রোদে কিছুক্ষণ রাখলে সর্দি-জ্বরের সমস্যা অনেকটাই কমে।

কালোজিরা শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি দূর করে

কালোজিরাকে সব রোগের ওষুধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কালোজিরা নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কালোজিরা ব্যবহার কর, কেননা এতে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্বরোগের মুক্তি রয়েছে।'

কালোজিরা শ্বাসকষ্ট দূর করে। তাই বর্তমানে করোনার এ দুর্যোগকালে এটি বেশ উপকারী। এটি হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। জ্বর, ব্যথা, সর্দি-কাশিতে এক চা-চামচ কালোজিরার সঙ্গে তিন চামচ মধু ও দুই চা-চামচ তুলসী পাতার রস মিশিয়ে প্রতিদিন একবার সেবন করলে তিন দিনে রোগ মুক্ত হওয়া যায়। কালোজিরা বেটে কপালে প্রলেপ দিলে সর্দি বসে যায়। এটি মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রতিদিন নিয়ম করে আধা চা চামচ কাঁচা কালোজিরা অথবা ১ চামচ কালোজিরার তেল খান। ১৫/১৬টি কালোজিরা ছোট ১টি পেঁয়াজ ও ২ চামচ মধু মিশিয়ে বিকালে/রাতে খেলে চির যৌবন রক্ষা হয়। সকালে খালি পেটে এক চামচ কালোজিরা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ডায়াবেটিসের উপকার হয়। কালোজিরা গরম পানিতে মিশিয়ে খেলে বাত দূর হয়। হজমের সমস্যায় এক-দুই চা চামচ কালোজিরা বেটে পানির সঙ্গে খেলে হজম শক্তি বাড়ে। পাশাপাশি পেট ফাঁপাভাবও দূর হবে। মায়েদের বুকের দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রায়। মাথাব্যথা হলে কপালে দুইপাশ এবং কানের পাশে দিনে তিন চারবার কারোজিরার তেল মালিশ করুন। লিভার ক্যান্সারের আফলাটক্সিন নামক বিষ ধ্বংস করে। কালোজিরা নিয়মিত খেলে চুল পড়া বন্ধ হয়। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কালোজিরার তেল ভালো উপকার করে। এছাড়া বর্তমানে কালোজিরা করোনা রোগের জন্য বেশ উপকারী বলে জানান। বিশেষজ্ঞরা।